CMYK

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

CMYK

নিশ্চিন্তের প্রতীক
Sister
সিস্টার
ওঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 28 April, 2020 ■ আগরতলা, ২৮ এপ্রিল, ২০২০ ইং ■ ১৫ বৈশাখ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

লকডাউন কিছুটা শিথিল হতেই রাজপথে যানচলাচল বেড়ে গিয়েছে সোমবার। ছবি নিজস্ব।

রেপিড অ্যান্টিবডি টেস্ট কিটের রিপোর্ট সন্দেহজনক পাঠানো হবে ফেরত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল।। সঠিক রিপোর্ট আসছে না। তাই আইসিএমআর-এর পরামর্শে সমস্ত রেপিড অ্যান্টিবডি কিট ফেরত পাঠাচ্ছে ত্রিপুরা। এ-বিষয়ে সোমবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরার অতিরিক্ত মুখ্যসচিব এস কে রাকেশ জানান, কিটগুলি এখন বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করা হচ্ছে। তার পর সমস্ত কিট বিক্রেতাদের কাছে ফেরত পাঠানো হবে। রেপিড অ্যান্টিবডি কিট নিয়ে গোড়া থেকেই অভিযোগ উঠেছিল। বিভিন্ন রাজ্য ওই কিট ব্যবহার করে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে এবং পরবর্তী ধাপে ব্যবহারও বন্ধ রেখেছিল। রাজ্যগুলির অভিযোগের ভিত্তিতে আইসিএমআর মাঝে দু দিন ওই কিট ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। কিন্তু পুনরায় ছাড়পত্র দিলেও অবশেষে ওই কিট দিয়ে রিপোর্ট নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারেনি আইসিএমআর।

সাংবাদিক সম্মেলনে রাখেন অতিরিক্ত মুখ্যসচিব।

এ-বিষয়ে আজ অতিরিক্ত মুখ্যসচিব বলেন, রেপিড অ্যান্টিবডি টেস্ট কিট সন্তোষজনক রিপোর্ট দিচ্ছে না। ওই কিট-এর রিপোর্টে ভীষণ তারতম্য দেখা যাচ্ছে। ফলে, ওই কিট ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, আইসিএমআর আজ দেশের সমস্ত রাজ্যকে ওই কিট ব্যবহার করতে নিষেধ করেছে। সাথে পরামর্শ দিয়েছে, সমস্ত কিট বিক্রেতাদের কাছে ফেরত পাঠানো হোক। তাঁর বক্তব্য, ওই কিট-এর রিপোর্ট ভীষণ সন্দেহজনক।ফলে, ওই কিট-এর ওপর ভরসা করা কোনওভাবেই সম্ভব নয়। তিনি বলেন, সমস্ত কিট সংগ্রহ করা হচ্ছে। তার পর বিক্রেতাদের কাছে সেগুলি ফেরত পাঠানো হবে। তিনি জানান, তিনটি সংস্থার কাছ থেকে ওই কিট ক্রয় করা হয়েছিলউ তার মধ্যে দুটি চাইনিজ সংস্থা।

আন্ত:রাজ্য যাতায়াতে ছাড়, ফিরছেন আটকে পড়া ত্রিপুরার নাগরিকরা, রাখা হবে কোয়ারেন্টাইনে ঃ অতিরিক্ত মুখ্যসচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল।। করোনা মোকাবিলায় লকডাউন-এ ত্রিপুরার অনেক নাগরিক বহির্রাজ্যে আটকে পড়েছেন। তাদের ত্রিপুরায় ফেরানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ-ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতিতে আন্ত:রাজ্য যাতায়াত শুরু হয়েছে। তবে, রাজ্য সরকার এবং আটকে পরা নাগরিকদের মধ্যে বোঝাপড়ার মাধ্যমে এবং শর্ত মেনে তাদের ত্রিপুরায় আসতে দেওয়া হবে।

ত্রিপুরায় ফিরে আসার পর তাদের কোয়ারেন্টাইনে রাখা হবে। আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরার অতিরিক্ত মুখ্য সচিব এস কে রাকেশ এই তথ্য দিয়ে বলেন, গতকাল বহির্রাজ্য থেকে ১৬৭ জন ত্রিপুরায় ফিরেছেন। তাদের বাড়িতে কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে। তাদের মধ্যে করোনা সংক্রমনের কোন লক্ষণ রয়েছে কিনা তা খুঁজে দেখা হচ্ছে। তাঁর কথায়, করোনা স্পর্শকাতর এলাকা থেকে যারা আসবেন তাদের নমুনা সংগ্রহ করা হবে। সাথে তাদের হাতে কোয়ারেন্টাইন স্ট্যাম্প লাগানো হবে।

এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরার প্রচুর নাগরিক বহির্রাজ্যে আটকা পড়েছেন। তারা অনেকেই ত্রিপুরা সরকারের সাথে যোগাযোগ করছেন। সে মোতাবেক কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে আলোচনায় আন্ত:রাজ্য যাতায়াতে অনুমতি মিলেছে। তাঁর কথায়, রাজ্য সরকারগুলি-কে অনুরোধ জানানো হবে, ত্রিপুরার নাগরিকদের ফিরে আসার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র দেওয়া হোক। তবে, ত্রিপুরার ওই নাগরিকদের সরকারি নিয়ম এবং শর্ত মানতে হবে। তিনি বলেন, যারা করোনা স্পর্শকাতর স্থান থেকে আসবেন তাদের পরীক্ষা করে কোয়ারেন্টাইন করা হবে। বাকিদের শুধু ১৪ দিন কোয়ারেন্টাইন থাকবে হবে। তাঁর বক্তব্য, ত্রিপুরার নাগরিক-রা এখন নিজেদের টাকায় গাড়ি ভাড়া করে ফিরছেন। তবে, সরকারি খরচে তাদের নিয়ে আসার বিষয়ে চিন্তাভাবনা চলছে। তাঁর মতে, বিমান রেল বন্ধ তাই সকলের সড়ক পথেই ফিরতে হবে। এ-ক্ষেত্রে তাদের চূড়াইবাড়িতে পরীক্ষা করা হবে।

চিকিৎসায় গাফিলতিতে চাকুরীচ্যুত শিক্ষকের মৃত্যুর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল।। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন চাকুরীচ্যুত শিক্ষকের মৃত্যুতে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে। সোমবার হাসপাতাল সুপারের কাছে ওই ঘটনায় সুষ্ঠ তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে। চাকুরীচ্যুত শিক্ষকদের তরফে বিজয়কৃষ্ণ সাহা বলেন, সহকর্মী উদয়পুরের বাসিন্দা মিঠুন দেবনাথ গতকাল প্রয়াত হয়েছেন। তিনি ক্ষোভের সুরে বলেন, চিকিৎসায় গাফিলতির জন্যই মিঠুনের মৃত্যু হয়েছে। কারণ, সঠিক সময়ে ওষুধ দেওয়া হলে তিনি বেঁচে যেতেন। বিজয় বাবু-র কথায়, উন্নত চিকিৎসার জন্য উদয়পুর থেকে মিঠুন আগরতলায় জি বি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাল মুখ্যমন্ত্রীর পৌরহিত্যে মহাকরণে সর্বদলীয় বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল।। আগামী ২৯ এপ্রিল সর্বদলীয় বৈঠক ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মূলতঃ কোভিড-১৯ এবং লকডাউন পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে সমস্ত রাজনৈতিক দলের মতামত নিতেই রাজ্য সরকার এই বৈঠকের আয়োজন করেছে। ২৯ এপ্রিল মহাকরণে বিকাল ৪ টায় সচিবালয়ের ২ নং কনফারেন্স হলে হবে এই বৈঠক।এই বৈঠকে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের একজন করে প্রতিনিধি অংশ নিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সোমবার মহাকরণে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই সংবাদ জানান আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ।

আইনমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, এই বৈঠকে পৌরোহিত্য করবেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। উপস্থিত থাকবেন থাকবেন বিরোধী দলনেতা, মুখ্য সচিব, উপমুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রী সভার কয়েকজন প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য সচিব, অর্থ দপ্তরের সচিব, খাদ্য দপ্তরের সচিব সহ অন্যান্যরা। মোট আঠারটি রাজনৈতিক দলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে তাদের প্রতিনিধি পাঠানোর জন্য। সেই সাথে অনুরোধ করা হয়েছে দলের প্রতিনিধিরা যাতে লিখিত ভাবে তাদের বক্তব্য পেশ করেন।

কোভিড-১৯ এবং লকডাউন পরবর্তীতে কি কি করনীয় এবং অন্যান্য দলের কি ধরনের পরামর্শ রয়েছে তা বৈঠকে আলোচনা হবে। প্রত্যেক দলের সভাপতি বা সম্পাদক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা মোকাবিলায় নমুনা পরীক্ষায় জাতীয় গড়ে এগিয়ে ত্রিপুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল।। করোনা মোকাবিলায় নমুনা পরীক্ষায় জাতীয় গড়ের তুলনায় ত্রিপুরা অনেক এগিয়ে রয়েছে। শুধু তাই নয়, গত ১৪ দিনে ত্রিপুরায় নতুন কেউ করোনায় আক্রান্ত হননি। আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ সংবাদ জানান অতিরিক্ত মুখ্যসচিব এস কে রাকেশ। তাঁর কথায়, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে করোনা সংক্রান্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

এদিন তিনি বলেন, গত ১ দিনে রাজ্যে ২৪৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এরমধ্যে সবগুলি-র রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। তাঁর কথায়, আজ পর্যন্ত ত্রিপুরায় মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৪৪৫৩ জনের। এরমধ্যে দুটি পজিটিভ পাওয়া যায়। তারা বর্তমানে সুস্থ আছেন। আর বাকী সবগুলিই নেগেটিভ ছিল। অতিরিক্ত মুখ্যসচিব বলেন, জনসংখ্যার অনুপাতে কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষা করার হারেও ত্রিপুরা সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে। আজ পর্যন্ত সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রতি ১০ লক্ষ জনসংখ্যায় পরীক্ষা করার অনুপাত যেখানে ৪৭০, ত্রিপুরায় তা হয়েছে ১১০৮। কোভিড-১৯ উদ্ভত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রীর দরবারে মোটর শ্রমিককুল আর্জি জানালেন আর্থিক সহায়তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল।। লকডাউন-এ রোজগার বন্ধউ তাই দিশেহারা হয়ে পড়েছেন মোটর শ্রমিকরা। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আর্থিক সহায়তার আর্জি নিয়ে সোমবা মুখ্য শ্রম আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন দিয়েছেন তাঁরা। এ-বিষয়ে শ্রমিক নেতা বিপ্লব কর বলেন, লকডাউন-এ কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের কাছ থেকে সহায়তা মিলছে। কিন্তু কিছু আর্থিক সহায়তা পাওয়া গেলে শ্রমিকদের উপকার হতো।

তিনি বলেন, করোনা মোকাবিলায় লকডাউন চলছে। মানবজাতির কল্যাণে তা খুবই জরুরি। কিন্তু রোজগার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মোটর শ্রমিকরা ভীষণ সমস্যায় পড়েছেন। তাঁর কথায়, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের তরফে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিখোঁজ মহিলার পঁচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার গ্রেফতার দুই, অভিযোগ ধর্ষণের পর খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৭ এপ্রিল।। সাতসকালে বাড়ির পাশেই কুয়োতে পঞ্চাশোর্ধ মহিলার পঁচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই ঘটনায় পুলিশ দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে। মহিলাকে খুন করার বিষয়টি তারা পুলিশি জেরায় স্বীকার করেছে। মৃতার পরিবারের অভিযোগে ধর্ষণ ও খুনের মামলা রুজু হয়েছে।

বিশালগড়

সিপাহিজলা জেলার বিশালগড় থানাধীন মুড়াবাড়ি ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা কৃষ্ণা দাস (৫৫) গত বৃহস্পতিবার থেকে নিখোঁজ ছিলেন। পরিবারের তরফে বিষয়টি পুলিশে জানানো হয়েছিল। কিন্তু লিখিতভাবে কোনও অবিযাগ দায়ের করা হয়নি। আজ সোমবার সকালে মৃতার পুত্রবধূ সুমিত্রা দাস বিশালগড় থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই নিখোঁজ মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, কৃষ্ণা দাসকে খুনের অভিযোগে স্থানীয় বাসিন্দা সুমন দাস এবং চড়িলামের বাসিন্দা চন্দন দাসকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ-বিষয়ে স্থানীয় জনগণের বক্তব্য, সকালে দুজনের বাকবিতণ্ডাকে ঘিরে সন্দেহ হয়। কারণ, কৃষ্ণা দাসকে খুনের ঘটনায় দুজন একে অপরকে দোষারোপ করছিল। তখনই সন্দেহ হওয়ায় তাদের আটক করে উত্তম-মধ্যম দিয়ে গাছের সাথে বেধে রেখে পুলিশে খবর দেওয়া হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, কৃষ্ণা দাস তাঁর বাড়িতে একাই থাকতেন। বিশালগড় পুর পরিষদে তিনি সাফাই কর্মী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এ ঘটনায় দুই যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩০২, ৩৭৬ (বি), ২০১ এবং ৩৪ ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

এদিকে, মৃতার ছেলে সুজিত দাস ওই ঘটনার সাথে জড়িত ছিল কিনা তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। কারণ, সে তার মা-কে হুমকি দিয়েছিল। বর্তমানে সে নিজের বাবা-র খুনের মামলায় পলাতক।

মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী জানালেন হটস্পটে থাকবে কড়াকড়ি

সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে বৈঠক করেছেন। ছবি-পিআইবি।

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল (হি.স.)।। করোনা মোকাবিলায় দেশে লকডাউন চলছে। এরই মধ্যে আক্রান্তের সংখ্যা থেমে নেই। সোমবার মুখ্যমন্ত্রীদের সাথে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন হটস্পট নিয়ে কড়াকড়ি থাকবে। অন্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত পরবর্তী সময়ে নেওয়া হবে।

বর্ধিত লকডাউনের মেয়াদ শেষ হতে আর মাত্র সপ্তাহখানেক বাকি। ভারতে করোনাভাইরাস লকডাউনের মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী ৩ মে। কিন্তু, দেশের করোনা-পরিস্থিতি এখনও আয়ত্তের বাইরে। প্রতিদিনই হুহু করে বাড়ছে মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা। ৩ মে-র পর লকডাউন কী আদৌ উঠবে? এখন এই একটাই প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছে প্রতিটি দেশবাসীর মুখে। এমতাবস্থায় সোমবার ফের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এ দিন সকাল ১০টা থেকে ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে বৈঠক শুরু হয়। ধাপে ধাপে লকডাউন তোলা-সহ নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। আলোচনার বিষয়বস্তু হিসাবে উঠে আসে পরিযায়ী শ্রমিকদের নিজেদের রাজ্যে ফেরানো নিয়ে পদক্ষেপের কথাও। তাছাড়া কয়েকটি রাজ্য আর্থিক প্যাকেজের দাবীও করেছেন। সেই সাথে গণপরিবহণ চালু না করা, স্কুল কলেজ সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার ব্যপারেও আলোচনা হয়েছে। তাছাড়া বিদেশে আটকে পড়া ভারতীয়দের ফেরত আনার বিষয়েও দাবী করেছেন অনেক মুখ্যমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা আক্রান্তের সন্ধানে গাড়িতে নমুনা সংগ্রহ শুরু আগরতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল।। করোনা আক্রান্তের সন্ধানে নমুনা সংগ্রহে আজ সোমবার থেকে আগরতলায় গাড়ি ব্যবহৃত হচ্ছে। তাতে অনেক সুবিধা রয়েছেউ প্রথমত, ওই গাড়িতে করে নমুনা সংগ্রহে পিপিই কিট কম ব্যবহৃত হচ্ছে। তাছাড়া, বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ওই নমুনা সংগ্রহ করা যাচ্ছে। তেমনই, আজ ৫ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এখন থেকে সন্দেহভাজনদের দরজায় গিয়ে নমুনা সংগ্রহের ব্যবস্থায় এই আয়োজন করা হয়েছে।

এ-বিষয়ে ত্রিপুরার স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিক বলেন, আগরতলা পুর নিগমের তরফে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার প্রধান মেডিক্যাল অফিসারকে ওই গাড়িটি দেওয়া হয়েছে। তাতে, মানুষের কাছে গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করা সহজ হবে। ওই আধিকারিকের কথায়, আজ ৫ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তারা হচ্ছেন প্রথম করোনা আক্রান্তের চিকিৎসায় নিযুক্ত স্বাস্থ্য কর্মীরা। এখন তাঁরা কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন। আগামীকালের মধ্যে তাঁদের রিপোর্ট চলে আসবে।

করোনা আক্রান্তের সন্ধ্যানে আগরতলায় গাড়িতে নমুনা সংগ্রাহ প্রক্রিয়া শুরু। সোমবার তোলা নিজস্ব ছবি।

আধিকারিকটি বলেন, আজ পরীক্ষামূলক ভাবে আগরতলায় ওই গাড়িতে করে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, ওই গাড়িতে নমুনা সংগ্রহে পিপিই কম ব্যবহৃত হচ্ছে। কারণ, শুধু যে প্রক্রিয়া দেখিয়ে দিচ্ছেন এবং তদারকি করছেন একমাত্র তিনিই পিপিই পরেছেন। নমুনা সংগ্রহের জন্য কোনও পিপিই পরতে হচ্ছে নাউ তিনি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লকডাউনের সমস্ত নিয়ম মেনে বিয়ে সারলেন উদয়পুরের বরবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল।। লকডাউন-এ সামাজিক দূরত্ব এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিয়ে সারলেন উদয়পুরের বাসিন্দা বিজয়কৃষ্ণ সূত্রধরের ছেলে সানি সূত্রধর। দিল্লিতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সানি সামাজিক রীতি মেনে রবিবার গাঁটছড়া বেঁধেছেন উদয়পুরের শুভ্রা শীলের সাথে। শুভ্রা দিল্লিতে সাঁতার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষক হিসেবে কর্মরত। সমস্ত নিয়ম মেনে সরকারি অনুমতি নিয়ে বিয়ের পর্ব সম্পন্ন হয়েছে তাঁদের।

এ-বিষয়ে সানি তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন, জীবনে ভাবিনি বিয়ে এভাবে সারতে হবে। তবে আমরা সকলেই ভীষণ খুশি। বিয়ের জন্য সরকারি অনুমতি সম্পর্কে সানি বলেন, গোমতির জেলাশাসকের কাছে বিয়ের অনুষ্ঠানের অনুমতি চেয়েছিলাম। লক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৬৮ ■ সংখ্যা ১৯৭ ■ ২৮ এপ্রিল ২০২০ ইং ■ ১৫ বৈশাখ ■ মঙ্গলবার ■ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

লকডাউন কোন পথে ?

লকডাউন নিয়া রাজ্যগুলি ঐক্য মত্যে পৌঁছাইল না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সোমবার সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়া ভিডিও কনফারেন্স করিয়াছেন। কিন্তু, লকডাউন নিয়া মুখ্যমন্ত্রীরা ঐক্যমতে পৌঁছাইলেন না। আগামী তিন মে ভারতে লকডাউনের ৪০ দিন পূর্ণ হইবে। দেশ জুড়িয়া লকডাউন বাড়ানো হইবে কিনা সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যই প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স করিয়াছেন সোমবার। যদিও এর আগেই ছয়টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানোর পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। ৩ মে'র পর হটস্পট এলাকাগুলিতে লকডাউন চালাইয়া যাওয়ার দাবী জানাইয়াছে মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব ও ওড়িশা। দিল্লী সরকার আগেই বলিয়াছে ১৫ই মে পর্য্যন্ত লকডাউন বাড়াইতে হইবে রাজধানীতে। মহারাষ্ট্র ইতিমধ্যে মুম্বাই ও পুনেতে ১৫ মে পর্যন্ত লকডাউন ঘোষণা করিয়াছে। এই পরিস্থিতিতে সোমবার প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়া বৈঠক করিয়া কি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন তাহা এই মুহুর্তে বলা মুশকিল।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠকের আগেই বিভিন্ন রাজ্য লকডাউনের সময় সীমা বাড়াইয়া দিয়াছে। ভারতে করোনা আক্রান্তের দিক দিয়া সবচাইতে বেশী শোচনীয় পরিস্থিতি মহারাষ্ট্রে। রাজ্য সরকার মোটামোটি বেসামাল। যে সব রাজ্য করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেশী সেইসব রাজ্যের অসহায় অবস্থা তো আর নতুন করিয়া বলিবার নহে। ফলে, লকডাউন বাড়াইবার পক্ষেই তাহারা মত ব্যক্ত করিবেন। বৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট যুক্তিও আছে। কিন্তু, যেসব রাজ্যে করোনা আক্রান্তের কোনও খবর নাই কিংবা যেসব রাজ্য করোনা মুক্ত সেইসব রাজ্যগুলিতে লকডাউন শিথিল করার বিষয়টি নিয়া ভাবা যাইতে পারে। কারণ, একথা তো অস্বীকার করা যাইবে না যে, লকডাউনে গোটা দেশেই আর্থিক অবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। মানুষের জীবনে নামিয়া আসিয়াছে বিপর্য্যয়। এই পরিস্থিতি করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ জারী রাখিয়া ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সচেতন থাকিয়া যদি লকডাউন তুলিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে হয়তো বিপন্ন মানুষ বাঁচিয়া যাইবেন।

একথা স্বীকার করিতে হইবে করোনা সহজে বিদায় নিবে না। বিশেষজ্ঞরা বলিয়াছেন ২০২২ সাল নাগাদ ভারত হইতে করোনা বিদায় নিবে। ভারতকে তাই বছরের পর বছর সংগ্রাম করিতে হইবে। যদি সেখানে লকডাউন রাখিতে হয় তাহা হইলে চরম বিপদে মানুষে বাঁচিবে কি করিয়া ? করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারত অনেক বেশী সুবিধাজনক অবস্থানে আছে। বড় বড় উন্নত দেশগুলিতে যেখানে মৃত্যুর মিছিল সেখানে ভারত মাথা উঁচু করিয়া আগইতেছে। ভারতের এই সংগ্রামে দেশের আপামর জন সাধারণ আছেন। ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিবেন। তিনি নিশ্চয় সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিবেন। যে সিদ্ধান্ত বিধ্বস্ত ভারতকে উঠিয়া দাঁড়াইতে সাহায্য করিবে। দেশের অর্থনীতির সর্বনাশ তো হইয়াই গিয়াছে। দেশ আজ নতুন পরীক্ষার মুখে দাঁড়াইয়া আছে। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের অপেক্ষায় দেশবাসী। গতানুগতিক নহে, বিপন্ন ভারত কিভাবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে, গরীব মানুষ কিভাবে বাঁচিবে সেই সম্পর্কে এখন প্রধানমন্ত্রীর উচ্চ আবেদন নতুন ইতিহাস তৈরী করিবে।

বাংলাদেশে সন্ত্রাসী হামলায় সাংবাদিক আহত,থানায় অভিযোগ,গ্রেফতার ১

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ২৭।। বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ মহানগরের সিদ্ধিরগঞ্জে নিজ ভাড়াটিয়াকে মারধরের কারণ জিজ্ঞেস করায় দৈনিক বাংলাদেশ সমাচার পত্রিকার সাংবাদিক ও ওয়ার্কিং জার্নালিষ্ট ফোরামের সদস্য মো: ফারুক হোসেন হৃদয়কে কুপিয়ে গুরুতর আহত করেছে সন্ত্রাসীরা। এ ঘটনায় সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করা হলে পুলিশ ঘটনার সাথে জড়িত ১ জন সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করেছে।

সোমবার (২৭ এপ্রিল) সন্ধ্যায় ইফতারের পর মহানগরের সিদ্ধিরগঞ্জের নাসিক ৪নং ওয়ার্ডের আটি এলাকায় এ ঘটনাটি ঘটে। গুরুতর রক্তাক্ত অবস্থায় সাংবাদিক ফারুক হোসেন হৃদয়কে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় সুগন্ধা হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে নারায়ণগঞ্জ জেনারেল (ভিক্টোরিয়া) হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে।

আহত সাংবাদিক ফারুক হোসেন হৃদয় সিদ্ধিরগঞ্জের নাসিক ৪নং ওয়ার্ডের আটি এলাকার মৃত হাজী আ: গফুরের ছেলে। হামলাকারীরা হচ্ছে একই এলাকার মৃত আবুল হাসেমের (গেদা) ছেলে সাইজুদ্দিন (২৭), সুমন (২৫) ও মেয়ে ফাতেমা আক্তার ফতে (২২)।আহত সাংবাদিক ফারুক হোসেন হৃদয় জানায়, আমার বাড়ির দোকানের ভাড়াটিয়া শাহজালালের স্ত্রী রাশিদা বেগম রাশিকে প্রায়ই তার আপন ছোট ভাই সাইজউদ্দিন ও সুমন মারধর করে। আজও তাকে মারধর করায় ইফতারের পর সে আমাকে এসে বিষয়টি জানায়। পরে আমার পাশের বাড়ির মৃত আবুল হাসেমের বাড়িতে গিয়ে তার ছেলে-মেয়েদেরকে মার ধরের কারণ জিজ্ঞেস করাতেই আমার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এবং ফাতেমা আক্তার ফতে, তার বড়ভাই সাইজুদ্দিন ও সুমন অতর্কিত হামলা করে আমাকে মারধর শুরু করে। এরই মধ্যে সুমন আমার মাথায় এবং হাতে ধারালো ছুরি দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর রক্তাক্ত জখম করে। এসময় আমার আর্তচিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এসে আমাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। এরা খুবই দুর্ধর্ষ প্রকৃতির মানুষ। ভাই-বোন কেউ কাউকে মানে না। মারধরের বিষয়টি কেন আমাকে জানালো সেজন্য ক্ষিপ্ত হয়ে তারা আমাকে কুপিয়েছে। এব্যাপারে সিদ্ধিরগঞ্জ থানার পরিদর্শক কামরুল ফারুক ও পরিদর্শক (অপারেশন) মো: রুবেল হাওলাদার জানায়,ঘটনার সাথে জড়িতদের আইনের আওতায় আনা হবে এবং ১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বাংলাদেশে লকডাউনে অবরুদ্ধ সাংবাদিকদের পাশে সকলের দাড়ানো উচিত : মোঃ আঃ হান্নান প্রধান

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ২৭।। বাংলাদেশের জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার নারায়নগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ থানা শাখার আহ্বায়ক বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী ও সমাজসেবক তরুন প্রজন্মের অহংকার মোঃ আঃ হান্নান প্রধান বলেন, বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে আমাদের সাংবাদিক সমাজ জীবনের ঝুকি নিয়ে সংবাদ ও ছবি সংগ্রহ করে তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালন করছে। তাছাড়া বহু সংবাদপত্র তাদের বেতন ভাতা পরিশোধ না করেই লকডাউন করে রেখেছে।এমতাবস্থায় অধিকাংশ সাংবাদিক ভাইয়েরা তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে নানা সমস্যায় দিন অতিবাহিত করছে। ফলে আমাদের সকলের উচিত তাদের পাশে দাড়ানো।

তারই ধারাবাহিকতায় সিদ্ধিরগঞ্জের বেশ কিছু সাংবাদিকের মাঝে মানবিক সহায়তার অংশ হিসেবে আমার একান্ত ব্যক্তিগত তহবিল থেকে ২৫ কেজি করে চাল বিতরণ করা হয়। এছাড়া লকডাউনের কারনে অবরুদ্ধ নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৬নং ওয়ার্ডের প্রায় ৩০০ দুঃস্থ অসহায় পরিবারকে চাল, ডাল, আলু ও পেয়াজ বিতরণ করা হয়।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশের জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার ঢাকা বিভাগ এর সাধারণ সম্পাদক মোঃ আনিছুর রহমান প্রধান, সাংবাদিক জহিরুল ইসলাম বাবু, সিদ্ধিরগঞ্জ থানা শাখার সদস্য সচিব মোঃ শহিদুল ইসলাম, নির্বাহী সদস্য মোঃ শফি উদ্দিন মুন্সি, মোঃ জালাল উদ্দিন, মোঃ মারুফ হোসেন (তুষার), সদস্য মহিউদ্দিন রানা, সুমন পারভেজ, মোঃ কুট্টি, শাহিন সরকার, মোঃ রহিম প্রধান, মেহেদি হাসান রানা, মোঃ মিজানুর রহমান, শাকিল, কামাল, মোঃ রনি হাওলাদার, আবুল,ইলিয়াছ।

এ সময় থানা শাখার আহ্বায়ক ও সদস্য সচিব স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ বিত্তশালীদের সঠিকভাবে এান বিতরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানান। দেশের এই ক্রান্তিকালে সবাইকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়ার জন্য তারা উদাত্ত আহবান জানান।

মানবিক সহায়তা প্রদান শেষে স্থানীয় চৌরাস্তা পাঞ্জেগানা মসজিদের ইমাম মাওলানা কামরুল ইসলাম দেশবাসির জন্য দোয়া কামনা করে মুনাজাত পরিচালনা করেন।

ভারতের দুর্দিন কবে ঘুচবে ?

হরিগোপাল দেবনাথ

সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়, বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে প্রকাশিত তাদের স্মরনিকায় বা ক্লাব-সমিতির পক্ষ থেকে বের করা পুস্তিকার পৃষ্ঠায় যখন ছাপানো অক্ষরে লেখা---''পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারত'' কথাগুলো চোখে পড়ে, তখন বুকটা যেন গর্বে ফুলে ওঠে, মনটাও হঠাৎ করে অপূর্ব উল্লাসে নেচে ওঠে। এটাকে অন্যেরা কে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন জানি না—জানিনা কেউ বলবেন কিনা অদিখ্যেতা, কেউ আবার বলবেন কিনা নষ্টা লজীয়া, কেউ হয়তো বা ভাবতেও পারেন 'ওই আর কি, লোকদেখানো দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা' ইত্যাদি। তবে, যার যেমন খুশী তো মন্তব্য করতেই পারেন, কেননা উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বাক্ স্বাধীনতাটুকু মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ছে বলে মন্তব্য করার জন্যে কাউকেই কর বা রাজস্ব দিতে হয় না। সুতরাং 'বচনে কা দরিদ্রতা'!

যা-ই হোক, আধুনিক রাষ্ট্রশাসন প্রণালী সমূহের মধ্যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিটাই তুলনামূলকভাবে অন্যান্যগুলোর চাইতে ভাল, একথা অনেকেই বলে থাকেন। কোন কোন চিন্তাবিদ এও বলেন যে 'মন্দের ভাল গণতন্ত্র', কারণ এতে দেশের জনসাধারণকেই সর্বচেয়ে বেশি শুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তাদের সম্মানের আসনে বসানো হয়েছে, বাস্তবে না হলেও অন্ততঃ বচনে, ওই যে গণতন্ত্রের সংজ্ঞা লিখতে গিয়ে বলা হয়েছে না— "জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্যে ও জনগণের শাসন ব্যবস্থা"। অর্থাৎ গণতন্ত্রে " গণ" অর্থে 'গণদেবতা' তথা দেসের জনসাধারণই সর্বেসর্বা হয়ে দেশের শাসনকার্য্য পরিচালনার জন্যে তাদের প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করবেন। এর চাইতে শ্রেয়তর ব্যবস্থা তো অদ্যাবধি কেউ শোনেই নি হয়তো। এযেন অনেকটাই শুনতে সোনারগাঁ, আসলে জায়গাটা মাটিরই।

পাঠকবর্গ হয়তো বিরক্তি বোধও করতে পারেন্ত আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনাকে মাটির তৈরি সোনারগাঁর সঙ্গে উপমা দিলুম বলে। তাই, সবিনয় অনুরোধ জানাব, একটু ধৈর্য নিয়ে আমার নিম্নোক্ত আলোচনাটুকু পড়ে নিতে বিশ্লেষনার্থক দৃষ্টিতে। পড়ে নেবার পর, আপনার মনোভাব অনুসারেই আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আমি খুবই কৃতার্থ হব।

বর্তমান পৃথিবীতে প্রায় সবগুলো দেশই কোন না কোন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্তর্গত। একদিকে ফ্রান্স, ব্রিটেন, কানাডা, মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি দেশগুলোতে চলছে উদারনৈতিক গণতন্ত্র। অপরদিকে চিন সাধারণতন্ত্র, পূর্বতন রাশিয়া, বিয়েটনাম ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে রয়েছে সমাজতান্তিক, গণতন্ত্রের প্রাধান্য। আমাদের দেশ এই ভারতবর্ষেও উদারনৈতিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা রয়েছে, অপাতংদৃষ্টিতে উদারনৈতিক গণতন্ত্রে দেশসমূহতে সাধারণ মানুষের অবস্থা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে অর্থাৎ কমিউনিষ্ট দেশগুলোর চাইতে কিছুটা ভাল। কারণ কনিউনিষ্ট দেশগুলোতে পার্টির কর্মকর্তাদের চাপিয়ে দেওয়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিষময় ফলস্বরূপ মানুষকে মানস-অর্থনৈতিক শোষণের জাঁতাকলে পিষ্ট হতে হচ্ছে বলে, তাদের অসহনীয় দুঃখ -কষ্ট ও দুর্দশা ভোগ করতে হচ্ছে। তবে, উদারনৈতিক আর সমাজতান্ত্রিক উভয় প্রকারের গণতন্ত্রকেই ''রাজনৈতিক গণতন্ত্র'' বলা যুক্তিসঙ্গত, কেননা, দুটোই হচ্ছে অর্থনৈতিক কেন্দ্রীকরণ নীতির ঘোর সমর্থক। আবার, অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ছাড়া শুধু রাজনৈতিক গণতন্ত্র কেবল পুঁজিবাদেরই নামান্তর বিশেষ—আর কিছুই নয়।

যে সমস্ত দেশে গণতন্ত্র চলছে, সেই সমস্ত দেশে প্রতারণাপূর্বক, ঢাকঢোল পিটিয়ে বলা হচ্ছে যে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের চেয়ে অন্য কোন শাসনপ্রনালী নাকি ভাল হতেই পারে না। কারণ, ওই দেশগুলোর শাসনক্ষমতায় যারা থাকছেন, তাদের সকলেরই ভয় রয়েছে যে, জনগণ যদি একবার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অথবা অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের আস্বাদন টের পেয়ে যায়, তবে আর রাজনৈতিক স্বাধীনতা অথবা অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের হর্তা-কর্তাদের ভোগ বিলাসের মৌরশি পাট্টা বজায় রাখা চলবে না---জনসাধারণকেও আর অবদমিত (Supressed)করে রাখা যাবে না, কারণ ওই অবস্থায় তাদের ওপর মানস-অর্থনৈতিক শোষণ চালানো যাবে না। রাজনৈতিক গণতন্ত্র জনগণকে কাগজে কলমে ভোটাধিকার দিলেও কেড়ে নিয়েছে তাদের অর্থনৈতিক অধিকার। তাই প্রাপ্ত বয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকারের মত কোন রাজনৈতিক গণতন্ত্রের দেশেই জনগণের সার্বজনীন কর্মসংস্থানের কিংবা ক্রয়ক্ষমতার মৌলিক অধিকার স্বীকৃত নেই। ভারতে তো নেই-ই তার ফলেই, ভারতে আমরা দেখি, ধনী ও গরিবের মধ্যে বিরটা অর্থনৈতিক বৈষম্য। কিছুকাল পূর্বে OCXAM -নামক একটি সংস্থার রিপোর্টে দেখা গেছল, ভারতের মাত্র ১ শতাংশ ধনীদের হাতে কুক্ষিগত রয়েছে ভারতের মোট জি ডি পি-র ৫১ .৪৮ শতাংশ সম্পদ। গত বছরে ভারতের ধনীদের তালিকায় (এমন কি এশিয়ারও) শীর্ষ স্থানে রয়েছিলেন মুকেশ আম্বানী। তাঁর দৈনিক আয়ের সঙ্গে আমাদের এরাজ্যের একজন বিপিএল-ভুক্ত বা রেগা-শ্রমিকের দৈনিক আয়ের ব্যবধানটা নিয়ে একটু ভাবলেই বোঝা সহজ হয়ে যাবে আমরা ঠিক কোন্ গণতন্ত্রে রদেশে বাস করছি। অথচ যতই হাসির খোরাক হোক, ওই বিপিএল-ভুক্ত নাগরিকের আর শ্রদ্ধেয় মুকেশ বাবুর প্রদত্ত ভোটটার মূল্য কিন্তু সমান--- কোনই হেরফের নেই। আর্থিক বৈষম্যের কারণেই একই দেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও জনগণের মধ্যে ক্রয়ক্ষমতার অসাম্য আকাশ পাতাল। গণতন্ত্রের সাম্যনৈত্রী এখানে প্রহসনে বা প্রতারণায় পরিণত হয়েছে।

ভারত এমনই এক দেশ, যে দেশটি একাদিক্রমে তুর্কী, পাঠান, মোগল ও ব্রিটশদের শাসনের দাপটে ও দেশবাসীর পরাধীনতার দুর্বিপাকেই হয়তো নৈতিকতাবোধ তলানিতে নেমে এসেছিল। তার ওপরে যুক্ত হয়েছে ঘুষ্ঘুষে আগুনে উগ্র জ্বালানী যার ফলে নৈতিকতার পরিবর্তে আমাদের মেকি দেশপ্রেমিক নেতাদের দুর্নীতি, ভ্রষ্টাচার, অনৈকতা ও চাতুরী ইত্যাদির নমুনা দিনে দিনে প্রত্যক্ষ করে দেশটার ছা-পোষা সরলপ্রাণ বুভুক্ষুদের মধ্যে চারিত্রিক স্বচ্ছতার মাত্রা অপ্রত্যাশিতভাবেই অবনমিত হয়ে গেছে। দ্বিতীয়তঃ রাজনৈতিক বিভিন্ন দলের নেতা বা নেত্রী গোছের ব্যষ্টি-প্রভাবে পাইয়ে দেবার রাজনীতির শিকারে পরিণত হবার ফলে নৈতিকতার শিখা একেবারেই নিবু নিবু পর্যায়ে নেমে এসেছে। ফলে, দেশকে সঠিক পথে এগিয়ে নিতে হলে যে নিষ্ঠা, কর্মদ্যোগ, সততা ও আন্তরিকতা থাকা দরকার সেটি আজকাল কি নেতা - নেত্রী কি বা জনতা---সবার মধ্যেই শিথিল হয়েছে। এই অবস্থায় দেশবাসীকে সুদিনের নিশানা দেখাতে হলে যে নির্মল-চরিত্র, ত্যাগব্রতী, নিষ্ঠাবান , উদারমনা সাহসিকতাপূর্ণ নেতৃত্বের একান্ত প্রয়োজন---তারই আজ বড় অভাব অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গেই উল্লেখ করতে হচ্ছে যে, বর্তমানের তথাকথিত গণতন্ত্রকে সত্যিকারে উজ্জীবিত ও কলুষমুক্ত করেই তবে মানব সেবামূলক কাজে নিয়োজিত করতে হয়, তাহলে সর্বাগ্রে 'ইজম -ভিত্তিক ত ঘুনেধরা আর বস্তা পঁচা, আদর্শহীন দিশাহীন, নীতিবর্জিত রাজনৈতিক নেতাদের রিটায়ার করাতে হবে ও তাদের স্থলাভিষিক্ত করাতে হবে সেই সব চরিত্রের নব-প্রজন্মের অর্থাৎ শুভ ও শুভ্র মানসিকতার তরুণ-তরুণীদের, যারা দৈহিক দিক থেকে সুস্থ ও বলবান, মানসিক দিক থেকে সাহসী, তেজস্বী, বিচক্ষণ ও প্রজ্ঞাবান আর সর্বদা নিঃস্বার্থভাবে নিঃশঙ্কচিত্তে মানবসেবায় উদ্বুদ্ধ রয়েছেন, আবার নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতারও আন্তরিকভাবে সহায়ক। কেননা, সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে মার্কসবাদ বলছে---জড় পদার্থ অর্থাৎ ম্যাটার-ই সব নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম আর উৎপাদন ও শ্রমজীবী স্বার্থ রক্ষাই যথেষ্ট। আবার জড়ভিত্তিক ভোগবাদ সর্বস্ব মার্কসবাদের মতই পুঁজিবাদও ওই একই ধরনের চিন্তার দিশারী। সুতরাং এসব সেকেলে ও আত্মসুখতত্ত্ববাদ---ভিত্তিক চিন্তাধারা বর্তমানে মানবতার বৃহত্তর স্বার্থেই বর্জন করে, যুগোপযোগী ও বাস্তবতা-ভিত্তিক সামাজিক-অর্থনৈতিক তত্ত্বই হতে হবে নতুন যুগের দিশারীদের পাথেয়। তবে, যতদিন না নতুন কিছু আসছে, ততদিন যদি মন্দের ভাল গণতন্ত্রকেই নিয়ে আমাদের চলতে হয় তবে তার জন্যে কয়েকটি প্রাথমিক শর্ত পূরণ করতে হবে, তবেই ভারতের দুর্দিন ঘুচবে আশা রাখা সমীচীন হবে বলে মনে করি। শর্তগুলি নিম্নরূপঃ- (১) নৈতিকতাকে অগ্রাধিকার দিতেই হবে। দার্শনিক শ্রী আর, সরকারের মতে— (Democracy cannot survive without morality")

(২) সামাজকি সচেতনতা ও সামাজিক- অর্থনৈতিক স্বচ্ছ দৃষ্টি প্রতিটি নির্বাচকের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে। আর, এজন্যে বর্তমানের নির্দিষ্ট বয়স-ভিত্তিকে ((১৮ বৎসর) সার্বজনীন ভোটাধিকার আইন বাতিল করে প্রকৃত সমাজ সচেতন ব্যষ্টিদেরই বাছাই করতে হবে ভোটদাতা ও নির্বাচন প্রার্থী হিসেবে। ব্যষ্টির চারিত্রিক দোষ গুণ যাচাই না করে , শুধু পার্টির জোড়ে , টাকা ঢেলে আর পেশী বলের সাহায্যে ভোটজিতে সরকার চালালে বর্তমানের দুরাবস্থা কিছুতেই ঘুচতে পারে না।

(৩) নৈতিকতাবোধ ও সমাজ সচেতনতা জাগাতে সক্ষম একমাত্র প্রকৃত শিক্ষা। এজন্যে চাই উন্নত শিক্ষা-ব্যবস্থতাই, শিক্ষাকে পুরোপুরিভাবে রাজনীতি মুক্ত রাখতে হবে। শিক্ষানীতি-নির্ধারণে, পাঠ্যক্রম নির্মাণে ও শিক্ষা বব্যস্থা পরিচালনার ভারাভার ও দায়িত্ব তুলে দিতে হবে প্রকৃত শিক্ষাবিদ, শিক্ষানুরাগী ও শিক্ষাদরদীদের ওপর। রাষ্ট্র বা রাজ্য শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করবে, তবে ব্যবস্থা-পরিচালনার ওপর কোন হস্তক্ষেপ চলবে না।

স্থান-সংকুলানের অভাবে আলোচনা আর দীর্ঘায়ত করা যাবে না। তবে, ভারতের দুর্দিন ঘুচাতে হলে সদ্-ভাবনার আরও বিশেষ কয়েকটি দিক রয়েছে, যেগুলো পরবর্তী সময়ে তুলে ধরতে চেষ্টা করব। এখানে আরও দুয়েক কথা রইলঃ- ভারতে বর্তমানে যেটুকু গণতান্ত্রিক ব্যবসা প্রচলিত, এটাকে রাজনৈতিক আর সুবিধাবাদী গণতন্ত্র ছাড়া কিছুই বলা যাচ্ছে না। কারণ এটি আসলে একটি চোখ-ধাঁধানো শোষণ মূলক ব্যবস্থা। একরাণেই, মূলতঃ পুঁজিবাদকে ধরে রেখেই এই গণতন্ত্রিক পরিকাঠামো রয়েছে। ভারতের স্বাধীনোত্তর কালে সংবিধান রচিত হয়েছিল তিনটে শোষক গোষ্ঠীর দ্বারা। যথাঃ- (১) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী (২) দেশীয় সাম্রাজ্যবাদী (৩) ভারতের পুঁজিপতিদেরই প্রতিনিধিত্বকারী তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী। তাইতো ভারতীয় সংবিধানের সমস্ত নীতি নির্দেশনায় এই সুবিধাভোগীদের কায়েমী স্বার্থরক্ষার ওপরেই জোর রাখতে হচ্ছে। তাহলে ভাবুন, সংবিধানের খসড়া-রচনার কমিটিতে তো ভারতের শ্রমজীবী বা সাধারণ কৃষক শ্রেণির পক্ষে কোন প্রতিনিধিত্বই ছিল না। যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতমরা হলেন---গান্ধিজী, নেহেরুজী, সর্দারজী, আবুলকালাম আজাদ, আবুসয়েদ, রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রমুখরা। আর যাঁরা ছিলেন তাঁরা হয় উঁচু সারির বিত্তবান, বড়জমিদার, শিল্পপতি বা শেঠী ব্যবসায়ী ইত্যাদি। সেক্ষেত্রে গরিব, দুস্থ বুভুক্ত জনতার কথা কে ভাবতেন বা কার ভাবারও সাধ্যি ছিল? পরবর্তী সময়ে নেহেরুর মিশ্র অর্থনৈতিক (যা মোড়কলানো পুঁজিবাদ) ডঃ মনমোহন সিংয়ের মুক্তবাজার অর্থনৈতিক, নেহেরুরই সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের গণতন্ত্র---ইত্যাদি কি মুখোশ বা মোড়কলাগানো পুঁজিবাদই নয়? সুতরাং ভারতের দুর্দিন যারাই ঘুচাতে চাইবেন, তাদেরে প্রথমেই ওই সুবিধাবাদীদের পুঁজিবাদের গন্ডী থেকে বেরিয়ে আসতেই হবে।

করোনা থেকে ইনফ্লুয়েঞ্জা

ডাঃ সত্যজিৎ চক্রবর্তী

সমগ্র পৃথীবি এখন করোনা ভাইরাস এবং কোভিড-১৯ এর জন্য কাঁপছে ভয়ে। আমরাও ব্যতিক্রম নই। এখন সবাই ঘরে থাকছি, একের সাথে অন্যের দূরত্ব বাড়িয়ে চলছি, বারে বারে হাত ধুয়ে নিচ্ছি সাবান হলে এবং স্যানিটাইজার দিয়ে, কোথায় ভীড় করছি না। রাস্তা ঘাট জনশূন্য, গাড়ি, বিমান ও ট্রেল বন্ধ । সমস্ত বাজার বন্ধ। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া নিষিদ্ধ। ফলে সবজায়গাতেই লকডাউন চলছে। পৃথিবীতে মৃত্যু দেড় লক্ষের ও বেশি হয়েছে এর মধ্যেই। ভাইরাসটি চিন দেশের উহান শহরে প্রথম দেখা যায় এবং সমগ্র বিশ্বে তা মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। সর্দি, জ্বর এবং মারাত্মক রকমের শ্বাসকষ্ট হয়ে লোক মারা যাচ্ছে। সবাই আতঙ্কে ভুগছে। প্রথমত রোগটার কোন টিকা বা ঔষধ বের হয় নি। যতদিন না এইগুলি বের হচ্ছে ততদিন আমরা অসহায় হয়েই থাকব। এই কোভিড-১৯ এর কথা ভাবতে ভাবতেই মনে হয় যে আমরা ইনফ্লুয়েঞ্জা সম্বন্ধে প্রায়ই কিছুই জানি না। এই রোগেরও মহামারী হয়েছিল সমস্ত পৃথিবীতে অনেকবার। এই রোগেও আমাদের একই রকম সাবধানতা রাখা প্রয়োজন। যার ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে তাদের থেকে দূরে থাকতে হবে। তবে এই রোগের টিকা বেড়িয়ে গেছে। তাই এর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে যদি ৬ মাস বয়স থেকে বছর বছর আমরা টিকা নিই ইনফ্লুয়েঞ্জা না হবার জন্য। সাধারণ সর্দিতে জ্বর না থাকতে পারে, ঠিক কিন্তু ফ্লু হলে জ্বর হবেই এবং ক্রমশঃ নিউমোনিযা হয়ে মৃত্যু হবে পরে। শরীর ঠান্ডা থাকবে, গলায় ব্যথা হবে। শুকনো কাশি থাকবে বহুদিন ধরে। দূর্বলতা থাকবে, হাঁচি হবে, নাক বন্ধ থাকবে। বিভিন্ন ধরনের ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস রয়েছে। এরমধ্যে A, B, C এবং D জাতীয় ভাইরাস Influenza-D থেকে আমাদের ভয় নেই, কারণ মানুষ এতে সংক্রমিত হয় না। অন্যান্য ভাইরাস প্রতি বছর পরিবর্তীত হয় , যার জন্যে টিকাও পরিবর্তীত হয়ে আসে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় অনুমোদন পেয়ে।

বহু লোক এই রোগ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন, অনেকে মারা যান। প্রতি বছর পৃথিবীতে ৫-১০ শতাংশ বড় মানুষ এবং ২০-৩০ শতাংশ ছেটরা এই 'ফ্লু' তে আক্রান্ত হয়। ২৫০,০০০ থেকে ৫০০,০০০ মানুষ এই রোগে মারা যান। C,D,C বলদে যে ২০১৭-২০১৮ সলে আমেরিকাতে ৮০,০০০ মানুষ মারা গিয়েছিল এবং ৯০০,০০০ লোকের হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল। 'ইনফ্লুয়েঞ্জা' কথাটি ইটালি শব্দ 'ইনফ্লুয়েন্স' হতে এসেছে। ('Spanish Flu') হয়েছিল ১৯১৮ থেকে ১৯১৯ পর্যন্ত বিশাল মহামারীর মত এবং ৫০ মিলিয়ন লোক মারা গিয়েছিল (C,D,C) এর নাম হয়েছে ('Spanish flu ') ফলে (Span) দেশ থেকেই নাকি তার উদ্ভব হয়েছিল। (swine flu) হয়েছে ২০০৯-২০১০ সনে (H_1N_1) ভাইরাসের জন্য এই নাম দেওয়া হয়েছে কাল শুকরের দেহেও নাকি এই ধরণের ভাইরাস থাকে। শুকরের মাংস খেলে এই রোগ হয় না। C, D, C Centre for Disease control Atanta বলছে যে এই রোগের ৪৩ মিলিয়ন থেকে ৮৯ মিলিয়ন লোক অসুস্থ হয়েছিল আমেরিকাতে । মারা গিয়েছিল ৮,৮৭০-১৮,৩০০ রোগী এই (H_1N_1) ভাইসারে জন্য, স্টোমাক ফ্লু হল ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া যা প্যারাসাইটের জন্য ভেদবমি বা গ্যাস্ট্রএন্ট্রাইসিটিজ হয় ভুলবসত এই রোগকে স্টোমাক ফ্লু বলা হয়েছিল। পাখীদের যে ইনফ্লুয়েঞ্জা (বার্ড ফ্লু) তাতে শুধুই পাখীটি আক্রান্ত হয় এবং কম ক্ষেত্রে মানুষ কে আক্রান্ত করে। পাখী থেকে মানুষে ছড়ায় কিন্তু মানুষ থেকে মানুষে ছড়ায় না। এটাই বার্ড ফ্লু প্রথমে চিন দেশে ২০১৩ সনে দেখা দিয়ে ছিল এবং প্রতি বছর শত শত মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয় এই রোগটি হাঁচি ও কাশির মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

চিকিৎসা-ঃ সাধারণত ১-২ সপ্তাহের মধ্যেই চিকিৎসার দ্বারাই মানুষ ভাল হয়ে যায়। হু বলছে যে রোগটা হলে তা ধরা দরকার। রোগীরা যেন নিজেদের যত্ন নেয় রোগীর যেন তরল জাতীয় খাদ্য খায় বিশ্রাম নেয়। ব্যথা কমানোর ঔষধ খেতে পারে। নাকের ড্রপ ব্যবহার করা যায়।

৬৫ বছর বয়সের উপরে বৃদ্ধদের, ৫ বছর বয়সের নিচে শিশুদের, গর্ভবতী মহিলাদের আর যারা হার্টের অসুখ, হাপানি, কিডনিতে রোগ আছে বা বহুমুত্র (ডায়াবেটিজ) রোগ আছে এরা বেশির ভাগ মারাত্মক রকম রোগে ভোগে। জরুরি ব্যবস্থা নিতে হবে যদি -

শ্বাসকষ্ট হয় বার বার শ্বাস নিলে,
বুকে বা পেটে ব্যথা হলে, হঠাৎ করে মাথা ঘুরলে, যে কোন বিষয়ে সংশয় হলে, মারাত্মক বা বার বার বমি হলে বাচ্চদের মধ্যে জরুরি সমস্যা হয় যদি আবর বার বার শ্বাস নিতে কষ্ট হয়,
চামড়ার রং নীল হলে
বেশি পরিমাণে জল বা তরল পানিয় না খেলে
ঘুম সময় মত না ভাঙ্গলে বা বাতকর্ম না করলে
মেজাজ খারাপ থাকলে জ্বরের সময় গায়ে দানা দানা বেরুলে।

এই রোগ থেকে বাঁচতে হলে প্রতিবার একটি করে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকডিস নিতে হবে। সাবধানে থাকতে হবে ছোট ছোট উপসর্গ হলেও চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। করোনা রোগের টিকা না বের হওয়া পর্যন্ত আমরাও অসহায় হয়েই থাকব।

সোমবার আগরতলায় বিধায়ক আশীষ কুমার সাহা দুস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন। ছবি- নিজস্ব।

লকডাউনের মেয়াদ বাড়াতে একা সিদ্ধান্ত নেবে না অসম, আন্তঃজেলা যাতায়াত বেড়েছে ২ মে পর্যন্ত, ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত

গুয়াহাটি, ২৭ এপ্রিল (হি.স.) : লকডাউনের সময়সীমা বাড়ানো না-বাড়ানো সম্পর্কে অসম সরকার এককভাবে কোনও সিদ্ধান্ত নেবে না। তবে আন্তঃজেলা যাতায়াতের সময়সীমা আরও দুদিন বাড়ানো হয়েছে। সে অনুযায়ী আগামী ২ মে পর্যন্ত আন্তঃজেলা একমুখি যাতায়াত চলবে। সোমবার বিকেলে রাজ্য মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে গৃহীত এই সিদ্ধান্তের তথ্য দিয়েছেন রাজ্যের পরিবহণ, সংসদীয় পরিক্রমা, বাণিজ্য ও শিল্প ইত্যাদি দফতরের মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি।

মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর সোমবার সন্ধ্যায় আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী পাটোয়ারি এই তথ্য দিয়ে জানান, করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবিলা এবং লকডাউন সম্পর্কিত নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। দ্বিতীয় মেয়াদের লকডাউনে সরকারের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম, জনসাধারণের অসুবিধা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তর চর্চা হয়েছে।

তিনি জানান, ক্যাবিনেট বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, গ্রিন জোনের আওতাধীন গ্রামাঞ্চলগুলিতে দোকানপাট খোলার অনুমতি দেওয়া হতে পারে। তবে হাটবাজার বন্ধ থাকবে। এছাড়া রেড জোনের অধীন পাঁচটি জেলায় লকডাউন শিথিল করা হবে না। ফলে ওই সব জেলার দোকানপাট খোলার প্রশ্নই ওঠে না, জানান মন্ত্রী পাটোয়ারি। জানান, রেড জোনের আওতাধীন জেলা থেকে সীমান্তবর্তী গ্রিন জোন সংবলিত জেলাগুলির পাঁচ কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত সবকিছু বন্ধ থাকবে।

মন্ত্রী চন্দ্রমোহন তাঁর দফতরের পরিসংখান দিয়ে জানান, রাজ্য সরকারের ব্যবস্থাকৃত আন্তঃজেলা যাতায়াতে অসম রাজ্য পরিবহণ নিগমের বাসে করে প্রায় ২৭ হাজার মানুষ ইতিমধ্যে নিজেদের বাড়ি বা তাঁদের গন্তব্যস্থলে গিয়ে পৌঁছেছেন।

যাঁরা রাজ্য পরিবহণের বাসে যেতে চান তাঁরা এখনও তাঁদের যাত্রার বিবরণ দিয়ে বুকিং করতে পারবেন, জানান পাটোয়ারি।

টেরিটরিয়াল এরিয়া ডিস্ট্রিক্ট (বিটিএডি)-এরবোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল কাউন্সিল (বিটিসি)-এর নির্বাচন সম্পর্কেও আজ ক্যাবিনেটে আলোচনা হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী। তিনি জানান, যত শিগগির সম্ভব বিটিসি নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার পক্ষে মন্ত্রিসভায় প্রস্তাব পাশ হয়েছে। তবে মানুষের একত্রিত সমাগম কম করে কী করে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা যায় সে বিষয়ে চর্চা হয়েছে বলে জানান পাটোয়ারি। জানান, রাজ্য নির্বাচন কমিশন জনসমাগম না করে কীভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা যায়, সে ব্যাপারে ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে সরকারের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হবে, জানান চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি।

প্রসঙ্গত, আজই বিপিএফ দল তথা হাগ্রামা মহিলারি নেতৃত্বাধীন বিটিসি-র মেয়াদ আজ শেষ হয়েছে।

যবনিকা ঘটেছে তিন মেয়াদের হাগ্রামারাজ, বিটিসিতে রাজ্যপালের শাসন জারি

গুয়াহাটি, ২৭ এপ্রিল (হি.স.) : টানা তিন মেয়াদের হাগ্রামারাজ শেষ হয়ে গেছে। বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল এরিয়া ডিস্ট্রিক্ট (বিটিএডি)-এ জারি হয়েছে রাজ্যপাল শাসন। রাজ্যের প্রাণীসম্পদ ও পশু চিকিৎসা দফতরের সচিব আইএএস রাজেশ প্রসাদকে বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল কাউন্সিল (বিটিসি)-এর প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করেছেন অসমের রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি।

সোমবার অসমের রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি এক বিজ্ঞপ্তিযোগে নিজের হাতে নিয়েছেন বিটিসি-র শাসনভার। আজ ২৭ এপ্রিল বিটিসি-র মেয়াদ সম্পূর্ণ হয়েছে। কথা ছিল চলতি মাসের চার তারিখ ৪০ আসনের বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল কাউন্সিলের নির্বাচন হবে। কিন্তু আচমকা করোনা ভাইরাসের মতো ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হলে নির্বাচন স্থগিত রেখেছিল রাজ্য নির্বাচন কমিশন।

অসম সরকার এ ব্যাপারে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলেছিল 'এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যে, ভারতের সংবিধানের ষষ্ঠ তফশিলি অনুযায়ী বিটিসি-র অন্তর্গত জেলাগুলোর প্রশাসনিক কার্য পরিচালনা সম্ভব নয়।' তাই তাৎক্ষিণকভাবে কার্যকরযোগ্য অসমের রাজ্যপালে বিটিসি-র শাসনভার নিজের হাতে নিয়েছেন। আজ থেকে আগামী ছয় মাস পর্যন্ত বিটিসি-র ক্ষমতা রাজ্যপালের হাতে থাকবে।

প্রসঙ্গত, ভেঙে দেওয়া বিটিসি বডোল্যান্ড পিপলস ফ্রন্ট (বিপিএফ)-এর দখলে ছিল। বিটিসি গঠনের পর থেকে টানা তিনবার বিটিসি-র মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য ছিলেন বিপিএফ-প্রধান হাগ্রামা মহিলারি।

লকডাউনের আবহেই পর্যটন বর্ষের সমাপ্তি কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের, বহু পরিমাণের রাজস্ব ক্ষতি

কাজিরঙা (অসম), ২৭ এপ্রিল (হি.স.) : প্রতি বছরের মতো এ বছরও বর্ষা আসার আগে লকডাউনের আবহেই সমাপ্তি ঘটেছে কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের পর্যটন বর্ষ। বন্ধ হয়ে গেছে কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানের গেট। মহামারি কোভিড-১৯ সৃষ্ট পরিস্থিতির জন্য গেল বছরের তুলনায় এ বছর অর্থাৎ ২০১৯-২০ বছরে ৬, ৫৮ লক্ষ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। চলতি বছরের শুরুতে প্রথমে সিএএ বিরোধী আন্দোলন, তার পর মহামারি কোভিড-১৯ এর প্রকোপে রাজ্যের পর্যটন শিল্প যথেষ্ট পরিমাণে লোকসানের সম্মুখীন হয়েছে।

উদ্যান অধিকর্তা পি শিবকুমার জানান, চলতি বছর কাজিরঙা ন্যাশনাল পার্কে ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ ৮৩ হাজার ৪৯১ টাকার রাজস্ব সংগ্রহ হয়েছে। ২০১৯ সালের অক্টোবর থেকে উদ্যানের প্রবেশদ্বার পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল। কাজিরঙার প্রবেশদ্বার পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়ার পর অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে যত পর্যটক এসেছেন সেই সংখ্যা দেখে এ বছর সাত কোটি টাকা রাজস্ব সংগ্রহের আশা করেছিলেন উদ্যান কর্তৃপক্ষ। কিন্তু বছরের শুরুতে 'সিএএ' বিরোধী আন্দোলন, তার পর মহামারি কোভিড-১৯ এর প্রকোপ উদ্যান কর্তৃপক্ষের সব আশায় জল ঢেলে দিয়েছে।

কাজিরঙা উদ্যানের অধিকর্তা আরও জানান, কাজিরঙায় এ বছর অর্থাৎ ২০১৯-২০ বছরে মোট পর্যটকের সংখ্যা ছিল ১,৬৫,৭৪৯ জন। তার মধ্যে বিদেশি ছিলেন ১১,৩৯২ জন। বাকি ১ লক্ষ ৫৪ হাজার ৩৫৭ জন দেশি পর্যটক। গত বছর অর্থাৎ ২০১৮-১৯ সালে কাজিরঙায় মোট ১ লক্ষ ৭৬ হাজার ১৮১ জন পর্যটক এসেছিলেন। তার মধ্যে ৭ হাজার ৪৪৩ জন বিদেশি এবং ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৭৩৮ জন দেশের পর্যটক ছিলেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রতি বছর বর্ষার মরশুমে কাজিরঙা জাতীয় উদ্যান বন্ধ করে দেওয়া হয়। পর্যটকদের জন্য ফের খোলা হয় এক অক্টোবরের প্রথম দিকে।

গড়াপেটার প্রস্তাব পেয়ে না জানানোর অভিযোগে তিন বছরের জন্য নির্বাসিত উমর আকমল

ইসলামাবাদ, ২৭ এপ্রিল (হি. স.) : ম্যাচ গড়াপেটার প্রস্তাব পেয়ে না জানানোর অভিযোগে পাক ক্রিকেটার উমর আকমলকে তিন বছরের জন্য সব ধরনের ক্রিকেট থেকে নির্বাসিত করল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড তথা পিসিবি-র শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি। সোমবার কমিটির পক্ষে একথা জানানো হয়েছে।

আকমলের বিরুদ্ধে অভিযোগ, পাকিস্তান সুপার লিগে স্পট ফিক্সিংয়ের প্রস্তাব পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সেকথা তিনি জানাননি। এমাসের গোড়ায় ২৯ বছরের আকমল সিদ্ধান্ত নেন তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগের বিরুদ্ধে তিনি কোনও আবেদন করবেন না। এরপরই বোর্ড মামলাটি নিয়ে যায় শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির কাছে। পিসিবি টুইটারে ঘোষণা করেছে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ফজল—ই—মিরান চৌহানের নেতৃত্বে শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি আকমলকে তিন বছরের জন্য নির্বাসিত করেছে ক্রিকেট থেকে। তারা টুইটারে জানিয়েছে, শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ফজল—ই—মিরান চৌহান সব ধরনের ক্রিকেট থেকে উমর আকমলকে নির্বাসিত করেছেন।

পায়ে হেঁটে ভুটান থেকে বাকসার কাউলিতে অসমের ১০ শ্রমিক, পাঠানো হয়েছে কোয়ারেন্টাইনে

বাকসা (অসম), ২৭ এপ্রিল (হি.স.) : লকাডাউনের জেরে অতি কষ্টে ছিলেন। অবশেষে পায়ে হেঁটে দীর্ঘ চড়াই-উতরাই অতিক্রম করে অসমে এসেছেন রাজ্যের দশ পরিযায়ী শ্রমিক। গতকাল রবিবার ভোরে ভুটান থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন তাঁরা। অবশেষে এদিন রাতের দিকে তাঁরা ভুটান সীমান্তবর্তী নিম্ন অসমের বাকসা জেলার কাউলি এলাকায় এসে পৌঁছেছেন।

আগতদের এক পরিযায়ী শ্রমিক অখিল বিশ্বাস সোমবার হিন্দুস্থান সমাচার-কে জানান, তাঁরা ভুটানের ভাংটার এলাকার কায়েপানিতে শ্রমিকের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু করোনা ভাইরাস ঠেকাতে জারিকৃত লকডাউনের জেরে কর্মহীন হয়ে পড়েছেন তাঁরা। গত প্রায় মাসাধিককাল থেকে অর্ধাহার অনাহারে দিন যাপন করতে হচ্ছিল। অবশেষে অনেক ভেবচিন্তে ঈশ্বরের ওপর ভরসা করে গতকাল (রবিবার) ভোর চারটে নাগাদ নিজেদের বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে যান। এখানে আসতে বহু উঁচু পাহাড় অতিক্রম করতে হয়েছে।

অখিল জানান, তাঁদের দশজনের মধ্যে পাঁচজন যথাক্রমে রামদয়াল পাইক, রূপেশ ওরাং, পাপলু ভূমিজ, খুদাং মুণ্ডা এবং আমজান খানের বাড়ি মধ্য অসমের শোণিতপুর জেলায়। তিনি, অখিল বিশ্বাস সহ বাকি

ছয়ের পাতায়

প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকে বোবার মতো বসে ছিলাম, অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল (হি স):সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠক ছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক শেষে নবান্ন থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে "প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকে বোবার মতো বসে ছিলাম" অভিযোগ তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, " আমরা তিন ঘন্টা ধরে শুধু শুনেছি।প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকে কিছু বলার সুযোগ পাইনি। বোবার মতো বসে ছিলাম"। এরপরেই কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সুড় চড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, " যে রিফর্মসে মানুষের পেটের ভাত নষ্ট হয় সেটাকে রিফর্মস বলা যায় না। আমরাও রিফর্ম করেছি, কারও চাকরি খাইনি।সবার অ্যাকাউন্টে তো সেন্ট্রাল গর্ভমেন্ট ১০ হাজার টাকা করে দিতে পারে।ওরা তো এক সময় বলেছিল প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে ১৫ লাখ টাকা করে দেবে। অনেক টাকা তো জমেছে এবার তো সেই টাকা দিন। তাহলে তো লকডাউন চললে সাধারণ মানুষ চালিয়ে নিতে পারে।কেন্দ্রকে টাকা ক্লিয়ার করতে হবে। শুধু ভাষণে হবে না। রেশন লাগবে।আমাদের এত খরচ হচ্ছে। সামলাব কী করে? ওনলি বার্নিং, নো আর্নিং"। রাজ্যে কয়েকটি জায়গায় লকডাউন বিধিভঙ্গের কারণে তা সরজমিনে খতিয়ে দেখতে দুটি আন্তঃমন্ত্রক পর্যবেক্ষণ দল এসেছে রাজ্যে। এরপরই তোপ দাগিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "সেন্ট্রাল টিম এসে ডাকাডাকি করছে। আমাদের কি আর কাজ নেই?আমরা লকডাউন করেছি কেন্দ্র বলার আগেই"।

সাফাই কর্মীদের নিরাপত্তার জন্য কি পদক্ষেপ কেন্দ্রের কাছে জানতে চাইল আদালত

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল (হি. স.): লকডাউন চলাকালীন সাফাই কর্মীদের সুরক্ষার জন্য কেন্দ্র কি পদক্ষেপ নিয়েছে তা জানতে চাইল দেশের শীর্ষ আদালত সুপ্রিম কোর্ট। ৮ মের মধ্যে কেন্দ্রকে এর জবাব দিতে হবে বলে জানিয়েছে আদালত। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে কেন্দ্রের তরফ থেকে এএসজি মনীন্দ্র আচার্য জানিয়েছেন, কাজের সময় সাফাই কর্মীদের অনেক ঝুঁকির মুখোমুখি হতে হয়। আইসিইউ থেকে বেরনো বা মেডিক্যাল বর্জ্যকে যখন সরাতে হয়। তখন বিপদ সাফাই কর্মীদের ঝুঁকি অনেক বেশি। সেই জন্য কেন্দ্র দিল্লির সরকারকে সাড়ে তিন লাখ এন ৯৫ মাস্ক এবং ৬০ হাজারের বেশি পিপিই কিট সরবরাহ করেছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, সমাজকর্মী হরমন সিং সাফাই কর্মীদের পিটিশন দায়ের করেছিলেন।এর আগে হরমন সিংয়ের আইনজীবী মহমদু প্রচা আদালতকে জানিয়েছিলেন যে সাফাই কর্মীদের পরিবারের লোকেদের বিপদ অনেক বেশি।সাফাই কর্মীদের কাছে কোনও কিট আসেনি।সেই প্রসঙ্গে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানিয়েছিলেন স্পেশাল পিপিই কিট চিকিৎসক এবং নার্সদের জন্য রাখা হয়েছে।সাফাই কর্মী এবং করোনা যোদ্ধাদের জন্য অন্য ধরণের পিপিই কিটের ব্যাবস্থা করা হয়। মহমদু প্রচা আদালতকে জানিয়েছিলেন সাফাই কর্মীদের কয়েক জন মারাও গেছে।

চিনা টেস্ট কিটের অর্ডার বাতিল করায় কোনও টাকা নষ্ট হয়নি : কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল (হি. স.): করোনা মোকাবিলায় অর্ডার দেওয়া চিনা টেস্ট কিটের অর্ডার বাতিল করায় কোনও টাকা নষ্ট হয়নি। সোমবার বিবৃতি দিয়ে একথা জানিয়েছে কেন্দ্র।

গুণগত মান অত্যন্ত খারাপ। তাই চিনকে টেস্ট কিট রফতানি করার যে অর্ডার দেওয়া হয়েছিল, তা বাতিল করা হয়েছে ইতিমধ্যেই। সবচেয়ে বড় কথা, এই অর্ডার বাতিলের জন্য কেন্দ্রের কোষাগার থেকে একটি টাকাও নষ্ট হয়নি। সোমবার এক বিবৃতি দিয়ে একথা জানিয়ে দিল কেন্দ্র। কেন্দ্র এদিন জানিয়েছে চিনকে টেস্ট কিট রফতানি করার বরাত দেওয়া হলেও, কোনও টাকা অগ্রিম পাঠানো হয়নি। ফলে অর্ডার বাতিল করা হলেও টাকা খরচ হয়নি।

উল্লেখ্য, করোনা ভাইরাস টেস্ট কিট তৈরি করে দুই চিনা সংস্থা ঝুহাই লিভজং ডায়গোনস্টিকস ও গুয়ানঝাও ওয়ানডফো বায়োটেক। তাদের তৈরি এই কিটগুলির গুণগত মান নিয়ে একাধিক বিতর্ক তৈরি হয়। আইসিএমআর-এর পক্ষ থেকে এদের কার্যকারীতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। পাশাপাশি, ২টি চিনা সংস্থার কিটে র‍্যাপিড টেস্ট নয় এই মর্মে সমস্ত রাজ্যকে কিট ব্যবহারে সতর্কতা জারি করেছে আইসিএমআর। ২টি সংস্থার কাছেই কিট ফেরত পাঠানোর পরামর্শও দিয়েছে তাঁরা।

রাজ্য সরকারের আপত্তিতে 'লকডাউন'এ আটকে এশিয়ান হাইওয়ে প্রকল্প

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল (হি. স.) : লকডাউনের জের এবার মহা সড়ক প্রকল্পেও। করোনা অতিমারী এবং তার জেরে জারি হওয়া লকডাউনের জেরে এরাজ্যে 'এশিয়ান হাইওয়ে টু'-প্রকল্পের শেষ পর্যায়ের কাজ আটকে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়পত্র দিলেও রাজ্য সরকার কোনও উদ্যোগ না নেওয়ায় কাজ থমকে আছে বলে অভিযোগ।

সার্ক-ভুক্ত নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াতে ২০১৫ সালে 'এশিয়ান হাইওয়ে' তৈরির কাজ শুরু করেছে সরকার। সেই কাজ শেষের পথে। তবে জানা গেছে এশিয়ান হাইওয়ে ২ প্রকল্পের অধীন ভারত-নেপাল সীমান্তে পানিট্যাঙ্কির কাছে মেচি নদীর ওপর বিকল্প সেতু নির্মাণের কাজ এখনও বাকি রয়েছে। দিল্লি সবুজ সংকেত দিলেও লোকডাউনের কারণ দেখিয়ে রাজ্য সরকার এখন কাজ শুরু করতে চাইছেনা।

জাতীয় সড়ক উন্নয়ন পর্ষদ অবিলম্বে নির্মাণ কাজ আরম্ভ করতে চাইলেও বাদ সেধেছে দার্জিলিং জেলা প্রশাসন। তাদের বক্তব্য, করোনা মোহকমারীর জেরে দেশ জুড়ে লকডাউন চলছে। অত্যাবশ্যক পরিষেবা ছাড়া সব কাজ বন্ধ রয়েছে।এই পরিস্থিতিতে রাস্তার কাজ শুরু করতে গেলে নবান্নের বিশেষ অনুমোদন প্রয়োজন।

উরিতে সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন পাকিস্তানের

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল (হি. স.): করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও পাকিস্থান তার অভ্যাস থেকে পিছু হটেনি। জঙ্গিদের ভারতীয় ভূখন্ডে অনুপ্রবেশ করাতে সচেষ্ট হয়ে ফের সংঘর্ষ বিরতি করল তারা। জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলার উরি সেক্টরে ভারতীয় সেনা ছাউনি লক্ষ্য করে অবিরাম ধারায় গোলা বর্ষণ করতে থাকে পাকিস্তান। পাল্টা যোগ্য জবাব দিয়েছে ভারত। শুরু হয় দুই তরফের তুমুল গুলির লড়াই। এমনকি ভারতীয় গ্রামগুলিও লক্ষ্য করে মার্টার শেলিং এবং ভারী ও ছোট অগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে চলে গুলি বর্ষণ। যদিও এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি বলে জানা সেনা তরফে জানা গিয়েছে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত গুলির লড়াই চলছে।জঙ্গি দের অনুপ্রবেশ রুখতে সচেষ্ট ভারতীয় সেনা।

দেশজুড়ে ২৮ হাজার ছাড়াল করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল (হি. স.): করোনার মারণ দৌরাত্ম্য অব্যাহত গোটা দেশজুড়ে। প্রতিদিন লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ১২ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত ৪৮৮ জন।নিহত ১২। ফলে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৮৩৮০।গোটা ভারতে মৃতের সংখ্যা ৮৮৬।

সোমবার বিকেলে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে আক্রান্তদের মধ্যে ১১১ জন বিদেশি নাগরিক।বিগত ১২ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ১৭৮ জন। সব মিলিয়ে সুস্থ হওয়ার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৬৩৬২. এই মহামারীতে সব থেকে খারাপ অবস্থা মহারাষ্ট্র, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, রাজস্থানের।মহারাষ্ট্রে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৪২।আক্রান্তের সংখ্যা ৮ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ গোটা দেশে যতজন আক্রান্ত হয়েছে তার ৩৫ শতাংশই মহারাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত।

রেড, অরেঞ্জ, গ্রীন জোনের তালিকা প্রকাশ নবান্নের

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল(হি স):করোনা আতঙ্কে কপালে ভাঁজ শহরবাসীর। এরই মাঝে রাজ্যে কোন কোন এলাকার রেড জোন তা জানা উচিৎ রাজ্যবাসীর।এমনটাই মনে করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।আর তাই সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে নবান্ন থেকে কোন কোন এলাকার রেড, অরেঞ্জ, গ্রীন জোনের মধ্যে পড়ছে সেই তালিকা প্রকাশ করা হল। তালিকা অনুযায়ী, রেড জোনে মধ্যে পড়ছে কলকাতা, উত্তর ২৪পরগনা, হাওড়া এবং পূর্ব মেদিনীপুর। যে এলাকা রেড জোন সেই এলাকায় সংক্রমণের হার সবথেকে বেশি। অরেঞ্জ জোন-এর মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হুগলি, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব এবং পশ্চিম বর্ধমান, কালিম্পং, নদীয়া, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, মুর্শিদাবাদ এবং মালদা। আর গ্রিন জোনের মধ্যে রয়েছে আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং ঝাড়গ্রাম। নবান্ন সূত্রে খবর এইসব জেলায় বিগত ২১ দিনে কোন সংক্রমণের খবর মেলেনি।তাই এলাকাগুলোকে গ্রীন জোন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

লকডাউনের মধ্যেই গুয়াহাটিতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু পথচারীর

গুয়াহাটি, ২৭ এপ্রিল (হি.স.) : গোটা মহানগর লকডাউনের কবলে। শুনশান রাস্তা। এরই মধ্যে গুয়াহাটিতে সড়ক দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারিয়েছেন পথচারী জনৈক ব্যক্তি। ঘটনা সোমবার প্রকাশ্য দিবালোকে সংঘটিত হয়েছে। এই খবর লেখা পর্যন্ত নিহত ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়নি।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, গুয়াহাটি মহানগরের অন্তর্গত নুনমাটির রামনগর এলাকায় সংঘটিত হয়েছে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনাটি। সম্ভবত বাজার করতে হাতে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়েছিলেন ব্যক্তিটি। এক সময় রাস্তা নির্মাণে ব্যবহৃত বিশাল এক গাড়ি ধাক্কা মেরে ধরাশায়ী করে দেয় পথচারীকে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, তাঁদের চোখের সামনে বিশাল গাড়িটি ওই ব্যক্তিটিকে পিষে বহুদূর নিয়ে যায়।

খবর দেওয়া হয় নুনমাটি থানায়। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে অকুস্থলে পৌঁছে নুনমাটি থানার পুলিশ। তাঁরা অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন।

করোনা নির্মূল করতে ধৈর্য ধরতেই হবে, দাবি চম্পত রায়ের

অযোধ্যা, ২৭ এপ্রিল (হি. স.): করোনা বিরুদ্ধে জয়ী হতে গেলে ধৈর্য ধরতে হবে বলে সোমবার ফেসবুক লাইভে এসে জানিয়েছেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক সহ-সভাপতি এবং শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্রে মহাসচিব চম্পত রায়।

রবিবার আরএসএসের সরসঙ্ঘচালক ড় ভাগবতের মোহন বক্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে এদিন তিনি জানিয়েছেন, শারীরিকভাবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা করোনা রোধে একান্ত জরুরী। কারণ অসুস্থ ব্যক্তির থুতু, হাঁচি, কাশি অন্য ব্যক্তিকে স্পর্শ করতে পারবে না। বর্তমানে করোনা পরিস্থিতিতে মানুষ একে অন্যের পাশে দাঁড়াচ্ছে। এমনকি পশুপাখিদেরও খেতে দিচ্ছে তারা। আত্ম সর্বভূতেষু ধারণাকে কার্যক্ষেত্রে করে দেখাচ্ছে বহু মানুষ। সমাজের প্রতি সেবা করে একজন মানুষের অন্তরে যে সুখ পায় তাই এখন দেখা যাচ্ছে।

করোনা মোকাবিলায় ধৈর্য ধরা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে করেন চম্পত রায়। তার মতে ধৈর্য প্রয়োজন। ধৈর্য ধরতে হবে।এর মাধ্যমেই জয় আসবে। মন ভাঙলে চলবে না। হাল ছাড়লে চলবে না। ধৈর্যই ধর্ম। আর ধর্ম সমাজকে ধারণ করতে শেখায়, স্থির হতে বলে। সমাজ থাকলে মনুষ্য জাতিও থাকবে।

করোনা পরিস্থিতিতে আমেরিকা ও ইউরোপের সঙ্গে ভারতের তুলনা করে তিনি জানিয়েছেন, জীবনের থেকে অর্থকেই গুরুত্ব দিয়েছে

ছয়ের পাতায়

সোমবার আগরতলায় শ্রম কমিশনে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

লকডাউনে বাবার স্মৃতিতে আবেগাক্রান্ত লতা

লতা মঙ্গেশকর ও আশা ভেঁসলের বাবা দীননাথ মঙ্গেশকর মাত্র ৪২ বছর বয়সে পরপারে পাড়ি জমান। তিনি ছিলেন শাস্ত্রীয় সংগীতশিল্পী ও মঞ্চ অভিনেতা। লতার বয়স যখন মাত্র ১৩ বছর, তখন ১৯৪২ সালের ২৪ এপ্রিল হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে দীননাথ মঙ্গেশকর মারা যান। বাবার কাছেই ছোটবেলায় গানের অ আ শিখেছিলেন লতা, আশা।আজ শুক্রবার দুপুরে দীননাথ মঙ্গেশকরের ৭৮তম মৃত্যুবার্ষিকীতে বাবাকে স্মরণ করে স্মৃতিকাতর হলেন উপমহাদেশের এই কিংবদন্তিতুল্য সংগীতশিল্পী। টুইটারে প্রয়াত বাবার বেশ কিছু ছবি দিয়ে লতা মঙ্গেশকর জানালেন, লকডাউনের কারণে এ বছর বাবার মৃত্যুবার্ষিকীর আয়োজন করা হয়নি। তবে বাবাকে স্মরণ করে তিনি নানান সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি লিখেছেন, 'আজ আমার শ্রদ্ধেয় পিতা, গুরু দীননাথ মঙ্গেশকরজির ৭৮তম মৃত্যুবার্ষিকী। আমরা দুঃখিত এই বছর আমরা করোনার কারণে মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠান করতে পারিনি। তবে এই বছর আমরা একটি ফাউন্ডেশনকে লাখ লাখ টাকা দিচ্ছি। বাবার স্মৃতির উদ্দেশেই এই দান।'

প্রসঙ্গত, লতা মঙ্গেশকরের বাবা দীননাথ অকালমৃত্যুর সময় তেমন কিছু রেখে যেতে পারেননি। পাঁচ সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তায় মা সুধামতী দিশেহারা। কে ধরবে সংসারের হাল? গুরুদায়িত্বটা নিতে হলো কিশোরী লতাকে।

সে সময় বাবার বন্ধু 'নবযুগ চিত্রপট চলচ্চিত্র কোম্পানি'র মালিক মাস্টার বিনায়ক পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। ছোটবেলায় মাঝেমধ্যে চলচ্চিত্রে গান গেয়েছেন লতা। কিন্তু বিনায়ক তাঁকে গান আর অভিনয়কে ক্যারিয়ার হিসেবে নিতে শেখালেন। মারাঠি চলচ্চিত্রে গাওয়া তাঁর গান 'খেলু সারি মানি হাউস ভারি' চলচ্চিত্রের থেকে বাদ পড়ে গেল। তবু দমে যাননি লতা। মাস্টার বিনায়ক তাঁর চলচ্চিত্র 'পাহিলি মঙ্গলা-গৌর'—এ লতা মঙ্গেশকরের জন্য ছোট একটি চরিত্র বরাদ্দ করেন।

এ চলচ্চিত্রে দাদা চান্দেকারের রচনা করা গান 'নাটালি চৈত্রাচি নাভালাল'—এ কণ্ঠ দেন তিনি। তখনো চলছে তাঁর জীবনের সঙ্গে নিত্যদিনের যুদ্ধ। চলচ্চিত্রের জীবনকে কখনো আপন করে নিতে পারেননি তিনি। একদিন কাজ শেষে কাঁদতে কাঁদতে বাসায় ফিরলেন। মায়ের প্রশ্নের উত্তরে জানান, এই কৃত্রিম অভিনয়ের জগৎ তার আর ভালো লাগে না। কিন্তু কিছু করার নেই, পুরো পরিবারের দায়িত্ব তাঁর কাঁধে। বসন্ত যুগলকরের 'আপ কি সেবা ম্যায়' চলচ্চিত্রে 'পা লাগো কার জোরি' গানটি তাঁর প্রথম হিন্দি ভাষার চলচ্চিত্রে গাওয়া গান।

বিনায়কের মৃত্যুর পর সংগীত পরিচালক গুলাম হায়দার হন লতার গুরু। নিজের এক জন্মদিনে লতা বলেছিলেন, গুলাম হায়দার তাঁর জীবনে 'গডফাদার' ছিলেন। গুলাম হায়দারের হাত ধরে তাঁর জীবনে সুযোগ এল 'মজবুর' চলচ্চিত্রে 'দিল মেরা তোড়া, মুঝে কাহি কা না ছোড়া' গানটি গাওয়ার। এই এক গানেই বলিউড ইন্ডাস্ট্রি নতুন এই গায়িকাকে নিয়ে ভাবতে বাধ্য হয়। জীবনের প্রথম বড় ধরনের হিট নিয়ে আসে 'মহল' চলচ্চিত্রের 'আয়েগা আনেওয়ালা' গানটি। এ গানে ঠোঁট মেলালেন মধুবালা।

সেই থেকে শুরু। তারপর হাজার হাজার গানে আপ্লুত করেছেন লাখো মানুষকে। ভালোবাসার সঙ্গেই এসেছে অসংখ্য পুরস্কার ও উপাধি। পঞ্চাশের দশকেই গান করে ফেললেন নামীদামি সব সংগীত পরিচালকের সঙ্গে। তবে এত দূর এসেও এই বয়সেও বাবাকে ভুলে যাননি। বরং স্মরণ করেন নানা সময়ে, নানাভাবে।

আমিরকে শাহরুখ বলেছিলেন, কাজল "বাজে"

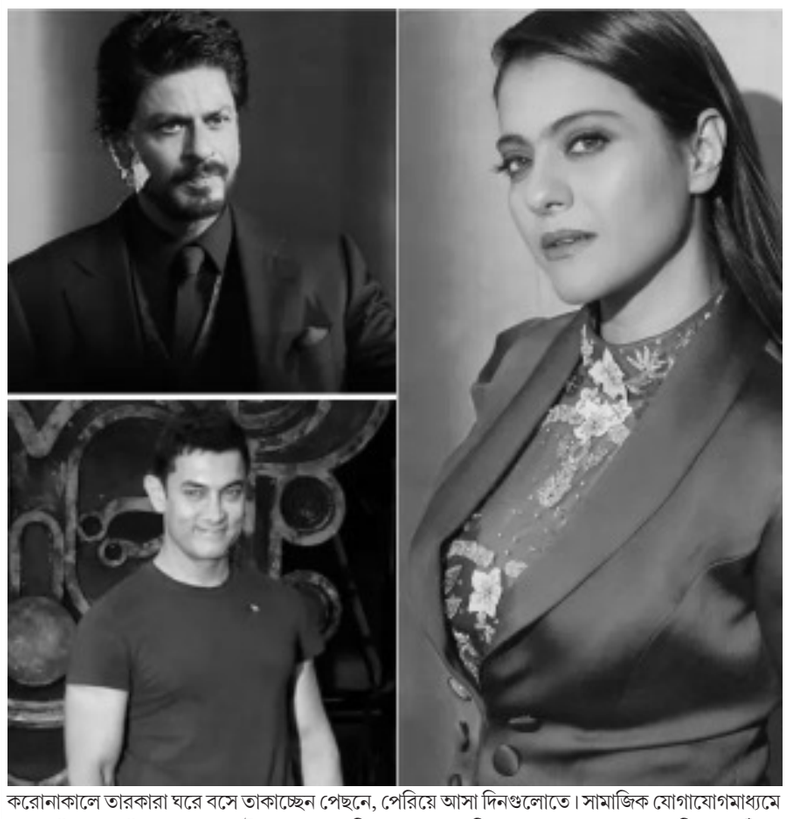

করোনাকালে তারকারা ঘরে বসে তাকাচ্ছেন পেছনে, পেরিয়ে আসা দিনগুলোতে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চলছে "থ্রোব্যাক"-এর চল। হ্যাশট্যাগ থ্রোব্যাক দিয়ে কত কত ছবি ভক্তদের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছেন তাঁরা। তবে কেবল ছবিই নয়, নতুন খবর না থাকায় পুরোনো নানা গল্পও উঠে আসছে বিনোদন পাতায়।১৯৯২ সালের কথা। তখন শাহরুখ খান, কাজল, আমির খান সবাই সংগ্রাম করছেন বড় পর্দায় প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য। শাহরুখ খান ও কাজলের বাজিগর ছবির শুটিং শেষ। তখন আমির খান শাহরুখ খানের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, সহশিল্পী হিসেবে কাজল কেমন? শাহরুখ সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন, "বাজে। খিটখিটে স্বভাবের। প্রচুর কথা বলে বিরক্ত করে। মোটামুটি পরিশ্রমী, তবে অভিনয়প্রতিভা কতটুকু কী আছে, তা-ও বুঝতে পারছি না। তুমি বরং অন্য সহশিল্পী দেখো।"এর কিছুদিন পরেই শাহরুখ বাজিগর ছবি রাশ ফুটেজ দেখলেন। পর্দায় কাজলকে দেখে তাঁর সব ভুল ভেঙে গেল। আমিরকে সঙ্গে সঙ্গে জানালেন, "এই মেয়ে তো মনে হচ্ছে বড় পর্দার জাদুকর হবে। সে ক্যামেরাকে ম্যাজিক করে বশ করতে জানে। একটু খিটখিটে থাকলেও অসম্ভব মেধাবী কাজল।"নিজের এই ভুল থেকেই কি নাতীকালে শাহরুখ ও কাজল ইন্ডাস্ট্রির সেরা বন্ধুদের একজন হলেন। কাজল সম্পর্কে নিজের ভুল ধারণা নিয়ে শাহরুখ আর কাজল পরে কত হাসাহাসি করেছেন। শাহরুখ এরপর অনেকবার উপদেশের ভঙ্গিতে বলেছেন, প্রথম জানাশোনাতেই কারও সম্পর্কে ভালো বা খারাপ মন্তব্য না করতে। এই দুজনে জুটি বেঁধে একের পর এক উপহার দিলেন দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে, কাভি খুশি কাভি গম, কুছ কুছ হোতা হ্যায়, দিলওয়ালে, মাই নেইম ইজ খান-এর মতো তুমুল হিট ছবি। বড় পর্দায় শাহরুখ-কাজল এখনো আইকনিক জুটি।

লকডাউন অমান্য করে পথে আলিয়া

বাবা মহেশ ভাট ও মা সোনি রাজদানকে নিয়ে উদ্বেকে দিন কাটছিল বলিউড তারকা আলিয়া ভাটের। কারণ একটাই, করোনা। কোনোভাবে এই ভাইরাস যেন তাঁর মা—বাবাকে আক্রমণ না করে, সেই চিন্তা তাঁকে কুরে কুরে খায়। তাই মা—বাবাকে দেখতে লকডাউনের অমান্য করে পায়ে হেঁটে তাঁদের কাছে চলে গেলেন আলিয়া।

লকডাউনের কারণে সবাই এখন গৃহবন্দী। বিটাউন তারকারাও এর ব্যতিক্রম নন। মা—বাবার কাছ থেকে দূরে নিজের বাসায় ছিলেন আলিয়া। অবশ্য নিন্দুকদের মতে, এই বিটাউন নায়িকা নাকি প্রেমিক রণবীর কাপুরের সঙ্গে থাকেন। যেখানেই থাকুন না কেন, মা—বাবাকে নিয়ে রীতিমতো আতঙ্কে ছিলেন তিনি। কিছুদিন আগে নিজের এই দুশ্চিন্তার কথা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাগাভাগি করেছিলেন তিনি। এবার মা—বাবাকে দেখতে লকডাউনের মধ্যে তাঁদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হন আলিয়া। সেটা জানিয়েছেন স্বয়ং তাঁর বাবা মহেশ ভাট। তিনি বলেন, 'সম্প্রতি আমাদের দেখা হয়েছিল। কিছুটা দূরেই সে (আলিয়া) থাকে। তার এলাকাটা খুব সুরক্ষিত।

তাই সে পায়ে হেঁটে, মাস্ক ও গ্লাভস পরে এখানে এসেছিল। শুধু তা—ই নয়, সে আমাদের থেকে অনেক দূরত্ব রেখে বসেছিল, যাতে তার মা—বাবার কোনো ক্ষতি না হয়।' 'সড়ক' ছবির এই পরিচালক আরও বলেন যে আলিয়াকে এভাবে সামাজিক কর্তব্য পালন করতে দেখে তিনি গর্বিত। আলিয়া যে বাবার অত্যন্ত আদুরে মেয়ে, সেটা বুঝতে তো আর বাকি থাকে না। এর আগে আলিয়া তাঁর বাবাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করে বলেছিলেন, 'করোনাভাইরাস ক্রমেই অত্যন্ত ভয়ংকর হয়ে উঠছে। আমার বাবার বয়স সত্তরের কাছাকাছি। এ জন্য তাঁকে নিয়ে সারাক্ষণই আমার দুশ্চিন্তা হয়।

পরিস্থিতি দেখে ঘাবড়ে যাচ্ছি। আমি তাঁকে সব সময় বলি যে তিনি যেন মুখে হাত না দেন, এটা না করেন, ওটা না করেন।' কিছুদিন আগে বাবা মহেশ ভাটের সঙ্গে একটা পুরোনো ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছিলেন আলিয়া। সাদা-কালো সেই ছবিতে দেখা যাচ্ছিল বাবার বুকে রাখা ছিল আলিয়ার মাথা। ছবিটি নিচে আলিয়া লিখেছিলেন, 'বাড়িতে থাকুন। আর যখনই বাবার কথা মনে পড়বে, তখনই পুরোনো কোনো ছবি পোস্ট করবেন।' আলিয়ার হাতে এখন একাধিক ছবি। 'ব্রহ্মাস্ত্র' ছবির কাজ প্রায় শেষ। এ ছাড়া 'সড়ক টু', 'গংগুবাঈ কাঠিয়াওয়ারি', 'তখত', 'আরআরআর' ছবিগুলোতে দেখা যাবে তাঁকে।

নায়কের সঙ্গে প্রেম করার শখ নেই

৩০ বছর বয়সী পেড়নেকর অল্প সময়ে শুভ মঙ্গল সাবধান, টয়লেট, লাস্ট স্টোরিজ, সঞ্চিরিয়া, যান্ড কি আঁখ, বালা প্রভৃতি সিনেমায় বৈচিত্র্যময় সব চরিত্র করে দর্শকদের হৃদয়ে ঠাঁই করে নিয়েছেন। মেধা আর পরিশ্রম দিয়ে মাত্র পাঁচ বছরেই তিনি তাল মিলিয়ে হাঁটছেন বলিউডের প্রথম শ্রেণির তারকাদের সঙ্গে। অভিনয় করেছেন অসংখ্য তারকা অভিনয়শিল্পীদের সঙ্গে। কিন্তু কখনো কোনো তারকা আর ভূমি পেড়নেকরকে জড়িয়ে কোনো প্রেমকাব্য রচিত হয়নি। কিন্তু কেন?

বলিউড হাঙ্গামার প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভূমি পেড়নেকর নাকি আর যা-ই হোক, কোনো অভিনেতার সঙ্গে প্রেম করবেন না। কারণটা ভূমির মুখেই শুনুন:

"আমি একজন অভিনয়শিল্পী। আমি খুব ভালো করেই জানি, বড় পর্দার তারকাদের জীবন কত কঠিন, চ্যালেঞ্জিং। তাই আমার কোনো শখ নেই কোনো নায়কের সঙ্গে প্রেম করার। কোনো তারকাকে জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নেওয়ার কোনো কারণ খুঁজে পাই না আমি। শুটিং শেষে ঘরে ফিরে ডাউনিং টেবিলে বসে সিনেমা নিয়ে আলাপ করতে রাজি নই আমি। দুজনের জীবনই চরম ব্যস্ততা আর অনিশ্চয়তায় যাক, তা আমি চাই না। এই আইডিয়াটাই বোরিং।"

৫ ফুট ৪ ইঞ্চি উচ্চতার এই অভিনয়শিল্পী ১২ বছর বয়সে ঠিক করেছিলেন, তিনি দেখা দেবেন বড় পর্দায়। এ জন্য পড়াশোনার পাশাপাশি যশ রাজ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে সহকারী কাস্টিং ডিরেক্টর হিসেবে কাজ শুরু করেন ২০১০ সাল থেকে। তারও পাঁচ বছর পর পান প্রথম ছবি দম লাগাকে হাইশা। আর প্রথম ছবিতেই তিনি দর্শক ও সমালোচকসবার কাছ থেকে হাততালি পাওয়ার দুর্লভ সৌভাগ্য অর্জন করেন।

ভূমির যমজ বোন সমীক্ষা পেড়নেকর পেশায় আইনজীবী। তিনিও সাফ বলে দিয়েছেন, তাঁর বোন যদি যোগ্য জীবনসঙ্গী না পান, তবে একাই কাটিয়ে দেবেন বাকি জীবন। তবু বড় পর্দার কোনো হিরোকে বিয়ে করবেন না।

মাকে শেষ দেখা হলো না ইরফানের

মা হারালেন বলিউড তারকা ইরফান খান। দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছিলেন তাঁর মা সাইদা বেগম। গত শনিবার রাতে ভারতের জয়পুরে তিনি মারা যান। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। মায়ের মৃত্যুর এ সময়ে পাশে থাকতে পারেননি অভিনেতা ইরফান খান, শেষ দেখাও হয়নি। তবে ভিডিওকলে মায়ের দাফন কার্যক্রম দেখেছেন দূর থেকে।

ভারতে লকডাউন শুরু হওয়ার আগে থেকেই দেশের বাইরে ছিলেন ইরফান খান। ফলে মায়ের শেষকৃত্যে সরাসরি উপস্থিত থাকতে পারেননি তিনি। ফোনে মায়ের চলে যাওয়ার খবর পেয়ে ভীষণ ভেঙে পড়েন তিনি। বলিউডের বাণিজ্য বিশ্লেষক কমল নাহতা টুইট করে ইরফানের মায়ের মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করেছেন। ইরফানের ভাই সালমান খান বলেন, "মা অনেক দিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। শনিবার হঠাৎ তাঁর শরীর বেশ খারাপ করল। তিনি ইরফান ভাইয়ের শরীরের খবর জানতে চাইছিলেন।"

ইরফানের মা সাইদা বেগম থাকতেন জয়পুর শহরের বেনিওয়ালে। তিনি নবাব পরিবারের মেয়ে ছিলেন। ইরফানের পরিবারের সদস্যরা গতকাল তাঁর দাফন সম্পন্ন করেন। মায়ের মৃত্যুর সময় পাশে থাকতে না পেরে ভীষণ ভেঙে পড়েছিলেন ইরফান। তবে ভিডিওকলের মাধ্যমে দূর থেকে এ মায়ের শেষযাত্রা দেখেছেন। জয়পুরের একটি কবরস্থানে দাফন করা হয়। করোনাভাইরাসে লকডাউনের কারণে পরিবারের অল্প কজন সদস্য দাফনে অংশ নেন।

২০১৮ সালের মে মাসে ইরফান খানের ক্যানসার ধরা পরে। কিছুদিন পরেই চিকিৎসার জন্য তিনি লন্ডনে চলে যান। গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে আবার তিনি ভারতে ফেরেন এবং "আংরেজি মিডিয়াম" ছবির শুটিংয়ে যোগ দেন। ইরফান খানকে শেষ দেখা যায় "আংরেজি মিডিয়াম" ছবিতে। ছবিতে তাঁর অন্যতম দুই সহযাত্রী কারিনা কাপুর খান ও রাধিকা মদন। যদিও হঠাৎ করে লকডাউন শুরু হওয়ায় ভারতের সিনেমা হলগুলোতে বেশি দিন চলেনি ছবিটি। পরের ছবির শুটিংয়ের কাজেই দেশের বাইরে গিয়েছিলেন তিনি। লকডাউন শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভারতে আপাতত ফিরতে পারছেন না ইরফান।

নেটফ্লিক্সের সুদিনে ভক্তদের মন খরাপ

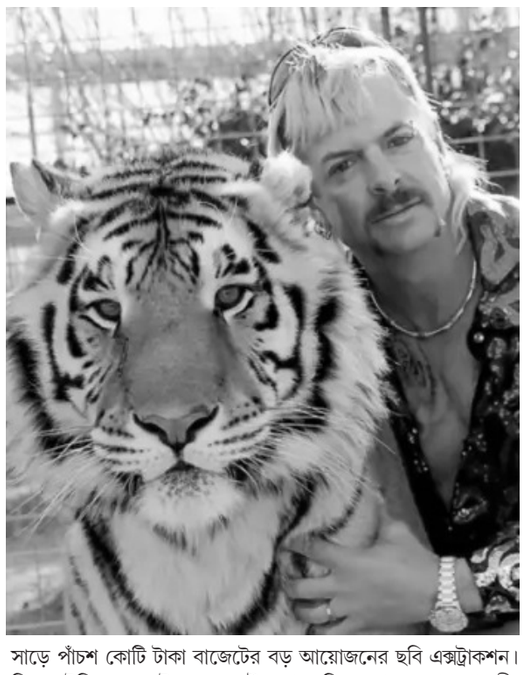

সারা বিশ্ব ভয়ংকর দুঃসময়ের ভেতর দিন গুনছে। কিন্তু করোনা মুদ্রার উল্টো পিঠের মিষ্টি ফল ভোগ করছে নেটফ্লিক্স। বিশ্বের মানুষ লকডাউন আর কোয়ারেন্টিনে ঘরে ঢুকে পড়েছে। আর তাদের একটা বড় অংশ ঘরে সময় কাটাচ্ছে নেটফ্লিক্সে চোখ রেখে। বিবিসি অনলাইন নেটফ্লিক্সের ফুলে ফেঁপে ওঠা ব্যবসা নিয়ে প্রকাশ করেছে বিশেষ প্রতিবেদন।

১. ২০২০ সালের কেবল প্রথম তিন মাসেই নেটফ্লিক্স পেয়েছে নতুন ১ কোটি ৬০ লাখ সাবস্ক্রাইবার; যা প্রত্যাশার দ্বিগুণের বেশি। বিশ্বে নেটফ্লিক্সের সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা ১৮ কোটি ২০ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। চলতি বছরের প্রথম তিন মাসেই ৫০ হাজার কোটি টাকা বেশি আয় হয়েছে। আর লাভ হয়েছে গত বছর এই সময়ের ৫০ শতাংশের বেশি।

২. নেটফ্লিক্সের শেয়ারের দাম একলাফে তিন গুণ বেড়েছে। ই মার্কেট বিশেষজ্ঞ এরিক হ্যাগস্ট্রম বলেন, নেটফ্লিক্স ব্যবসার নতুন দুয়ার খুলে ফেলেছে। ঘরে থাকা মানুষের একটা বড় অংশ নেটফ্লিক্সের ভোক্তা। আর যারা ভোক্তা নন, তারা সম্ভাব্য ভোক্তা (পোটেনশিয়াল কাস্টমার)।২০২০ সালের প্রথম তিন মাসেই নেটফ্লিক্স পেয়েছে নতুন ১ কোটি ৬০ লাখ সাবস্ক্রাইবার। ছবি:সংগৃহীত ২০২০ সালের প্রথম তিন মাসেই নেটফ্লিক্স পেয়েছে নতুন ১ কোটি ৬০ লাখ সাবস্ক্রাইবার। ছবি:সংগৃহীত

৩. নেটফ্লিক্সের এই প্রত্যাশার চেয়ে বেশি আগ্রহকে সামাল দিতে ইউরোপে এর কনটেন্টগুলোর ভিডিও কোয়ালিটি কমিয়ে দেওয়া হয়েছে; যাতে ইন্টারনেট বর্ধিত ভোক্তাদের চাপ সামাল দিতে পারে। দুই হাজার জনকে নতুন নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ভোক্তাদের সুবিধা-অসুবিধা দেখার জন্য।

৪. কেবল নেটফ্লিক্স অরিজিনাল স্পেনসার কনফিডেনশিয়াল সিনেমাটিই দেখা হয়েছে ৮ কোটি ৫০ লাখ বার। প্রামাণ্যচিত্র টাইগার কিংও দেখেছে ৬ কোটি ৪০ লাখ মানুষ। আর মানি হেইস্টের জ্বর তো নামছেই না!

৫. প্রতিদ্বন্দ্বী ডিজিনি প্লাস ও আমাজন প্রাইমের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এখনো সবচেয়ে বেশি মানুষের ঘরে ঢুকে পড়েছে নেটফ্লিক্স। তবে নতুন কনটেন্ট কমে যাওয়ায় সামনের দিনগুলোতে এই সাবস্ক্রাইবশনের হার কমতে পারে।২৪ এপ্রিল নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেয়েছে সাড়ে পাঁচশ কোটি টাকা বাজেটের বড় আয়োজনের ছবি এক্সট্রাকশন। ছবি: সংগৃহীত ২৪ এপ্রিল নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেয়েছে সাড়ে পাঁচশ কোটি টাকা বাজেটের বড় আয়োজনের ছবি এক্সট্রাকশন। ছবি: সংগৃহীত নেটফ্লিক্সের এমন চিত্রের বিপরীতে ২৪ এপ্রিল নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেয়েছে ঢাকার ব্যাকড্রপে তৈরি সাড়ে পাঁচশ কোটি টাকা বাজেটের বড় আয়োজনের ছবি এক্সট্রাকশন। কিন্তু নেটফ্লিক্সের এক্সট্রাকশনের এই ঢাকাকে চিনতে পারছে না ঢাকাবাসী, চিনতে পারছে না বাংলাদেশের মানুষ। এমনকি এই সিনেমায় বলা বাংলাকেও কানে কেমন যেন "বিদেশি বা কলকাতার বাংলার কাছাকাছি কিছু একটা" মনে হচ্ছে। বানান ভুল, আজগুবি গল্পসহ নানা অভিযোগে নেটফ্লিক্সের এই ছবি ট্রল আর মিম হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। মোটকথা, এই ছবি নিয়ে অনেক বাংলাদেশি সিনেমাপ্রেমীদের "হাইপ" ছিল উঁচুতে, আর সিনেমা দেখে তাঁরা ফাটা বেলুনের মতো চুপসে গেছেন। হতাশ হয়ে ধপাস করে পড়েছেন মাটিতে। তাই মন ভালো নেই তাঁদের।

মালায়ালাম তারকা রবি ভাল্লাথল মারা গেছেন

জনপ্রিয় মালায়ালাম টিভি সিরিয়াল ও বড় পর্দার অভিনেতা রবি ভাল্লাথল শনিবার ৬৭ বছর বয়সে কেরালায় তাঁর বাসভবনে মারা যান। রবি ভাল্লাথল দুই বছর ধরে নানা শারীরিক জটিলতায় অসুস্থ ছিলেন। এ কারণে তিনি দীর্ঘদিন কাজ বন্ধ রেখেছিলেন। নিজেই জানিয়েছিলেন, আলঝেইমার রোগে ভুগছিলেন তিনি। উচ্চমাত্রার ডায়াবেটিসও ছিল।দক্ষিণ ভারতের টিভি সিরিয়ালের জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব টি এন গোপিনাথ নাইর ও সৌদামিনির ঘরে ১৯৫২ সালের ২৫ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন রবি। এ ছাড়া তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় মালায়ায়াম কবি ভাল্লাথল নারায়ণ মেননের ভাগনে। কমপক্ষে ১০০টিভি সিরিজ ও ৫০টির বেশি সিনেমায় অভিনয় করেছেন। 'মরসুম', 'কোট্টায়াম কুঞ্জাচান', 'সরগম', 'নালু পেনিংয়াল', 'নি ভারুভোলাম', 'গডফাদার' সিনেমায় তাঁর অভিনয় দর্শকনন্দিত হয়। টিভি সিরিজ 'আমেরিকান ড্রিমস'—এর জন্য তিনি কেরালা রাজ্য সরকার কর্তৃক টেলিভিশন অ্যাওয়ার্ড পান। তাঁর মৃত্যুতে কেরালার মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন শোক প্রকাশ করেছেন। অভিনয়ের পাশাপাশি লেখালেখিরও হাত ছিল রবি ভাল্লাথলের। ২৫টির বেশি ছোটগল্প লিখেছেন তিনি। স্ত্রী গীতালক্ষ্মীকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিবন্ধী শিশুদের সাহায্যের জন্য একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানও গড়েছিলেন তিনি। ১৯৮০ সালের ১ জানুয়ারি বিয়ে করেছিলেন এই দম্পতি। তাঁদের কোনো সন্তান নেই।

সোমবার রাজভবনের উদ্যোগে ১২৩টি পরিবারের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। ছবি- নিজস্ব।

দেশবাসীর স্বাভিমান বা আত্মমর্যাদার প্রতীক অযোধ্যার রাম মন্দির : চম্পত রায়

অযোধ্যা, ২৭ এপ্রিল (হি. স.): অযোধ্যা রাম মন্দির দেশবাসীর সম্মান ও স্বাভিমানের প্রতীক বলে সোমবার জানিয়েছেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক সহ-সভাপতি এবং শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্রের মহাসচিব চম্পত রায়।

এদিন ফেসবুক লাইভে এসে বক্তব্য রাখতে গিয়ে চম্পত রায় জানিয়েছেন, ১৫২৮ থেকে নিরন্তন সংগ্রাম চলেছে রাম মন্দির পুনর্নির্মাণের দাবিতে। পৃথিবীর আর কোন ইতিহাসে এমন নজির পাওয়া যাবে না যে প্রায় ৪৯০ বছর ধরে ৭৫ টা যুদ্ধ লড়ে এবং ক্ষমতায় না থেকেও একটা জাতি সংগ্রাম করে গিয়েছে। অযোধ্যর রাম মন্দিরের বিশেষত্ব অনেক। তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য রূপের পুজো করা হয়। কিন্তু অযোধ্যায় একমাত্র স্থান যেখানে ভগবান রামচন্দ্রের বাল্য রূপের পুজো করা হয়। মন্দির নির্মাণের আগেই এই মন্দিরের মডেলের ছবি প্রায় ১০ কোটি ঘরে পৌঁছে গিয়েছে।সেটাও একটা অভাবনীয় বিষয়। বিদেশি শক্তি দেশীয় সমাজকে অপমান করার জন্যই মন্দির ধ্বংস করে দিয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভিক্টোরিয়ার মূর্তি সরিয়ে বিভিন্ন হাসপাতাল ও জায়গা এমনকি রাস্তার নামও দেশীয় মনীষীদের নামে করা হয়েছে।

পাশাপাশি বোম্বের নাম বদলে মুম্বই, ক্যালকাটা কলকাতা হয়েছে, মাদ্রাজ হয়েছে চেন্নাই। ঠিক তেমনি ভাবে রাম মন্দির হচ্ছে দেশবাসীর স্বাভিমান বা আত্মমর্যাদার প্রতীক। সুদীর্ঘ এই লড়াইয়ে ধৈর্য ছিল একমাত্র পথ সেটা নিয়েই কাজ চলেছে।

ঞ্রয১৯৫০ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত ৩৬ বছর ভগবানকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল।পরে একাধিকবার রথযাত্রা করে জনগণের মধ্যে জাগরণ করা হয় যে ভগবান বন্দি রয়েছে। পরে আদালতের নির্দেশে ১৯৮৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি ভগবান বন্দি মুক্ত হয়। লোহার গেট খুলে যায়।তারপরেই মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে যে এবার ভগবানের জন্মস্থানে হোক তার মন্দির। পিতৃ পুরুষের অপমান বেশিদিন বুকে নিয়ে চলা উচিত নয়। সেই অপমান নির্মূলের জন্য নিরন্তন কাজ করে যেতে হবে।

এদিন নিজের বক্তব্যে ১৯৬২ সালের ভারত-চিন যুদ্ধের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন তিনি। তার কথায় ১৯৬২ সালের যুদ্ধে ভারতকে হারিয়ে বিজয়ী চিন ভারতের অনেক জমি দখল করে নেয়।সেই জমি তারা আজও ফেরত দেয়নি। ১৯৬৩ সালে সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাবনা গৃহীত করা হয়। যে করেই হোক সেই জমি পুনরুদ্ধার করতে হবে। আগামী দিনে হয়তো একশো বা দেড়শ বছর পর সেই পরিস্থিতি তৈরি হবে ভারতের অনুকূলে। এর জন্য যুদ্ধ হলেও হতে পারে দুই দেশের মধ্যে।তবে সেই যুদ্ধ ভয়ংকর হবে।

১৮টি বাসে কোটা থেকে ৩৯১ জন ছাত্রছাত্রী পৌঁছলেন গুয়াহাটি, রাত ৩:১০টায় সরুসজাইয়ে স্বাগত স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ২৭ এপ্রিল (হি.স.) : লকডাউনে রাজস্থানের কোটায় আটকে পড়া অসমের ৩৯১ জন ছাত্রছাত্রী এসে পৌঁছলেন গুয়াহাটি। সোমবার ভোররাত প্রায় ৩:১০ মিনিটে গুয়াহাটির সরুসজাই স্টেডিয়ামে ১৮টি যাত্রীবাহী বাসে তাঁরা এসেছেন। স্টেডিয়ামে আগতদের স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা, স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা, কামরূপ মহানগরের জেলাশাসক বিশ্বজিৎ পেগু-সহ বেশ কয়েকজন পুলিশ ও সাধারণ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং ডাক্তার ও অন্য স্বাস্থ্যকর্মীরা।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় শর্মা জানান, রাজস্থানের কোটা থেকে ৩৯১ জন ছাত্রছাত্রী দীর্ঘ যাত্রা করে আজ ভোররাত তিনটে দশ মিনিটে গুয়াহাটি এসে পৌঁছেছেন। যাঁরা এসেছেন, এবং তাঁদের পরিবারবর্গের স্বাস্থ্য-সুরক্ষা নিশ্চিত করতে আগতদের ১৪ দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইনে রাখা হবে। তবে এই সব ছাত্র ও ছাত্রীকে প্রথমে পাঁচদিন কড়া তদারকির মধ্যে রাখা হবে সরুসজাইয়ের কোয়ারেন্টাইন সেন্টারেই। পরবর্তীতে তাঁদের শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে ডাক্তারদের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রাতিষ্ঠানিক অথবা হোম কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হবে, জানান মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব। তিনি জানান, ছাত্রছাত্রীদের সবাই ১৮ বছরের কম বয়সি।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, রাজস্থানের কোটায় অধ্যয়নরত অসমের ছাত্রছাত্রীর এই দল রাজ্যে ফিরেছে অসম সরকারের সহযোগিতায়। কামরূপ মহানগরের ডিএসপি পণজিৎ দুওয়ার নেতৃত্বে পুলিশের এক দল রাজস্থানের কোটায় গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে রাজস্থান সরকারের সহযোগিতায় তাঁদের অসমে নিয়ে আসতে ১৮টি যাত্রীবাহী বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

মন্ত্রী জানান, অসমের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে যে ১৮টি বাস আসছিল সেগুলোর যাত্রা-নিরীক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন আইপিএস আধিকারিক তথা অসমে করোনা কন্টোলের তত্ত্বাবধায়ক আনন্দ প্রকাশ তিওয়ারি। তাছাড়া, বাসের ৭,০০০ টাকা করে ভাড়া ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকরা বহন করেছেন বলেও জানান মন্ত্রী। তিনি জানান, রাজস্থান থেকে অসমে আসতে যে সব রাজ্য অতিক্রম করতে হয়েছে সেই সব রাজ্যের যাবতীয় অনুমতি ইত্যাদি নিতে অসম সরকার সহায়তা করেছে।

পালঘর কাণ্ডে সোচ্চার বিশ্ব হিন্দু পরিষদ

অযোধ্যা, ২৭ এপ্রিল (হি. স.): মহারাষ্ট্রের পালঘরে জুনা আখড়ার দুই সাধুকে নির্মমভাবে হত্যা করার প্রতিবাদে সোচ্চার হলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক সহ-সভাপতি এবং শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্রে মহাসচিব চম্পত রায়।

সোমবার বিকেলে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ফেসবুক লাইভ-এ দেওয়া ভাষণে চম্পত রায় জানিয়েছেন, জুনা আখড়ার দুই সাধুকে হত্যা করার প্রতিবাদ সর্বত্র হচ্ছে। ১৬ এপ্রিল হত্যাকাণ্ডটি হয়। অথচ এফআইআর দায়ের ২৮ এপ্রিলে হয়।এই বিষয় সরকারের এত নীরবতা কেন। এফআইআর দায়ের করতে এত সময় লাগাটা সন্দেহজনক। এফআইআর দায়ের হওয়ার পর যাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাদেরকে জামিন দিতে এক ব্যক্তি এসেছিলেন। একজন ব্যক্তি কি করে ১০০ জনের জামিনের আবেদন করতে পারেন। জুনা আখড়া সাধুদের স্মৃতি স্মরণে দেশবাসীকে মঙ্গলবার অর্থাৎ ২৮ এপ্রিল স্থানীয় প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়ার আর্জি জানান চম্পত রায়। ওই দিন বিকেলে প্রয়াত সাধুদের স্মরণে প্রদীপ জ্বালিয়ে উপবাস করে এবং ভজন করার আহ্বান করেন তিনি।

এদিন চম্পত রায় মনে করিয়ে দেন যে দুই সাধুকে হত্যা করা হয়েছে তারা জুনা আখড়ার সদস্য। এই জুনা আখড়ার আরাধ্য দেবতা হচ্ছে দত্তাত্রেয়।মহারাষ্ট্রের লোকেরা ভগবান দত্তাত্রেয় পুজো করে থাকেন। ফলে সাধুদের স্মরণে দত্তাত্রেয় একটি মন্দির অবিলম্বে নির্মাণ করতে হবে। তা হলে সাধুদের আত্মা শান্তি পাবে। মহারাষ্ট্র সরকার এবং দেশের অন্যান্য সরকারকে এটা দেখতে হবে যে আগামী দিনে এরকম নারকীয় ঘটনা যেন না ঘটে।

দুস্থদের খাদ্য সামগ্রী বিলি রোটারি ক্লাব করিমগঞ্জের

করিমগঞ্জ (অসম), ২৭ এপ্রিল (হি.স.) : লকডাউন শুরু হওয়ার পর থেকে রোটারি ক্লাব অব করিমগঞ্জ তাঁদের নিজস্ব তহবিল থেকে পরিস্থিতির শিকার অসহায় মানুষজনদের সাহায্য করছে। প্রতিদিনই ক্লাবের পক্ষ থেকে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের অসহায় দুস্থদের মুখে আহার তুলে দিচ্ছে রোটারি ক্লাব অব করিমগঞ্জ।

সোমবার করিমগঞ্জ শহর সংলগ্ন এওলাবাড়ি চা বাগানের প্রায় তিন শতাধিক শ্রমিকের হাতে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী তুলে দিয়েছেন রোটারি ক্লাব অব করিমগঞ্জের সদস্য। ক্লাবের পক্ষ থেকে এদিন উপস্থিত ছিলেন রোটারি ক্লাব অব করিমগঞ্জের সভানেত্রী রোটারিয়ান শর্মিষ্ঠা খাজাঞ্চি, প্রাক্তন সভাপতি রোটারিয়ান ডা. মানস দাস, সম্পাদক রোটারিয়ান আইনজীবী রাজীব দাস পুরকায়স্থ, রোটারিয়ান কাঞ্চন চৌধুরী, রোটারিয়ান বিরাজ নাথ, রোটারিয়ান জয় বসাক, রোটারিয়ান নন্দন দাস প্রমুখ।

রোটারি ক্লাব অব করিমগঞ্জের প্রাক্তন সভাপতি রোটারিয়ান ডা. মানস দাস জানান, এখন পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের প্রায় ১২ হাজার অসহায় দুস্থ লোকদের মধ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। লক ডাউন শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের এই প্রয়াস অব্যাহত থাকবে। লক ডাউনের ফলে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের অসহায় দুস্থ লোকেদের পাশে দাঁড়াতে পেরে নিজেদের ধন্য মনে করছেন রোটারি ক্লাব অব করিমগঞ্জের সকল রোটারিয়ানরা।

লকডাউনেও রাসতলা নূতনগঞ্জ এলাকায় যানজট

বাঁকুড়া, ২৭ এপ্রিল (হি. স.) : দেশ জুড়ে জারি হয়েছে লকডাউন।বাজারে ভীড় এড়াতে নানা নির্দেশ জারি হয়েছে, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, মুখে মাস্ক বা মুখ ঢেকে রাখা ইত্যাদি পালন করার পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ ছাড়া সমস্ত দোকান বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সরকারি ভাবে তা সত্বেও বাঁকুড়া শহরের রাসতলা, নূতনগঞ্জ এলাকায় ব্যাপক ভীড়, পাইকারী বাজার হিসাবে খ্যাত নূতনগঞ্জে সকাল থেকেই মানুষের ভীড়, লরি, ছোট গাড়িতে মালপত্র নিয়ে যাওয়ার ব্যস্ততা।

এই সুযোগে যে সব দোকান বন্ধ রাখার কথা সে সব দোকান ও খোলা, এসব দেখার সে রকম ব্যবস্থা নেই প্রশাসনের।সে কারনেই যানজট।-সকাল হলেই হাজির হচ্ছেন জেলার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ,

ছয়ের পাতায়

এবার করোনা আক্রান্ত রোগীর খোঁজ মিলেছে উত্তর ২৪ পরগনার অশোক নগরে

বারাসত, ২৭ এপ্রিল (হি. স.) : এবার করোনা আক্রান্ত রোগীর খোঁজ মিলেছে উত্তর ২৪ পরগনার অশোক নগরে। অশোক নগরে এক যুবকের দেহে মিললো করোনা ভাইরাস। উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগর থানা এলাকার পুটিয়া গ্রামে করোনা আক্রান্ত ওই রোগীর হদিশ মিলেছে। তাঁকে কলকাতায় বেলেঘাটা আই ডি হাসপাতালে পাঠানো হয়। কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে ওই পরিবারের সকল সদস্যকে ।

জানা গিয়েছে, আক্রান্ত রোগী কলকাতা বন্দরে চাকরি করতেন, অফিসের গাড়ি করে যাতায়াত করতেন তিনি। চলতি মাসের গত ২১ তারিখ থেকে তার জ্বর দেখা যায়, সঙ্গে সঙ্গে অশোকনগর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় তাকে। সেখানেই চিকিৎসাধীন ছিলেন ওই ব্যক্তি। শনিবার থেকে হঠাত করেই ওই যুবকের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। এরপরই লালারসের নমুনা পরীক্ষা করা হয় তাঁর। রবিবার অশোকনগর হাসপাতাল এর কাছে ওই যুবকের কোভিড ১৯ পরীক্ষার রিপোর্ট পজেটিভ আসে। তাঁকে কলকাতায় বেলেঘাটা আই ডি হাসপাতালে পাঠানো হয়। ওই পরিবারের সকল সদস্যকে ইতিমধ্যে কোয়ারেন্টাইন করার ব্যবস্থা করছে প্রশাসন। জানা গিয়েছে, করোনা আক্রান্ত ওই ব্যক্তি অশোকনগর হাসপাতালে জেনারেল ওয়ার্ডে ভর্তি ছিলেন বেশ কিছুদিন। ফলে যথেষ্ট চিন্তা বেড়েছে স্বাস্থ্যকর্মীদের। জেনারেল বেডে থাকাকালীন কার কার সঙ্গে ওই যুবক সংস্পর্শে এসেছে সেটাই এখন বড় প্রশ্নের।

লকডাউনে কেন্দ্রের নির্দেশিকা নিয়ে সরব মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল (হি. স.): লকডাউন সফল করতে কেন্দ্র গাইডলাইন মানতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু লকডাউন সফল করতে কেন্দ্র যা চাইছে আর যে পদক্ষেপ করছে, তার মধ্যে স্বচ্ছতা নেই।" সোমবার এভাবেই কেন্দ্রের নির্দেশিকা নিয়ে সরব হন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন সকালেই লকডাউন পরিস্থিতি নিয়ে মুখমন্ত্রীদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে বৈঠক হয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর।ওই বৈঠকের পরই সাংবাদিক সম্মেলন করে নবান্ন থেকে কেন্দ্রের নির্দেশিকা নিয়ে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "রাজ্যকে না জানিয়ে হঠাৎ হঠাৎ নির্দেশিকা জারি করছে কেন্দ্র। লকডাউন সফল করতে কেন্দ্র গাইডলাইন মানতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু লকডাউন সফল করতে কেন্দ্র যা চাইছে আর যে পদক্ষেপ করছে, তার মধ্যে স্বচ্ছতা নেই। লকডাউন করার সময় আলোচনা করা হয়নি"।

এরপরে দোকান খোলার প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন ,"বলছে লকডাউন কঠোর করতে হবে। অথচ সব দোকান খুলে দেওয়ার কথা বলছে। এবার আমি মানুষকে কীভাবে বলব, দোকানে যাবেন ন। দোকানদারদের কীভাবে বলব দোকান খুলবেন না। কোনও স্বচ্ছতা নেই। রাজ্যের সঙ্গে কিছুই আলোচনা করা হচ্ছে না।একবার বলছে লকডাউন মানতে হবে। আবার বলছে সব দোকান খুলতে হবে।দোকান খুলে রাস্তায় ভিড় বাড়বে লকডাউন ব্যর্থ হবে। লকডাউন আর সব খুলে দাও দুটো একসঙ্গে চলতে পারে না"।

২১ মে পর্যন্ত লকডাউন এর পক্ষপাতী রাজ্য : মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল (হি স): ২১ মে পর্যন্ত চলতে পারে লকডাউন। সোমবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে এমনই জানানপশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। করোনা মোকাবিলায় রাজ্য সরকারও ২১ মে পর্যন্ত লকডাউন জারি রাখতে চায় বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ।

সোমবার সকালেই লকডাউন পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে বৈঠক হয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। সেই বৈঠকের সূত্র ধরেই লকডাউন আরও বাড়তে পারে বলে মনে করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠকের পর থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, "লকডাউন আরও বাড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। অন্তত ওঁর শরীরী ভাষা দেখে তো তাই মনে হয়েছে।আমরা

ছয়ের পাতায়

করোনা মোকাবিলায় দৈনিক প্রায় ১৩০০০ প্রশ্নের উওর দিচ্ছে রেল

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল (হি. স.) : জাতীয় সরবরাহ ব্যবস্থাপনা সুনিশ্চিত করতে ভারতীয় রেল সবরকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।যাত্রী এবং সমস্ত বাণিজ্যিক গ্রাহক স্বার্থের দিকে তাকিয়ে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

করোনার কারণে প্রথম ও দ্বিতীয় দফার লকডাউনের সময় যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল আপাতত বন্ধ রয়েছে। তবে গ্রাহক এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থে রেলপথে পণ্যসামগ্রী সরবরাহ অব্যাহত রয়েছে। তাই লকডাউনের সময়ে মানুষের বিভিন্ন প্রশ্নের উওর দেওয়ার জন্য রেলের একটি ইউনিটের প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। সে দিকে লক্ষ্য রেখে, করোনা মোকাবিলায় ভারতীয় রেল জরুরী সেল তৈরি করেছে।

রেলওয়ের এই জরুরী সেল বিভিন্ন বিভাগ ও রেলওয়ে বোর্ডের প্রায় ৪০০ কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে নিয়ে গঠন করা হয়েছে। লকডাউন চলাকালীন, ভারতীয় রেলের হেল্পলাইন ১৩৯ এবং ১৩৮নম্বর , সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (বিশেষত ট্যুইটার), ইমেল ([illegible]) এবং সিপিজিআরএএমএস -এই পাঁচটি যোগাযোগ মাধ্যম থেকে পাওয়া প্রতিদিন প্রায় ১৩০০০ প্রশ্নের উওর দেওয়া হচ্ছে এবং অনুরোধ ও পরামর্শগুলি গ্রহণ করা হচ্ছে। এই সেলটি ২৪ ঘন্টায় কাজ করছে।

সূত্রের খবর, "লকডাউনের প্রথম চার সপ্তাহে রেলের হেল্পলাইন ১৩৯ নম্বরে আসা ২,৩০,০০০ এরও বেশি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। ১৩৮ এবং ১৩৯-নম্বরে আসা বেশির ভাগ প্রশ্নগুলি ট্রেন পরিষেবা শুরু করা, নিয়ম শিথিল এবং রিফান্ডের বিষয়ের ওপরে ছিল। একই সময়ে, রেলের হেল্পলাইন ১৩৮ নম্বরে ১,১০,০০০"র বেশি ফোন কল গ্রহণ করা হয়েছে। স্থানীয় ভাষায় পারদর্শী রেলওয়ে কর্মীদের দ্বারা এই ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করা হয়েছে এবং যথাযথ উওর দেওয়া হয়েছে।

লকডাউনের সময়ে, পার্সেল ভ্যানের মাধ্যমে চিকিৎসা সরঞ্জাম ও খাবারের মতো প্রয়োজনীয় সামগ্রী দ্রুত পরিবহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ভারতীয় রেলওয়ে জনসাধারণের কাছ থেকে সময় মতো প্রাপ্ত পরামর্শগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। যেসব মানুষ লকডাউনের জন্য জীবনদায়ী ওষুধ সংগ্রহ করতে পারেননি তাদের কাছে ঔষধ পৌঁছানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে রেল। একাধিক উপকৃত ব্যক্তি অনেক সময় ট্যুইটে তাঁদের অভিব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন।

করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য হাইপ্রেশার ভেন্টিলেটর নির্মাণ করল আমেরিকার গবেষণা সংস্থ নাসা

নিওইর্য়ক, ২৭ এপ্রিল (হি. স.) : করোনার আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য হাইপ্রেশার ভেন্টিলেটর তৈরি করে ফেলল আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা। মাত্র ৩৭ দিনের মধ্যেই আধুনিক ভেন্টিলেটররে তৈরি করে ফেলে সংস্থাটি। ইতিমধ্যেই নাসার তৈরি ভেন্টিলেটর কোভিড আক্রান্তদের চিকিৎসায় ব্যবহারও শুরু করে দিয়েছে মার্কিন প্রশাসন। তাতেও সাফল্যও মিলছে।

করোনার মারণ জীবাণু সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে আমেরিকার। সে দেশে মৃতের সংখ্যা ছড়িয়েছে ৫০ হাজার। আক্রান্ত প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ। মৃতের সংখ্যা হু হু করে বেড়ে যাওয়ার নেপথ্যে ভেন্টিলেটররের অভাবকেই দায়ী করেছেন বিশেষজ্ঞরা। এই অত্যন্ত জরুরি মেশিনটি পর্যাপ্ত সংখ্যায় থাকলে অনেক করোনা আক্রান্তকেই বাঁচানো যেত বলেই মনে করছেন তাঁরা। এহেন পরিস্থিতিতে মার্কিন প্রশাসনের পাশে দাঁড়িয়েছে নাসা।

নাসার 'জেট প্রোপালশন ল্যাবরেটরি'র (জেপিএল) ডিরেক্টর মাইকেল ওয়াটকিন্স বলেন, "আমারা মহাকাশ যান নির্মাণে দক্ষ। আমরা চিকিৎসা সরঞ্জাম তৈরি করি না। তবে উন্নত ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আমাদের দখল ও লাগাতার পরীক্ষা-নিরীক্ষা-সহ যে কোনও যন্ত্রের প্রোটটাইপ নির্মাণে আমাদের দক্ষতা এই কাজে আমাদের মদত করেছে। এহেন বিপর্যয়ে দেশের পাশে দাঁড়িয়ে চিকিৎসা সামগ্রী নির্মাণের গুরুত্ব আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা বুঝতে পেরেছেন। এবং এটাকে নিজের কর্তব্য বলেই মনে করছেন তাঁরা।"

ই-কমার্স দুনিয়ায় পা ফেলল জিও, মেসেজে করলেই গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে যাবে দরকারি পণ্য

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল (হি.স.): লকডাউনের জেরে গ্রাহকদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী ছাড়া কিছুই বিক্রি করতে পারছেন না ই-কমার্স সংস্থাগুলির। আর এই পরিস্থিতেই ই-কমার্স দুনিয়ায় পা ফেলল জিও। জানা যাচ্ছে, এবার থেকে হোয়াটস অ্যাপে মেসেজ করে দিলেই গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে যাবে দরকারি পণ্য।

সম্প্রতি ফেসবুকের মালিক মার্ক জুকারবার্গের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন রিলায়েন্স কর্তা মুকেশ আম্বানী। মূলত, ভারতের বাজার দখল করার জন্যই জিওর কিছুটা মালিকানা কিনেছেন ফেসবুক কর্তা। এরপরেই শোনা গিয়েছিল অনলাইন পেমেন্ট সার্ভিস চালু করতে পারে জিও। কিন্তু এরমাঝেই সকলকে চমকে দিয়ে লঞ্চ করা হয় জিও মার্ট।

জানা যাচ্ছে, আপাতত কয়েকটি শহরেই এটি চালু হচ্ছে, তবে খুব শীঘ্রই এই পরিষেবা জিওর ৪০ কোটি গ্রাহকদের জন্য শুরু হবে। অনলাইনে কেনাকাটার জন্য প্রথমে ৮৮৫০০০৮০০০ এই নম্বরটি সেভ করতে হবে। তারপর হোয়াটসঅ্যাপে আপনার কী কী লাগবে সেই লিস্ট লিখে পাঠাতে হবে। এরপর আপনার ফোনে একটি লিঙ্ক পাঠিয়ে দেওয়া হবে, সেখানে কোন কোন ব্র্যান্ডের কত পরিমান জিনিস লাগবে, সেই সব পছন্দ করে অর্ডার দিলেই আপনার বাড়ি সেই সামগ্রী লোকাল দোকান থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে মাথা ন্যারা হয়ে চাষের জমিতে প্রতিবাদে বিধায়করা

হুগলি, ২৭ এপ্রিল (হি.স.) : করোনার আবহে চলছে লকডাউন,এই লকডাউনের মধ্যেই করোনাকে কাবু করতে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে, আর এই সব পদক্ষেপের পাল্টায় প্রতিনয়ত দুই পক্ষের মধ্যে চলছে নানা বিরোধীতা ও বাকযুদ্ধ। কখনও রাজ্য সরকারের রেশন দুর্নীতি আবার কখনও কেন্দ্রীয় সরকারে নানা কর্মসূচির বিরোধিতায় সরব হয়েছে রাজ্য সরকার। পাল্টা তার পাল্টা তেই এখন সরগরম রাজ্য রাজনীতি। এবার মাথা ন্যাড়া করে প্রতিকি প্রতিবাদে বসলেন বিধায়ক।রিতিমত

মাথা ন্যারা হয়ে চাষের জমিতে বসে প্রতীকি প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গ কৃষাণ ক্ষেতমজদুর তৃনমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি তথা হরিপালের বিধায়ক বেচারাম মান্না।হুগলির সিঙ্গুরে রতনপুর গ্রামের চাষের জমিতে বিধায়কের পাশাপাশি আরও দুইজন কৃষকও এই প্রতীকি প্রতিবাদে সামিল হয়।প্রতিবাদে বসা বিধায়কের অভিযোগ বর্তমান কোরোনা পরিস্থিতিতে এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাস্তায় নেমে যেভাবে মানুষকে সচেতন করার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকল্প ঘোষণা করছেন, সেখানে দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে রাজ্যের বিজেপি ও কেন্দ্রের প্রতিনিধি দল প্রতিটি পদক্ষেপে রাজ্যের সাথে অসহযোগিতা করছে।সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে ভালো কাজ গুলিকে মিথ্যাচার করছে রাজ্যসরকারের দেশের কৃষকদের জন্য আর্থিক কোনও প্যাকেজ ঘোষণা করা হচ্ছে না, পরিযায়ী শ্রমিকদের কোন কথা শোনা হচ্ছে না, তাই এরই প্রতিবাদে এই কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন কৃষকদের নিয়ে ক্ষেতমজদুর তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি।হিন্দুস্থান সমাচার /শমিত

সামাজিক দূরত্ব লঙ্ঘন করে ভীড়, প্রচেষ্টা ফর্ম বিলি বন্ধ বড়জোড়ায়

বাঁকুড়া, ২৭ এপ্রিল (হি. স.) : প্রচেষ্টা ফর্ম তোলার জন্য সোমবার ব্যাপক ভীড় জমে বাঁকুড়ার বড়জোড়ার বিডিও অফিসের সামনে।এত মানুষ হাজির হন ফর্ম তোলার জন্য যে লকডাউনের নির্দেশ লঙ্ঘিত হতে থাকে।লম্বা লাইনে সামাজিক দূরত্ব লঙ্ঘন করেই প্রত্যাশীরা অপেক্ষা করতে থাকে।পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে পৌঁছায় কিন্তু পরিস্থিতি আয়ত্বের বাইরে চলে যেতে পারে অনুমান করে ফর্ম বিলি কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়।এই ঘটনায় রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষ থেকে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

বিজেপির যুব নেতা সোমনাথ কর ফর্ম বিলিতে সোশ্যাল ডিসটেন্স মানা হচ্ছিল না যা উদ্বেগের বিষয়।তৃণমূল কংগ্রেসের বড়জোড়া ব্লকের সভাপতি অলোক মুখার্জি বলেন করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় লকডাউনের জেরে কাজ হারানো মানুষের জন্য প্রচেষ্টা কর্মসূচীতে এক হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়।এদিন বিডিও অফিসে সেই ফর্ম বিলির সময় বহু মানুষ হাজির হন, তাদের লম্বা লাইনে সামাজিক দূরত্ব মানা হচ্ছিল না দেখে ফর্ম বিলি বন্ধ রাখতে হয়। বড়জোড়ার বিডিও ভাস্কর রায় বলেন প্রচেষ্টা ফর্ম দেওয়া শুরু হতেই লম্বা লাইন পড়ে যায়, সামাজিক দূরত্ব লঙ্ঘন হওয়ায় জেলা প্রশাসনের নির্দেশে ফর্ম বিলি বন্ধ রাখা হয়।পরবর্তী নির্দেশ এলে পুনরায় ফর্ম বিলি করা হবে।

লকডাউন : পাথারকান্দিতে খাদ্যসামগ্রী বিলি অব্যাহত প্রাক্তন বিধায়ক মণিলালের

পাথারকান্দি (অসম), ২৭ এপ্রিল (হি.স.) : কোভিড ১৯ নোভেল করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় চলমান লকডাউনের জেরে গরিবদের অবস্থা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় আর্তজনদের সাময়িক স্বস্তি দিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বেসরকারি সংস্থা তথা ব্যক্তিগতভাবে অনেকে সামর্থ অনুযায়ী এগিয়ে এসেছেন। এভাবে দুস্থ মানুষজনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন পাথারকান্দির প্রাক্তন বিধায়ক মণিলাল গোয়ালাও।

গত কয়েকদিন ধরে তাঁর নির্বাচনী এলাকার বিভিন্ন স্থানে গিয়ে অসহায় জনগণের মধ্যে ত্রাণ বন্টন করে চলছেন প্রাক্তন বিধায়ক মণিলাল গোয়ালা। কংগ্রেসের পরশুরাম কানু, বিশ্বজিৎ গোয়ালা, নাসির উদ্দিন. সীতাংশু দে প্রমুখদের সঙ্গে নিয়ে পাথারকান্দির ২০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই শতাধিক ওয়ার্ডের ক্ষুধার্ত মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে নিজের হাতে খাদ্য সামগ্রী বন্টন করে চলছেন প্রাক্তন বিধায়ক। জানা গেছে, এ পর্যন্ত তাঁরা এলাকার প্রায় তিন হাজার পরিবারের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দিয়েছেন।

কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা প্রাক্তন বিধায়ক মণিলাল গোয়ালার সঙ্গে এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, দুর্যোগের সময় সরকারকে জনগণের জন্য আরও বেশি চিন্তা ভাবনা করতে হবে। অনেকের রেশন কার্ড নেই। তাঁদের জন্য খাদ্য সামগ্রীর ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যাংক অ্যাকাউন্টে যাঁদের সরকারি অনুদান ঢুকেনি তাঁদের নামের

ছয়ের পাতায়

রাজ্যে করোনা আক্রান্ত ৫০৪, মৃত ২০ : মুখ্যসচিব

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল (হি স):সারা দেশের সঙ্গে করোনা আতঙ্কে ভুগছে পশ্চিমবঙ্গও। এরই মাঝে রাজ্যে ফের বাড়ল করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। সোমবার রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াল ৫০৪।সোমবার নবান্ন থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই জানালেন মুখ্যসচিব রাজীব সিনহা।

গতকাল পর্যন্ত রাজ্যে সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৪৬১ জন। তবে ,সোমবার রাজ্যের করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৫০৪।এদিন সাংবাদিক সম্মেলন মুখ্য সচিব জানান,”গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আক্রান্ত ৪৭ জন।এখনও পর্যন্ত মারা গেছেন ২০ জন”।

পাশাপাশি গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়ে ছাড়া পেয়েছেন ৪ জন।মোট সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ১০৯ জন।মোট স্যাম্পেল টেস্ট হয়েছে ১২ হাজার ৪৩টি।১১৫০টি শুধু গতকাল টেস্ট হয়েছে।সরকারি কোয়ারেন্টাইনে আছেন ৫৪৪৭ জন। তাছাড়াও হোম কোয়ারেন্টাইনে আছেন ১৮ হাজার ৬২৯ জন।

স্কুল অফ ট্রপিক্যালে নতুন করে করোনা আক্রান্ত দুই

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল (হি.স.) : করোনা হানা পিছু ছাড়ছে না কলকাতার।ক্রমাগত বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা।আতঙ্কের মাঝে ফের আতঙ্ক। এবার স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের দুই আয়ার শরীরেও মিলল করোনা সংক্রমণ। তাদের ভর্তি করা হয়েছে এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, কিছুদিন আগে অসুস্থ হয়ে পড়েন স্কুল অফ ট্রপিক্যালের ওই দু'জন আয়া। এরপর তাদের নমুনা পরীক্ষা করতে পাঠানো হলে সেই রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এরপরে আক্রান্ত দু'জনকে এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে হাসপাতাল জীবাণুমুক্তকরণ এর কাজ। উল্লেখ্য, স্কুল অফ ট্রপিক্যালে দুই আয়ার আগে আরও তিনজনের শরীরে করোনা সংক্রমণের হদিশ মেলে। তাঁদের মধ্যে একজন স্টোর কিপার কাম ফার্মাসিস্ট। এছাড়াও দু'জন ছিলেন গ্রুপ ডি কর্মী। তাঁরাও বর্তমানে চিকিৎসাধীন।

অত্যাবশ্যকীয় নয় এমন পণ্যও হোম ডেলিভারি করা যাবে চালু রাজ্য সরকারের

কলকাতা,২৭ এপ্রিল (হি স): করোনা আতঙ্কে লকডাউন চলছে দেশ থেকে শহর জুড়ে। কিন্তু লকডাউনে মিলছে জরুরী পরিষেবা। তবে, এতদিন হোম ডেলিভারির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র অত্যাবশ্যকীয় পণ্য হোম ডেলিভারির ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছিল। তবে এবার নন-এসেনশিয়াল সার্ভিসেও হোম ডেলিভারির ক্ষেত্রে ছাড় দিচ্ছে রাজ্য সরকার। সোমবার নবান্নে সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ” হোম ডেলিভারির মতো জরুরি পরিষেবা বন্ধ না করতে। রাজ্যে অনেক বয়স্ক মানুষ হোম ডেলিভারির ওপর নির্ভর করেন। এবার যেহেতু একমাসের বেশি সময় সাধারণ মানুষ ঘরে বন্দি হয়ে আছেন। তাঁদের যেকোনও কিছুই দরকার পড়তে পারে। যেমন কোনও ইলেকট্রনিক জিনিসও দরকার হতে পারে। সেই জন্য জরুরি নয় এমন জিনিসের হোম ডেলিভারিতেও এবার থেকে ছাড় দেওয়া হল। ফলে অনলাইনে যদি কেউ কিছু কিনতে চান, তাহলে কিনতে পারেন। কেউ ফোনে দোকান থেকে কিছু আনতে চাইলে আপনি বাড়িতে সেই জিনিস আনতে পারেন”।

বিধায়ক মণিলালের

পাচের পাতার পর

তালিকা তৈরি করে তাঁরা যাতে সরকারি সুবিধা পেতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে হবে। গোয়ালা জানান, তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে এখন পর্যন্ত তিন হাজার মানুষের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বণ্টন করেছেন তিনি। আগামী কয়োকদিনে আরও তিন হাজার পরিবারকে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেবেন প্রাক্তন বিধায়ক মিতভাষী কংগ্রেস নেতা মণিলাল গোয়ালা।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

করোনা নিয়ন্ত্রণে আইসিএমআরের নির্দেশিকা মানার দাবি এসডিএফেব

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল (হি. স.) : করোনা নিয়ন্ত্রণে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল রিসার্চ ইন্সটিট্যুট (আইসিএমআর)-এর নির্দেশিকা মেনে চলার দাবি জানাল সার্ভিস ডক্টরস ফোরাম (এসডিএফ)।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ডা:সজল বিশ্বাস সোমবার বলেন, “মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে করোনা পজেটিভ রোগীদের জন্যও হোম কোয়ারেন্টাইনের সুপারিশ করেছেন তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। দীর্ঘদিন ধরে করোনা নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী ভূমিকা পালন না করার ফলে রাজ্যে করোনা আজ ভয়াবহ রূপ ধারন করেছে। করোনা কার্যত গোষ্ঠী সংক্রমনের পর্যায়ে চলে গেছে।“

সজলবাবুর বক্তব্য, “এর উপরে করোনা পজিটিভ রোগীদের বাড়িতে কোয়ারেন্টাইনে থাকার পরামর্শ দিলে তা হবে ভয়ঙ্কর তম। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং জানাচ্ছি।“ উল্লেখ করা যেতে পারে, মঙ্গলবার এসডিএফ চিকিৎসকদের দাবি দিবস পালনের ডাক দিয়েছে। প্রয়াত চিকিৎসক বিপ্লব দাশগুপ্তর পরিবারকে ক্ষতিপূরণ, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রত্যেককে উপযুক্ত পোষাক ও সরঞ্জাম বিলি, করোনায় মৃত্যুর স্বচ্ছ শংসাপত্র ও বিভিন্ন রকম পরীক্ষার মাধ্যমে করোনা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা প্রভৃতির দাবিতে এই দিবস পালনের ডাক।

চাইলে বাড়িতে চলতে পারে করোনার চিকিৎসা : মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা,২৭ এপ্রিল (হি স):ক্রমাগত বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। তবে, এবার করোনা আক্রান্তরা বাড়িতেই থাকতে পারে কোয়ারেন্টাইনে। সোমবার নবান্ন থেকে সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে এমনটাই নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ”হোম কোয়ারেন্টাইন সবচেয়ে আদর্শ।কেউ চাইলে বাড়ি থেকে চিকিৎসা করাতে পারেন।লক্ষ লক্ষ মানুষকে কোয়ারান্টাইন করা যায় না। একটা সীমাবদ্ধতা আছে।চাইলে টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে বাড়িতে চিকিৎসা করাতে পারেন।আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যাঁর থাকার জায়গা আছে, ঘর আছে, তাঁর করোনা হলে তিনি নিজের বাড়িতেই আইসোলেটেড থাকতে পারেন। ঘরে থাকলে নিজের মতো ভাল থাকতে পারবেন। সারা পৃথিবীতে এমনটাই চলছে। তবে জায়গা না থাকলে, একটা ঘরে ১০ জন থাকলে, তাদের জন্য সরকার ব্যবস্থা করবে। সবার জন্য করতে পারে না সরকার। বাড়িতে থাকলে কী কী মেনে চলা দরকার, তার একটা গাইডলাই দিয়ে দেব”।

মাল ব্লকে দেখা মিলল লেপার্ড ক্যাটের, আতঙ্ক এলাকায়

মালবাজার, ২৭ এপ্রিল (হি. স.) : জলপাইগুড়ির মাল ব্লকের কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের কান্তদিঘি কুমার পাড়ায় দেখা মিলল লেপার্ড ক্যাটের। সোমবার লেপার্ড ক্যাটটি দেখতে পান স্থানীয়রা। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়

জানা গিয়েছে, জনতার ভিড়ে আতঙ্কিত লেপার্ড ক্যাটটি বাঁশঝাড়ের মাথায় উঠে পড়ে। পরে অবশ্য লেপার্ড ক্যাটটি নিচে নেমে পাশের চা বাগানে চলে যায়। খবর পেয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে পরিবেশপ্রেমী সংগঠন স্পোরের কুইক রেসপন্স টিম ঘটনাস্থলে যায়। তারাই প্রাথমিক পর্যায়ে বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি সামাল দেন। এছাড়াও খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের আওতাধীন মালবাজার স্কোয়াড। খবর পেয়েই স্কোয়াডের আধিকারিক ও কর্মীরাও ঘটনাস্থলে যান।’ স্কোয়াডের বীট অফিসার রাজকুমার শাউয়ের নেতৃত্বে বনকর্মীরা গিয়ে এলাকাটি ঘিরে ফেলেন।

এলাকায় যানজট

পাচের পাতার পর

চাল, ডাল, চিনি, তেল, সহ নানা খাদ্যসামগ্রী কেনা বেচা চলছে। বাজারে চাহিদা লক্ষ্য করে বেশ কিছু ব্যবসায়ী মালপত্রের দাম চড়িয়ে দিয়েছেন, কেউ বা মাল মজুত করে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে চড়া দাম হাঁকছে।এদিকে ও নজর নেই জেলা প্রশাসনের এমনই অভিযোগ।

মুখ্যমন্ত্রী

পাচের পাতার পর

লকডাউনের পক্ষে।কিন্তু লকডাউন কতদিন পর্যন্ত চলবে তা আমরা বুঝতে পারছি না।আমরা আজকাল অপেক্ষা করবো। পরশু সিদ্ধান্ত জানাবো।রাজ্যে ক্রমেই বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। এই পরিস্থিতিতে একসঙ্গে লকডাউন না তুলে ধাপে ধাপে লকডাউন তোলার পক্ষে মত দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরাও।আমরা ২১ মে পর্যন্ত সাবধানে চলতে চাই। স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় যেমন এখন বন্ধ আছে তেমনই থাকবে”। এরপরে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগের সুরে বলেন , ”রাজ্য সরকারকে নিয়ে কোন প্রশংসা হয় না। কিন্তু খারাপ হলে প্রথমেই তার নাম যায়”।

দাবি চম্পত রায়ের

তিনের পাতার পর

পাশ্চাত্যের দেশগুলো। তাইতো এমন পরিস্থিতিতেও তারা অর্থনৈতিক গতিবিধি চালিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের দেশ হওয়া সত্ত্বেও ভারত অর্থ থেকে জীবনকে বেশি মূল্যবান মনে করেছে। সেই কারণেই সময়মতো সর্তকতা অবলম্বন করেছে এ দেশের প্রশাসন। এটাই দুই সভ্যতার মধ্যে ফারাক গড়ে দিয়েছে।আমেরিকা বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল বলেই সেখানে করোনায় মৃতের সংখ্যা ৫০ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে। ভারতে এরকম ঘটনা ঘটলে তা ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারতো।কিন্তু সঠিক সময় প্রশাসন সদর্থক ভূমিকা পালন করায় বড় অঘটন এড়ানো গিয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে বর্তমানে ভারতে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ২৮ হাজারের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে.মৃতের সংখ্যা ৮৫০ ছাড়িয়ে গিয়েছে।

পাঠানো হয়েছে কোয়ারেন্টাইনে

তিনের পাতার পর

পাঁচজন যথাক্রমে মহেশ্বর বিশ্বাস, হিরো বৈশ্য, উদয় বৈশ্য এবং প্রভাত বকশি বাকসা জেলার কাউলি এলাকার বাসিন্দা।

এদিকে, করোনা-আক্রান্ত ভুটান থেকে দশ শ্রমিক অসমে আসায় এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। আতঙ্কিত স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে রাত দশটা নাগাদ ঘটনাস্থলে গিয়ে হাজির হন তামুলপুর থানার ওসি অসীম বরা এবং কুমারিকাটা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ নিপন গগৈ। তাঁদের তৎপরতায় চিকিৎসা কর্মীর এক দল গিয়ে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছে। পরবর্তীতে ১০৮ নম্বর জরুরি পরিষেবার গাড়ি করে নিয়ে তাদের সকলকে নাগ্রিজুলি আদর্শ হাসপাতালের কোয়ারেন্টাইনে রেখে দিয়েছেন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা।

নাগ্রিজুলি আদর্শ হাসপাতালের ইনচার্জ ডা. মনোহর দাস জানান, রাত প্রায় ১০টা নাগাদ ভুটান থেকে আগত দশ শ্রমিককে কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে। অনাহারী শ্রমিকরা পাহাড় অতিক্রম করে দীর্ঘ পথে পায়ে হেঁটে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছেন। তাঁদের প্রত্যেককে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করে আহারও দেওয়া হয়েছে। এঁদের সকলেই সুস্থ বলে জানিয়েছেন ডা. মনোহর দাস।

চোপড়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যুবকের মৃত্যু, চাঞ্চল্য এলাকায়

চোপড়া, ২৭ এপ্রিল (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া থানার দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের টেপাগাঁও গ্রামে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। সোমবার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

জানা গেছে, মৃতের নাম সাকিমুল ইসলাম (২৮)। এদিন নিজের বাড়িতেই বিদ্যুতের কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন সাকিমুল। আশঙ্কাজনক অবস্থায় সাকিমুলকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলেও তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। ময়নাতদন্তের জন্য দেহটিকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ। ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

করোনা সংক্রমণে রোগী ভর্তি বন্ধ মারোয়াড়ি রিলিফ সোসাইটি হাসপাতালে

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল (হি. স.) : লকডাউনের মধ্যেই কলকাতার আরও একটি হাসপাতালে নতুন করে রোগী ভর্তি নেওয়া বন্ধ হয়ে গেল।

সরকারি ভাবে রাজ্য সরকার বা স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে এই বন্ধের কারণ হিসাবে কিছু জানান হয়নি। এমনকি ওই হাসপাতালের তরফেও এই বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের কাছে কেউ মুখ খোলেননি। তবে বেসরকারি সূত্র মারফত জানা গিয়েছে কলকাতার চিৎপুর এলাকার মারোয়াড়ি রিলিফ সোসাইটি হাসপাতালের এক নার্স ও এক স্বাস্থ্যকর্মীর করোনা টেস্টের রিপোর্ট পজিটিভ আসায় ওই হাসপাতালে রোগী ভর্তি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

বেসরকারি সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, ক'দিন আগে মারোয়াড়ি রিলিফ সোসাইটি হাসপাতালের এক নার্স এবং এক স্বাস্থ্যকর্মীর মধ্যে করোনার কিছু উপসর্গ দেখা দিয়েছিল। সেদিনই তাঁদের রাজারহাটের কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে পাঠানো হয়। রবিবার সকালে তাঁদের রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এর পরই ওই হাসপাতালের ১৫জন নার্স, চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীকে সেখানেই কোয়ারেন্টাইনে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কারন এঁরা ওই দুই জনের সংস্পর্শে এসেছিলেন। জানা গিয়েছে, এখন ওই হাসপাতালে চার-পাঁচজন রোগী ভর্তি রয়েছেন। তাঁরা ছাড়া নতুন করে আর কোনও রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি নেওয়া হচ্ছে না।

আজ এসডিএফ-এর ডাকে রাজ্য জুড়ে দাবি দিবস পালনের আহ্বান

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল (হি. স.) : রাজ্যে বতর্মানে করোনা পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। বিভিন্ন দাবির ভিত্তিতে মঙ্গলবার দাবি দিবসের ডাক দিয়েছে সার্ভিস ডক্টরস ফোরাম (এসডিএফ)।

সরকার যেভাবে করোনা এবং তার কারনে মৃত্যুর সংখ্যায় কারচুপি করছে, ডাক্তারদের কাজের উপর অন্যায় হস্তক্ষেপ করছে, তাতে পরিস্থিতি আরো জটিল হচ্ছে। এসডিএফ-এর সাধারণ সম্পাদক ডা: সজল বিশ্বাস এ কথা জানিয়ে বলেন, “আমরা এব্যপারে সরকারের কাছে বহুবার দাবি জানিয়েছি তারা প্রতিশ্রুতি দিলেও কাজের কাজ কিছু হয়নি। তাই আমরা এই প্রতিবাদ দিবসের ডাক দিয়েছি।”

বৈঠক শিক্ষামন্ত্রীর

আটের পাতার পর

শিক্ষা আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মিড-ডে-মিলের টাকা যেন যথা সময়ে স্কুল গুলিতে পৌছায়।

প্রয়োজনে এডিসি-তে থাকা অতিরিক্ত শিক্ষকদের নিয়ে আসা হবে। বৈঠকে গৃহীত কাজগুলি আগামি ৩০ এপ্রিলের মধ্যে সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুর ২ টায় কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে দেশের সকল রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রীদের ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। বৈঠকে আলোচ্য বিষয় নিয়েও এইদিন সংবাদ প্রতিনিধিদের অবগত করেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ।

পণ্যবোঝাই ট্রাক

আটের পাতার পর

বেনাপোল সিএন্ডএফ এজেন্টস এসোসিয়েশনের সভাপতি মফিজুর রহমান সজন বলেন, ভারত থেকে যদি আমাদের ট্রাকগুলো বন্দরে ঢোকানোর ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে ব্যবসায়ীরা আর্থিকভাবে কম ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। অধিকাংশ আমদানিকারক ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে পণ্য আমদানি করেছেন। সময় মতো পণ্য খালাশ করতে না পারায় তারা বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়েছেন। এ কারণে অনেকের ব্যবসা গুটিয়ে নিতে হতে পারে।আটকে থাকা পণ্য খালাসের জন্য ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে, তারা বারবার আশ্বাস দিলেও কোনো ব্যবস্থা করেনি, যোগ করেন তিনি।

ভারত-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের পরিচালক মতিয়ার রহমান জানান, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার দুদেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য চালু রাখার নির্দেশনা দিলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার তা আমলে নিচ্ছে না। দুদেশের ট্রাক চালকদের করোনা পরীক্ষা করে বন্দরে চালকদের পণ্য খালাশের অনুমতি দেওয়া হলে করোনার কোনো ঝুঁকি থাকবে না। বেনাপোল স্থলবন্দর ডেপুটি ডাইরেক্টর মামুন তরফদার জানান, ভারতের কমিটমেন্ট ছিল আমদানি-রপ্তানি দ্রুত চালু করে ট্রাক প্রবেশের পর তা দ্রুত খালাসের ব্যবস্থা করা। কিন্তু, তারা কোনো কথাই রাখেনি।বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে ভারতের সঙ্গে ৪০ হাজার কোটি টাকার বাণিজ্য হয়ে থাকে। যা থেকে সরকারের রাজস্ব আসে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা।

বেনাপোল কাস্টমস কমিশনার বেলাল হোসাইন চৌধুরী জানান, করোনার কারণে সাধারণ ছুটি ঘোষণার পরেও বেনাপোল কাস্টমস হাউস ও বন্দর খোলা রাখা হয়েছে। মাঝে মাঝে বন্দর থেকে কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য খালাশ করা হয়েছে। আমদানি-রপ্তানি চাল করতে ভারতের কাস্টমস কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও অনেকবার কথা হয়েছে।

ভয়ে থাকেন রাহুল

সাতের পাতার পর

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ধোনির (৮২৯) চেয়ে বেশি ডিসমিসাল আছে কেবল মার্ক বাউচার (৯৯৮) ও অ্যাডাম গিলক্রিস্টের (৯০৫)।

২০১৯ সালের বিশ্বকাপের পর থেকে ধোনি জাতীয় দলের বাইরে। তার জায়গায় কয়েকজন কিপার-ব্যাটসম্যানকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখছে ভারত। এদের একজন রাহুল।

পাঁচটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে কিপার হিসেবে খেলেছেন রাহুল। সবই চলতি বছরে। উইকেটের পেছনে দাঁড়িয়ে বুঝেছেন ধোনির জায়গায় খেলা কতটা কঠিন। স্টার স্পোর্টসের একটি আয়োজনে বলছিলেন সেই অভিজ্ঞতার কথা।

“ভারতের হয়ে কিপিং করার সময় ভয়ে থাকি। কারণ, দর্শকদের চাপ। বল ঠিকঠাক মত ধরতে না পারলে লোকে মনে করে, ধোনির জায়গা এই ছেলে নিতে পারবে না। মানুষের গ্রহণ করে নেওয়ার ব্যাপারটাও যুক্ত বলে উইকেটের পেছনে ধোনির মত একজন কিংবদন্তি উইকেট-কিপারের জায়গা নেওয়া খুব চাপের।”

ভারতীয় দলে অনিয়মিত হলেও ঘরোয়া ক্রিকেটে নিয়মিত কিপিং করেন রাহুল। তাই জাতীয় দলের প্রয়োজনে যেকোনো সময় উইকেটের পেছনে দাঁড়াতে প্রস্তুত তিনি।

“যারা ক্রিকেটের খোঁজ-খবর রাখে তারা জানে, আমি খুব বেশি উইকেট-কিপিংয়ের বাইরে থাকি না। আইপিএল ও যখনই কর্নাটকার হয়ে খেলি, আমি এই দায়িত্বে থাকি। সবসময়ই কিপিং করে আসছি।”

নতুন প্রধান বিচারপতি পেল ওডিশা হাইকোর্ট

ভুবনেশ্বর, ২৭ এপ্রিল (হি.স.): নতুন প্রধান বিচারপতি পেল ওডিশা হাইকোর্ট। সোমবার সকালে ওডিশা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নিয়েছেন মেঘালয় হাইকোর্টের বিদায়ী প্রধান বিচারপতি মহম্মদ রফিক। এদিন সকালে ভুবনেশ্বরের লোকসেবা ভবনে (কনভেনশন হল) আয়োজিত শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে, ওডিশা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে বিচারপতি মহম্মদ রফিককে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন ওডিশার রাজ্যপাল অধ্যাপক গনেশি লাল। করোনাভাইরাস-সতর্কতায় শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের সময় রাজ্যপাল এবং প্রধান বিচারপতি মহম্মদ রফিকের মুখে মাস্ক দেখা যায়।

ত্রিপুরা

● প্রথম পাতার পর

পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্যের সকল অংশের মানুষ যেভাবে সাড়া দিয়েছেন এজন্য তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানান।

এদিকে, লকডাউনের পরবর্তী পর্যায়ে অর্থাৎ ৩ মে এর পরে রাজ্যে করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের পদক্ষেপ সম্পর্কেও অতিরিক্ত মুখ্যসচিব আলোকপাত করেছেন। এ সম্পর্কিত বিষয়ে আজ প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও বৈঠকে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অংশ নিয়েছেন বলে তিনি জানিয়েছেন। অতিরিক্ত মুখ্যসচিব বলেন, বর্তমানে পরিস্থিতি পরিস্থিতি ভাল অবস্থানে রয়েছে। তথাপি রাজ্য সরকার অবশ্যই সর্তকতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সামাজিক দূরত্ব যেমন বজায় রাখতে হবে, তেমনি সকলের জন্য মাস্ক ব্যবহার করার দিকটিও দেখতে হবে। তাঁর দাবি, করোনা সংক্রান্ত পরিস্থিতি মোকাবিলায় সকল অংশের মানুষকে দায়িত্ব নিতে হবে। তিনি বলেন, বর্তমানে ত্রিপুরা করোনা মুক্ত। করোনা সংক্রমণের ভিত্তিতে রেড, অরেঞ্জ এবং গ্রিণ জোনে ভাগ করলে ত্রিপুরা গ্রিণ জোনেই পড়বে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

পরীক্ষা করে ওষুধ দিয়েছিলেন। কিন্তু, দুপুর দেড়টা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত তাকে কোন ওষুধ দেওয়া হয়নি। সময় মতো ওষুধ দেওয়া হলে তিনি বেঁচে যেতেন, আক্ষেপ করে বলেন তিনি।

বিজয়বাবু আরও বলেন, চাকুরীচ্যুত শিক্ষকদের জীবনে ঘোর অন্ধকার নেমে এসছে। তার মধ্যে চিকিৎসায় গাফিলতির জন্য একজন-র অল্প বয়সে মৃত্যু হয়েছে। এই অন্যায় কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। তিনি বলেন, চিকিৎসায় গাফিলতির সুষ্ঠ তদন্তের জন্য জিবি হাসপাতাল সুপারের কাছে দাবি জানিয়েছি। তিনি বিষয়টি দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

বরবধূ

● প্রথম পাতার পর

ডাউনের শর্ত রেখে অনুমতি দিয়েছেন উদয়পুর মহকুমাশাসক। তাঁর কথায়, সামাজিক দূরত্ব বজায়, মাস্ক পরা, সর্বোচ্চ ২০ জনের উপস্থিতি এবং গাড়িতে যাতায়াতের ক্ষেত্রে চালক সহ একজন, ওইসব নিয়ম পালন করেছি আমরা। তিনি বলেন, বিয়েতে কেনাকাটায় ভীষণ অসুবিধা হয়েছে। তাছাড়া, মহা ধূমধামে বিয়ের আয়োজন করা সম্ভব হয়নি।

শুধু তা-ই নয়, দুই পরিবারের কয়েকজন সদস্য তাঁদের বিয়েতে অংশ নিয়েছেন। সানির কথায়, লকডাউন সমাপ্ত হলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর ফের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

সহায়তার

● প্রথম পাতার পর

খাদ্য সামগ্রী মিলছে। তাতে কেউ না খেয়ে নেই। কিন্তু রোজগার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অর্থের অভাবে নানা সমস্যার মুখে পড়ছেন শ্রমিকরা।

তাঁর মতে, খাদ্য সামগ্রীর পাশাপাশি সামান্য আর্থিক সহায়তা মিললে মোটর শ্রমিকদের উপকার হতো। তাই, মুখ্য শ্রম আধিকারিকের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই আর্জি জানাতে এসেছি, বলেন তিনি। তাঁর বিশ্বাস, অতীতে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী নানাভাবে শ্রমিককুলের সহায়তা করেছেন। এবারও তিনি আমাদের ফিরিয়ে দেবেন না বলেই আমরা মনে করি।

কড়াকড়ি

● প্রথম পাতার পর

এদিন ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে কথা বলেন পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, রাজস্থান, ত্রিপুরা, মধ্যপ্রদেশ-সহ ভারতের প্রতিটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা। উল্লেখ্য, করোনা পরিস্থিতি ও লকডাউন নিয়ে এর আগেও মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এর আগে গত শনিবার বিভিন্ন রাজ্যের প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সচিব রাজীব গৌবা। সেখানে রাজ্যগুলির মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিব ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুলিশ কর্তা ও জেলা আধিকারিকরা।

আগরতলায়

● প্রথম পাতার পর

শুধু গাড়ির ভেতর থেকে অত্যধিক সুরক্ষা বেষ্টনির মধ্যে নমুনা সংগ্রহ করছেন। এদিন তিনি আরও বলেন, বিভিন্ন মানুষের নমুনা সংগ্রহ আগেও হয়েছে। কিন্ত, এখন ইনফ্লুয়েঞ্জাজনিত রোগের লক্ষণ দেখা গেলেই পরীক্ষা করা হচ্ছে।

বৈঠক

● প্রথম পাতার পর

এই বৈঠকে যাতে অংশ নেন তাব জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সর্ব দলীয় বৈঠক থেকে প্রাপ্ত মতামত গুলি সরকার পরবর্তী সময়ে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ জানান, সচিবালয়ের ২ নং কনফারেন্স হলের আসন সংখ্যা ষাট। কিন্তু, সামাজিক দূরত্বের বিষয়টি মাথায় রেখে যতটা সম্ভব কম সংখ্যক লোকজনই বৈঠকে আমন্ত্রীত।

স্বাস্থ্য মন্ত্রক

আটের পাতার পর

জম্মু-কাশ্মীরে ৫২৩ জন, ঝাড়খণ্ডে ৮২ জন, কেরলে ৪৫৮, কর্ণাটকে সংক্রমিত ৫০৩ জন, লাদাখে ২০ জন, মধ্যপ্রদেশে ২০৯৬ জন, মণিপুরে দু”জন (উইয়েই সুস্থ), মেঘালয় ১২ জন, মিজোরামে একজন, ওড়িশায় ১০৩ জন, পুদুচেরিতে ৭ জন, পঞ্জাবে ৩১৩ জন, রাজস্থানে ২১৮৫ জন, তেলেঙ্গানায় ১০০২ জন, ত্রিপুরায় দু”জন, উত্তরাখণ্ডে ৫০ জন, উত্তর প্রদেশে ১৮৬৮ এবং পশ্চিমবঙ্গে ৬৪৯ জন।

দান অব্যাহত

আটের পাতার পর

জন্য সকলকে তৈরি থাকতে হবে। যাদের আছে তারা কিছুটা অন্যের জন্য সমর্পণ করলে সঙ্কট অনেকটাই দূর করা সম্ভব হবে। শিক্ষামন্ত্রী তথ্য দিতে গিয়ে জানান, এখনও পর্যন্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ১১ কোটির অধিক টাকা জমা পড়েছে। প্রতিদিন মানুষজন ত্রাণ তহবিলে দান করার জন্য এগিয়ে আসছেন। রাজ্য সরকার এইসব মানবতাবাদী জনগণকে স্বাগত জানাচ্ছে। এই রাজ্যের মানুষের মধ্যে দয়া দাক্ষিণ্য ও দানের মানসিকতা রয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। একদিকে যেমন মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে অর্থদান অব্যাহত রয়েছে, অন্যদিকে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় গরিব অংশের মানুষের মধ্যে ত্রাণ বণ্টনের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। সে কারণেই রাজ্যে এখনও পর্যন্ত অনাহারের কোন খবর নেই। শিক্ষামন্ত্রী জানান, মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে যে অর্থ জমা পড়ছে তা গরিবদের কল্যাণে এবং অসহায় মানুষের কল্যাণে খরচ করা হচ্ছে। বিশেষ করে বহির্রাজ্যে যারা অবস্থান করছেন তাদের মধ্যে ২ হাজার ৮’শ ৪১ জনকে প্রায় ১ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই প্রদান করা হয়েছে। রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ১২টি ব্লক এলাকার জনগণকে ৫০০ টাকা করে প্রদান করা হয়েছে।

সঙ্কট মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গকে সহযোগিতার হাত আরও সম্প্রসারিত করতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

মঙ্গল খেলা

করোনা পুরোপুরি নির্মূল হলে তবেই ক্রিকেট শুরু হোক : যুবরাজ সিং

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল (হি. স.): খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা খেলার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। করোনা পুরোপুরি নির্মূল হলে তবেই ক্রিকেট শুরু হোক। এমনটাই চান ২০১১ বিশ্বকাপ জয়ের নায়ক যুবরাজ সিং। তাঁর মতে প্লেয়াররা যখন মাঠে থাকেন তখন তাঁদের উপর এমনিই অনেক চাপ থাকে। সেটার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয় তাঁদের। তার সঙ্গে যদি ভাইরাসের কথা ভাবতে হয় তাহলে মনঃসংযোগে বিঘ্ন ঘটবে।

করোনা পুরোপুরি নির্মূল হলে তবেই ক্রিকেট শুরু করার পক্ষপাতী যুবরাজ সিং। কারণ খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা খেলার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যুবরাজ বলেছেন, "আমার ব্যাক্তিগত মত, প্রথমে আমাদের দেশকে বাঁচাতে হবে, বিশ্বকে বাঁচাতে হবে করোনা ভাইরাস থেকে। তার পর খেলাধুলোর কথা আসছে।"" তিনি আরও বলেন, "করোনা আগে পুরোপুরি নির্মূল হতে হবে বা ৯০-৯৫ শতাংশ চলে যেতে হবে। কারণ যদি এটা থেকে যায় আর বাড়তে থাকে তাহলে প্লেয়াররা ভয় পাবে রাস্তায় বেরতে, মাঠে নামতে, ড্রেসিংরুমে যেতে।""

২০১১ বিশ্বকাপ জয়ের নায়ক মনে করেন, প্লেয়াররা যখন মাঠে থাকেন তখন তাঁদের উপর এমনিই অনেক চাপ থাকে। সেটার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয় তাঁদের। তার সঙ্গে যদি ভাইরাসের কথা ভাবতে হয় তাহলে মনঃসংযোগে বিঘ্ন ঘটবে। যুবরাজ বলেছেন, "একজন প্লেয়ার যখন দেশ বা ক্লাবের প্রতিনিধিত্ব করছে তখন সে এমনিতেই অনেক ধরনের চাপের মধ্যে থাকে। যখন খেলতে নামবে তখন কেউ চাইবে না করোনা ভাইরাসের আতঙ্ককে সঙ্গে নিয়ে নামতে।""

সব ধরণের ক্রিকেট থেকে তিন বছরের জন্য নির্বাসিতউমর আকমল

ইসলামাবাদ, ২৭ এপ্রিল (হি. স.) : পাকিস্তান সুপার লিগে স্পট ফিক্সিংয়ের প্রস্তাব পাওয়া উমর আকমলকে সব ধরণের ক্রিকেট থেকে তিন বছরের জন্য নির্বাসিত করল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। সোমবার পাকিস্তান ক্রিকেটের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

পাকিস্তান সুপার লিগে স্পট ফিক্সিংয়ের প্রস্তাব এসেছিল উমর আকমলের কাছে। কিন্তু ঘটনার কথা তিনি টিম ম্যানেজার কিংবা দুর্নীতিদমন শাখার অফিসারকে জানাননি। পাকিস্তান সুপার লিগে তাঁর বিরুদ্ধে যে দুর্নীতির মামলা উঠেছিল, তার বিপক্ষে কোনও প্রমাণও তিনি দিতে পারেননি। এরপর পাক ক্রিকেট বোর্ড গোটা বিষয়টি পাঠিয়ে দেয় শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির কাছে। সোমবার শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির পক্ষে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ফজল—ই—মিরান আকমলকে তিন বছরের জন্য সব রকমের ক্রিকেট থেকে নির্বাসিত করেন।

গত ২০ ফেব্রুয়ারি থেকেই নির্বাসিত ছিলেন আকমল। পিসিবির পক্ষে বলা হয়েছে, আকমল দু'বার বোর্ডের নীতি লঙ্ঘন করেছেন। তাই এই শাস্তি অনিবার্য ছিল। চারমাস আগে তিনি শেষবার পাকিস্তান জাতীয় দলের হয়ে খেলেছিলেন।

অ্যাকশনের কারণে বুমরাহকে নিয়ে সংশয় ছিল অনেকের

সময়ের সেরা পেসারদের একজন জাসপ্রিত বুমরাহ। সব সংস্করণেই দলের তিনি বড় সম্পদ। দুর্দান্ত স্কিল দিয়ে ভারতীয় পেসার কার্যকর ক্রিকেট দুনিয়ার সব প্রান্তে। অথচ অনেকেই তাকে বলেছিলেন, জাতীয় দলে খেলা তো বহুদূর, রঞ্জি ট্রফিতে একটি-দুটি ম্যাচে শেষ হবে তার ক্যারিয়ার। মূল কারণ, বোলিং অ্যাকশন!

বুমরাহর বোলিং অ্যাকশন ঠিক প্রথাগত নয়। এই হাই-আর্ম বোলিং অ্যাকশন তার শরীরের ওপর ধকল ফেলে বেশ। মূলত এ কারণেই তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখছিলেন অনেকে।

আরেক ভারতীয় তারকা যুবরাজ সিংয়ের সঙ্গে ইনস্টাগ্রাম আলাপচারিতায় বুমরাহ নিজেই জানিয়েছেন, তাকে নিয়ে অনেকের সংশয়ের কথা।"অনেকেই আমাকে বলেছেন, আমি খুব বেশিদিন খেলতে পারব না। বেশির ভাগ লোকেরই ধারণা ছিল, ভারতের হয়ে খেলার সম্ভাবনা আমার নেই বললেই চলে।"

"তারা আমাকে বলত, আমি বড়জোর দু-একটি রঞ্জি ট্রফির ম্যাচ খেলতে পারি। কারণ আমার বোলিং অ্যাকশন শরীরের জন্য অনেক কঠিন। তবে আমি এই অ্যাকশনই ধরে রেখেছি ও উন্নতি করে গেছি ক্রমাগত।"

উন্নতির পথ ধরেই বুমরাহ এখন বিশ্বজুড়ে সব ব্যাটসম্যানের জন্য আতঙ্কের নাম। তার ওই অ্যাকশনই এখন দারুণ কার্যকর। তার এই অদ্ভুত বোলিং অ্যাকশন কার অনুপ্রেরণায়, সেই গল্পও শোনালেন বুমরাহ।

"আমি কখনোই বিশেষ কোনো কোচিং নেইনি। যা কিছু শিখেছি, মূলত টিভি দেখেই শিখেছি। টেনিস বলে যখন খেলতাম, তখন একজনকে দেখে তার মত অ্যাকশন করেছি।"

"নিজেও এখন নিশ্চিত করে বলতে পারব না, এখনকার অ্যাকশন ঠিক কোন সময় থেকে শুরু হলো। অনূর্ধ-১৯ পর্যায় পর্যন্ত অ্যাকশন ভিন্ন ছিল। অনেক বদলের ভেতর দিয়ে গেছে অ্যাকশন। তবে এই অ্যাকশনটা যখন দাঁড়িয়ে গেল, আর বদল করিনি। এটি নিয়েই কাজ করেছি।"

এই আলাপচারিতার ফাঁকেই যুবরাজ জানান, কয়েক বছর আগেই তিনি বলেছিলেন, বুমরাহ বিশ্বের সেরা বোলার হবে। সেই কথাই পরে সত্যি প্রমাণ হয়েছে।

অশ্বিনের লড়াই নিজের সঙ্গেই

গত কয়েক বছর ধরে টেস্টে ভারতের সেরা স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। দেশের মাটিতে তাকে ছাড়া টেস্ট খেলার কথা ভাবতেই পারে না ভারত। কিন্তু বিদেশে, বিশেষ করে উপমহাদেশের বাইরে খেলা হলে পাল্টে যায় দৃশ্যপট। তখন একাদশে জায়গা পেতে সংগ্রাম করতে হয় অশ্বিনকে। প্রতিপক্ষ, কন্ডিশন অনেক কিছুর সঙ্গেই লড়াই করতে হয়। তবে দিন শেষে এই অফ স্পিনারের কাছে আসল লড়াইটা নিজের সঙ্গেই।

উপমহাদেশের বাইরে এখন পর্যন্ত অশ্বিন টেস্ট সিরিজ খেলেছেন নয়টি। এর মধ্যে একবার কেবল খেলতে পেরেছেন সিরিজের সব ম্যাচে। কখনো চোটের কারণে, আবার কখনো টিম ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্তে থাকতে হয়েছে একাদশের বাইরে।

ভারতের সবশেষ সফরই যেমন। নিউ জিল্যান্ড সফরে ওয়েলিংটনে প্রথম টেস্টে খেলেন অশ্বিন। দ্বিতীয় টেস্টে তিনি একাদশে জায়গা হারান রবীন্দ্র জাদেজার কাছে। ব্যাটিং সামর্থ্যে এগিয়ে থাকায় বাঁহাতি স্পিনিং অলরাউন্ডার জাদেজাকে নেয় টিম ম্যানেজমেন্ট।

উপমহাদেশের বাইরে সুযোগ ধারাবাহিকভাবে না এলেও সাফল্য বেড়েছে বলেই মনে করেন অশ্বিন। বিশেষ করে ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে জোহানেসবার্গ টেস্টে ৪২ ওভারে উইকেটশূন্য থাকার পর থেকে। একটি ক্রিকেট ওয়েবসাইটে সাবেক ভারতীয় ক্রিকেটার ও বর্তমানে ধারাভাষ্যকার সঞ্জয় মাঞ্জরেকারের সঙ্গে আলাপচারিতায় এমনটাই বললেন অশ্বিন।

"দেখুন, একটি ব্যাপার নিশ্চিত, আমি আসলে আমার মানদণ্ডের সঙ্গে অনেকভাবে লড়াই করছি।"

২০১৬ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে সিরিজের সবগুলো টেস্টেই খেলেন অশ্বিন। এরপর থেকে উপমহাদেশের বাইরে তার সাফল্য তুলনামূলক ভালো। এই সময়ে ১২ টেস্টে ২৭.৬৫ গড়ে নিয়েছেন ৪৪ উইকেট। এর মধ্যে আটটি টেস্ট ছিল অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউ জিল্যান্ডে। যেখানে ৩০.৪৮ গড়ে তার উইকেট ২৭টি।

২০১৬ সালের আগে উপমহাদেশের বাইরে ৯ টেস্ট খেলে ৫৬.৫৮ গড়ে নেন ২৪ উইকেট।

২০১৭ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর থেকে শুধু এক সংস্করণের খেলোয়াড় হয়ে গেছেন অশ্বিন। ওই বছর তিনি ইংলিশ কাউন্টিতে খেলেছিলেন। সে সময়ের একটি উপলব্ধির কথাও শোনালেন।

"কোনো স্পিনারের বিদেশের কন্ডিশনে বোলিং করতে এবং দেশের মাটির সাফল্যের পুনরাবৃত্তি করতে হলে ম্যাচের সম্ভাব্য সঠিক সবসময়েই বোলিং করা দরকার। এটা প্রথম ব্যাপার। দ্বিতীয়ত, কিছুটা ভাগ্যও লাগে। ২০১৪ সালে (২০১৩ সালের ডিসেম্বরে) দক্ষিণ আফ্রিকার ওই ম্যাচের পর থেকে আমি আমার সাফল্যগুলো দেখেছি এবং সেগুলো উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।"

ধোনির জায়গায় কিপিং, ভয়ে থাকেন রাহুল

উইকেটের সামনে-পেছনে নিজেকে এমন উচ্চতায় নিয়ে গেছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি, তার জায়গায় খেলতে গেলে যে কারোরই স্নায়ু চাপে ভোগা স্বাভাবিক। এই অভিজ্ঞতা এরই মধ্যে হয়ে গেছে লোকেশ রাহুলের। ২৮ বছর বয়সী এই কিপার-ব্যাটসম্যান জানালেন, উইকেটের পেছনে দাঁড়ালে দর্শকদের চাপ ভড়কে দেয় তাকে। ভয়ে থাকেন কিপিংয়ের সময়।

ছয়ের পাতায়

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 02/EE/PWD(R&B)/STB/2020-21
dated: 22-04-2020

The Executive Engineer, Santirbazar Division, PWD(R&B), Santirbazar, South Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 12-05-2020 for the following work:

Sl. NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF TECHNICAL BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Urgent mtc. of road Old NH 44 to Budha Mandir Via Mhamuni Para Under Santirbazar PWD (R&B) Sub-Division During the year 2020-21/SH:- Partial flat brick soling, WBM, Carpeting, Seal Coat etc. (Ch. 0.20 to 0.70 Km). DNIT No: 05/EE/PWD(R&B)/STB/2020-21	Rs. 15,95,000.00	Rs. 15,950.00	06(Six) month.	Up to15.00 Hrs on 12-05-2020	At 16.00 Hrs on 13-05-2020	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	Urgent mtc. of Carpet road Under Santirbazar Municipal area under the Jurisdiction of PWD (R&B) Sub- Division Santirbazar During the year 2020-21/SH:- Grouting, Partial WBM, Carpeting, Re-carpeting, Seal Coat etc. DNIT No: 06/EE/PWD(R&B)/STB/2020-21	Rs. 15,68,439.00	Rs. 15,684.00	06(Six) month.				
3	Mtc. of Road from Birchandra Nagar to Thaiya Rai Reang para during the year 2020-2021 /S:H:- partial WBM, Metalling, Carpeting, seal coat, unlined surface drain (portion from 0.00Km to 1.00Km). DNIT No: 07/EE/PWD(R&B)/STB/2020-21	Rs. 22,14,045.00	Rs. 22,140.00	06(Six) month.				
4	Mtc. of Road from TNV COLONY road to Tari chandra para(Gunadhar Reang para) during the year 2020-2021 /S:H:- partial WBM, Metalling, Carpeting, seal coat, Laying of Spun pipe ,unlined surface drain (portion from 0.00m to 400 m). DNIT No: 08/EE/PWD(R&B)/STB/2020-21	Rs. 9,58,935.00	Rs. 9,589.00	06(Six) month.				

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-91/2020-21

For and on behalf of the Governor of Tripura.
(Er. Ta s Mara)
Executive Engineer, Santirbazar Division,
PWD(R&B) Santirbazar, South Tripura

ADVERTISEMENT FOR INVITATION OF APPLICATION FOR PREPARATION OF PANEL FOR APPOINTMENT OF PUBLIC PROSECUTORS IN THE COURT OP DISTRICT SESSION JUDGE, SOUTH TRIPURA. DISTRICT, BELONIA.

Applications are invited from eligible candidates for preparation of panel ror appointment of Public Prosecutor (PP) in. the Court of District Session Judge, South. Tripura District, Belonia.

The particulars of the posts are as follows:

1. Total No. of posts: (i) Public Prosecutors-1 (Onel Nos. for the Court of District Session Judge, South Tripura District, Belonia.

2.. Qualification required: A candidate must have a. Degree in Law of a recognized University and be enrolled as an advocate with Bar Council of Tripura,

3, Eligibility: A candidate must have practice on the criminal side as an Advocate for not less than 7 years.

1ntereste.d candidares may submit the apRlication form and declaration along with related documents in the Judicial Sectiou ul the or I. Collector, Swirl Tripcir,i, Belonia during office hours (10 AM-J.30 PM) up to 06-05-2020 on all working days.

Details of the format of application along with the notification are available in http:I isouth.tripuranic.in and the notice boards of the offices of District 11,480,F.Arate Collector, South Tripura 8 SDI& of Belonia., Santirbazar,, Sa.broom.

ICA/C- 48/2020-21

(D. Bardhan, JAS) District Magistrate & Collector
South Tripura, Belonia.

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

জাগরণ 28 April, 2020, Tuesday আগরতলা ২৮ এপ্রিল, ২০২০ ইং, ■ ১৫বৈশাখ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

সত্যিকে জানার প্রেরণা দেয় সংস্কৃতি : রাম বাহাদুর রাই

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল (হি. স.): শিল্পকলা ও সংস্কৃতি বর্তমান সময়ে গোটা সমাজকে অনুপ্রাণিত করতে পারে বলে সোমবার জানিয়েছেন ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রীয় কলা কেন্দ্রের সভাপতি রাম বাহাদুর রাই। গোটা বিশ্ব করোনা মহামারীর সঙ্গে লড়াই করছে। কিন্তু বিজ্ঞান এখনও কোন সমাধানের পথ বের করতে পারেনি বলে জানিয়েছেন তিনি।

এদিন ফেসবুক লাইভে এসে ভবিষ্যতের কলা দৃষ্টি শীর্ষক বিষয়ে বলতে গিয়ে রাম বাহদুর রাই জানিয়েছেন, বিজ্ঞানের সীমা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানেই শিল্প কলার অনুভূতি শুরু হয়। বড় বড় বিজ্ঞানীও জীবনের শেষ সময়ে এসে ধর্মের কাছে মাথা নত করেছে। শিল্পকলা ধর্মের অনুভূতি করায়। পূর্বপুরুষের সংস্কৃতির সঙ্গে নতুন প্রজন্মের মেলবন্ধন করায় শিল্পকলা। দুনিয়ার সমস্যার সমাধান বিবাদে নয়। শিল্পকলায় জড়িত।

তিনি জানিয়েছেন যে করোনা সঙ্কট কেটে গেলে দেশে সংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রয়োজন হবে। শিল্পকলার মাধ্যমেই সেটি হবে।

যেখানে আমি নয় তুমির বার্তা গোটা বিশ্বকে দেওয়া হবে। ভারতে শিল্পকলাকে অনেক বৃহদ আসনে বসানো হয়েছে।একজন প্রকৃত শিল্পী কখনই স্বার্থান্বেষী হতে পারে না। জিনিস দেখে বিশ্ববাসী শিল্পকলা সৃষ্টি করে থাকে। কিন্তু ভারত সেই জিনিসের পেছনে সত্যের অনুসন্ধান করে শিল্প তৈরি করে থাকে। বিশ্বে সাত ধরণের কলা রয়েছে। কিন্তু ভারতে ৬৪ কলা এবং ৫০০ উপকলা রয়েছে।

সংস্কৃতি এবং সভ্যতার ফারাক বুঝিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। সত্যি কে জানার প্রেরণা দেয় সংস্কৃতি। সংস্কৃতি ব্যক্তি, সমাজ ও চিন্তনকে সমৃদ্ধ করে তোলে। সভ্যতা আবশ্যক জিনিস সরবরাহ করে চলে। প্রদীপে আলোর জন্য চেষ্টা করতে হয়। কিন্তু সূর্যের আলোর জন্য ঘুম থেকে উঠতে হয়।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে অংশ নিলেন মুখ্যমন্ত্রীও

আন্তর্জাতিক সীমান্তে কঠোর নজরদারির উপর গুরুত্বারোপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল।। আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভিডিও কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবও। গোটা দেশের সব মুখ্যমন্ত্রীরাই এতে অংশ নেন। করোনা মোকাবিলায় বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আজ বিষদ আলোচনা হয়। লকডাউনের ফলে গোটা দেশে সদর্থক সাড়া পাওয়া গেছে বলে ভিডিও কনফারেন্স আলোচনা হয়।

প্রধানমন্ত্রী এই ভিডিও কনফারেন্সে উল্লেখ করেন, লকডাউনের বাকি দিনগুলিতেও সামাজিক দূরত্ব যথাযথ বজায় রাখার বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। করোনা মোকাবিলার পাশাপাশি, দেশের আর্থিক স্থিতিকে উন্নিত করার বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গতকাল এ সংক্রান্ত একটি ভিডিও বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব প্রাথমিক ক্ষেত্রগুলিতে জোর দিয়ে আর্থিক স্থিতি মজবুত করার কথা বলেছিলেন।

কোভিড-১৯ সংক্রান্ত বিষয়ে আজ প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যমন্ত্রীগনের সঙ্গে করা এই ভিডিও কনফারেন্সটি ছিল তাঁর এই ধরনের চতুর্থ ভিডিও কনফারেন্স। প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া নির্দেশনা অনুযায়ী রাজ্য কাজ করছে বলে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী অনুরোধ করেন সামাজিক দূরত্ব যথাযথ ভাবে বজায় রাখার জন্য। ত্রিপুরা করোনা মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সর্তকতা অবলম্বনে যাতে কোন দুর্বলতা না আসে সে বিষয়েও ভিডিও কনফারেন্স আলোচনা হয়।করোনার এই সংকটকালীন মুহূর্তে, আন্তর্জাতিক সীমান্তে কঠোর নজরদারি জারি রাখার জন্য আজও বলা হয়। এই পরিস্থিতি থেকে ধাপে ধাপে উত্তরণের নানা বিষয়ে এদিন আলোচনা হয়। দেশে করোনা মোকাবিলায় অন্যান্য মুখ্যমন্ত্রীদের পাশাপাশি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির যাবতীয় ভূমিকার ব্যাপক প্রশংসা করেন।

মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল ।। ৩রা মে দ্বিতীয় দফার লকডাউন সময়সীমা শেষ হচ্ছে। কিন্তু পরিস্থিতি বিবেচনা করে লকডাউন আরও বাড়াল সম্ভাবনাই প্রবল। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে গরিব অংশের মানুষের সঙ্কট আরও ঘনীভূত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবী, সংগঠন ও মানবতাবাদী ব্যক্তিবর্গকে গরিব অংশের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য রাজ্য সরকারের তরফ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে। লকডাউন নিয়ে অনিশ্চয়তা প্রকাশ করলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। গোটা দেশের পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, সঙ্কট ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে। শুধু আমাদের রাজ্য কিংবা উত্তর পূর্বাঞ্চলের কথা চলবে করলেই চলবে না। গোটা দেশের সাথেই আমাদেরকেও লকডাউন মেনে চলতে হবে। তিনি বলেন, এবারের সঙ্কট অনেকটাই ব্যতিক্রমী। সঙ্কট মোকাবিলা করার জন্য এবং পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সবাইকে দল মত নির্বিশেষে সরকারের পাশে এবং মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার সাধ্যমতো গরিবদের মধ্যে যাবতীয় সাহায্য পৌঁছে দিচ্ছে। শুধু সরকারি উদ্যোগই এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন। এটি খুবই ইতিবাচক দিক বলে তিনি মনে করেন। শিক্ষামন্ত্রী শ্রীনাথ সকল অংশের জনগণকে দলমতের উর্দ্ধে উঠে দুস্থ মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, লকডাউন আরও বাড়লে সঙ্কট আরও ঘনীভূত হবে। সেক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে না। ওই সময়ের

ছয়ের পাতায় দেখুন

সত্যিকে জানার প্রেরণা দেয় সংস্কৃতি : রাম বাহাদুর রাই

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল (হি. স.): শিল্পকলা ও সংস্কৃতি বর্তমান সময়ে গোটা সমাজকে অনুপ্রাণিত করতে পারে বলে সোমবার জানিয়েছেন ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রীয় কলা কেন্দ্রের সভাপতি রাম বাহাদুর রাই। গোটা বিশ্ব করোনা মহামারীর সঙ্গে লড়াই করছে। কিন্তু বিজ্ঞান এখনও কোন সমাধানের পথ বের করতে পারেনি বলে জানিয়েছেন তিনি।

এদিন ফেসবুক লাইভে এসে ভবিষ্যতের কলা দৃষ্টি শীর্ষক বিষয়ে বলতে গিয়ে রাম বাহদুর রাই জানিয়েছেন, বিজ্ঞানের সীমা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানেই শিল্প কলার অনুভূতি শুরু হয়। বড় বড় বিজ্ঞানীও জীবনের শেষ সময়ে এসে ধর্মের কাছে মাথা নত করেছে। শিল্পকলা ধর্মের অনুভূতি করায়। পূর্বপুরুষের সংস্কৃতির সঙ্গে নতুন প্রজন্মের মেলবন্ধন করায় শিল্পকলা। দুনিয়ার সমস্যার সমাধান বিবাদে নয়। শিল্পকলায় জড়িত।

তিনি জানিয়েছেন যে করোনা সঙ্কট কেটে গেলে দেশে সংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রয়োজন হবে। শিল্পকলার মাধ্যমেই সেটি হবে। যেখানে আমি নয় তুমির বার্তা গোটা বিশ্বকে দেওয়া হবে। ভারতে শিল্পকলাকে অনেক বৃহদ আসনে বসানো হয়েছে।একজন প্রকৃত শিল্পী কখনই স্বার্থান্বেষী হতে পারে না। জিনিস দেখে বিশ্ববাসী শিল্পকলা সৃষ্টি করে থাকে। কিন্তু ভারত সেই জিনিসের পেছনে সত্যের অনুসন্ধান করে শিল্প তৈরি করে থাকে। বিশ্বে সাত ধরণের কলা রয়েছে। কিন্তু ভারতে ৬৪ কলা এবং ৫০০ উপকলা রয়েছে।

সংস্কৃতি এবং সভ্যতার ফারাক বুঝিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। সত্যি কে জানার প্রেরণা দেয় সংস্কৃতি। সংস্কৃতি ব্যক্তি, সমাজ ও চিন্তনকে সমৃদ্ধ করে তোলে। সভ্যতা আবশ্যক জিনিস সরবরাহ করে চলে। প্রদীপে আলোর জন্য চেষ্টা করতে হয়। কিন্তু সূর্যের আলোর জন্য ঘুম থেকে উঠতে হয়।

করোনা পরিস্থিতিতে পেট্রোপোলে আটকে আছে ৫ হাজার পণ্যবোঝাই ট্রাক

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ২৭।। করোনা পরিস্থিতিতে গত এক মাস ধরে বন্ধ আছে বেনাপোল বন্দরের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য। ফলে, ওপারে ভারতের পেট্রোপোল বন্দরে পণ্যবোঝাই প্রায় ৫ হাজার ট্রাক বাংলাদেশে প্রবেশের অপেক্ষায় আছে। এ কারণে আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়েছেন আমদানিকারকরা।

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে গত ২৬ মার্চ ভারতের পেট্রোপোল বন্দর কর্তৃপক্ষ বেনাপোল বন্দরের সঙ্গে সব ধরনের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য বন্ধ করে দেয়। তখন থেকেই ওই ৫ হাজার ট্রাক আটকে পড়ে। এসব ট্রাকের বেশিরভাগ পণ্য গার্মেন্টিসের কাঁচামাল, শিল্পকারখানায় ব্যবহৃত কাঁচামাল, কেমিকেল, অক্সিজেন গ্যাস ও খাদ্যদ্রব্য। পণ্যগুলো দ্রুত খালাস না করলে গুণগত মান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ফলে, বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা।

বেনাপোল স্থলবন্দর আমদানিকারক ইদ্রিস আলী বলেন, 'ওপারে পণ্য আমাদের ৪ টি ট্রাক আটকে আছে। প্রতিদিন ট্রাকপ্রতি ২ হাজার টাকা ড্যামারেজ দিতে হচ্ছে। এই এক মাসে ট্রাক ড্যামারেজ বাবদ ২ লাখ ৪০ হাজার টাকা দিতে হবে।'

ছয়ের পাতায় দেখুন

দ্বাদশ দিনেও মৃত্যুর খবর নেই চিনে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত ৩ জন

বেজিং, ২৭ এপ্রিল (হি.স.): গোটা বিশ্ব যখন করোনাভাইরাসের প্রকোপে বেসামাল, সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে, তখন মারণ এই ভাইরাসের জন্মস্থল চিন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। পরপর ১২ দিন মৃত্যু পুরোপুরি থেমে গিয়েছে চিনে। কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যাও নিম্নমুখী। রবিবার সারা দিনে চিনে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন মাত্র ৩ জন। নতুন করে মৃত্যুর কোনও খবর নেই। সোমবার সকালে চিনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টার (২৬ এপ্রিল সারা দিনে) মধ্যে চিনে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩ জন, এই সময়ে মৃত্যুর কোনও খবর নেই। নতুন করে ১২ জন সংক্রমিত হওয়ার পর চিনে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৮২,৮৩০। চিনে মৃতের সংখ্যা ৪,৬৩৩-তেই থমকে গিয়েছে।

লকডাউন অবমাননা পাকিস্তানের পঞ্জাবে ২,১০৫টি এফআইআর

ইসলামাবাদ, ২৭ এপ্রিল (হি.স.): করোনাভাইরাস লকডাউন অমামনার অভিযোগে পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশে ২,১০৫টি এফআইআর রুজু করল পুলিশ। সোমবার ডিআইজি অপারেশন জানিয়েছেন, লকডাউন লঙ্ঘনের দায়ে ২,১০৫টি এফআইআর রুজু করা হয়েছে। এছাড়াও ১০০,০০০-র বেশি মানুষকে বাড়িতে ফেরত পাঠানো হয়েছে। বিভিন্ন চেক পয়েন্টে ১৭৪,০০০টি গাড়ি আটকে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, করোনাভাইরাসের হানায় রীতিমতো বেসামাল পাকিস্তান। পাকিস্তানে সোমবার সকাল পর্যন্ত করোনার বলি হয়েছেন ২৮১ জন এবং আক্রান্তের সংখ্যা ১৩ হাজারেরও বেশি। পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশ, সিন্ধু প্রদেশ, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশ, বালোচিস্তান, ইসলামাবাদ, গিলগিট-বালতিস্তান, আজাদ কাশ্মীর সর্বত্রই বাড়ছে মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা।

পাকিস্তানে করোনায় সংক্রমিত বেড়ে ১৩,৩২৮, মৃত্যু ২৮১ জনের

ইসলামাবাদ, ২৭ এপ্রিল (হি.স.): নেই প্রতিষেধক, তার উপর সংক্রমণ থামার কোনও লক্ষণই নেই, বরং প্রতিদিনই বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। ২৭ এপ্রিল, সোমবার সকাল ৮.৩০ মিনিট পর্যন্ত পাকিস্তানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১৩, ৩২৮-এ পৌঁছেছে। এখনও আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা সর্বাধিক পঞ্জাব প্রদেশেই, সেখানে সংক্রমিত ৫,৪৪৬ জন, সিন্ধু প্রদেশে ৪,৬১৫ জন, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ১, ৮৬৪, বালোচিস্তানে ৭৮১, ইসলামাবাদে ২৪৫, গিলগিট-বালতিস্তানে ৩১৮, আজাদ কাশ্মীরে ৫৯।

সংক্রমণ বাড়ছে, একইসঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যাও। ইতিমধ্যেই পাকিস্তানে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ২৮১ জনের। পাক প্রশাসন সূত্রের খবর, সিন্ধু প্রদেশে ৮১ জন প্রাণ হারিয়েছেন, পঞ্জাবে ৮৩, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ৯৮, বালোচিস্তানে ১১, ইসলামাবাদে ৩, গিলগিট-বালতিস্তানে ৩ জন।

ভারতে করোনায় মৃত্যু বেড়ে ৮৭২ দেশে আক্রান্ত ২৭,৮৯২ : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল (হি.স.): মেয়াদ বৃদ্ধির পর ভারতে লকডাউন শেষ হতে সপ্তাহখানেক বাকি। কিন্তু, মারণ কোভিড-১৯ ভাইরাসের হানা ঠেকানোই যাচ্ছে না। ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে ফের বাড়ল আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা। সোমবার সকাল আটটার মধ্যেই ভারতে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা এক ধাক্কায় ২৭ হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল। ইতিমধ্যেই ভারতে মৃত্যু হয়েছে ৮৭২ জনের। করোনাকে পরাজিত করে ভারতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৬,১৮৫ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে আক্রান্ত হয়েছেন ১,৩৯৬ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৪৮ জনের। সোমবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২৭, ৮৯২ জন (সক্রিয় করোনা রোগী ২০,৮৩৫)। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৮৭২। এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৬,১৮৫ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ৮৭২ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে, অসমে একজনের, বিহারে দু'জনের, দিল্লিতে ৫৪ জনের, গুজরাটে ১৫১ জনের, হরিয়ানায় ৩ জনের, হিমাচল প্রদেশে একজনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৬ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৩ জনের, কর্ণাটকে ১৯ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৪ জন, মধ্যপ্রদেশে ১০৩ জন, মহারাষ্ট্রে ৩৪২ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে একজন, ওড়িশায় একজনের, পঞ্জাবে ১৮ জন, রাজস্থানে ৩৩ জনের, তামিলনাড়ুতে ২৪ জন, তেলেঙ্গানায় ২৬ জন, উত্তর প্রদেশে ২৯ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ২০ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে হু হু করে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। আক্রান্তের নিরিখে সর্বাগ্রে মহারাষ্ট্র। মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা ৮,০৬৮, দিল্লিতে ২,৯১৮, তামিলনাড়ুতে ১৮৮৫, অন্ধ্রপ্রদেশে ১০৯৭ জন, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৩৩ জন, অরুণাচল প্রদেশে একজন, অসমে ৩৬ জন, বিহারে ২৭৪ জন, চন্ডীগড়ে ৩০ জন, ছত্তিশগড়ে ৩৭ জন, গোয়ায় ৭ জন (প্রত্যেককেই সুস্থ), গুজরাটে ৩,৩০১ জন, হরিয়ানায় ২৮৯ জন, হিমাচল প্রদেশে ৪০ জন,

ছয়ের পাতায় দেখুন

বিষধর সাপের দংশনে গুরুতর মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৭ এপ্রিল ।। উপজাতিদের মধ্যেও ওঝা বৈদ্য, কবিরাজের প্রতি মোহভঙ্গ হতে শুরু করেছে। আধুনিক চিকিৎসার প্রতি আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। বিষধর সাপের ছোঁবলে এক মহিলা গুরুতর জখম হওয়ার পর ওঝা বৈদ্যের কাছে না গিয়ে হাসপাতালে নিয়ে আসার ঘটনায় তারই প্রমাণ বহন করছে। বিষাক্ত সাপের ছোঁবলে আহত ৩০ বছর বয়সী এক উপজাতি গৃহবধূ। ঘটনা মুঙ্গিয়াকামীর ৩৫ মাইল এলাকায়। সোমবার সকাল ১০টা নাগাদ। আহত গৃহবধূর নাম মঙ্গলক্ষ্মী দেববর্মা। স্বামী মাঘরাই দেববর্মা জানায়, মঙ্গলক্ষ্মী দেববর্মা (৩০) অন্যান্য দিনের মতো সোমবার সকালে বাড়িতে বসে কাজ করছিল। আচমকা বিষধর সাপ মঙ্গলক্ষ্মীকে ছোঁবল দেয়। এতে মঙ্গলক্ষ্মীর শরীরে সাথে সাথে ব্যাথা ও বিষক্রিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। সাথে সাথে স্বামী মাঘরাই দেববর্মা তার স্ত্রীকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আহত মঙ্গলক্ষ্মী দেববর্মাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর জিবি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। এ ব্যাপারে হাসপাতালের চিকিৎসক জানান, হাসপাতালে তার প্রয়োজনীয় চিকিৎসা শুরু হয়েছে। তার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলেও জানিয়েছেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। তাকে বাঁচিয়ে রাখার সব ধরনের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। ওঝা বৈদ্য কবিরাজের কাছে না গিয়ে ওই উপজাতি পরিবার আধুনিক চিকিৎসার প্রতি বিশ্বাসী হয়ে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে আসায় রোগী সুস্থ হয়ে উঠার সম্ভাবনা রয়েছে। চিকিৎসকরা এজন্য উপজাতি পরিবারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

দাবী আদায়ে আন্দোলন করতে গিয়ে মামলায় জড়ালেন এডহক শিক্ষক সংগঠনের একাধিক নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল ।। চাকুরিচ্যুত ১০,৩২৩ এডহক পে শিক্ষক সংগঠনের কর্মকর্তারা সোমবার পশ্চিম থানার ওসির কাছে ডেপুটেশান ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে। সংগঠনের সভাপতি বিমল সাহা সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতেই এই ডেপুটেশন প্রদান। অবিলম্বে মামলা প্রত্যাহার করে নিতে দাবি জানিয়েছে এডহক পে শিক্ষক সংগঠন। সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে গত ৩১শে মার্চ ১০,৩২৩ এডহক পে শিক্ষকদের চাকুরির সময়সীমা শেষ হয়ে গেছে।

এইসব শিক্ষকরা চাকুরিতে পুনরায় নিযুক্তির দাবিতে আন্দোলনে বহাল রয়েছেন।

লকডাউন ঘোষণার আগেই শিক্ষকরা আরএমএস চৌমুহনিতে লাগাতার গণঅবস্থানে শামিল হয়েছিলেন। সরকার করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে ১৪৪ ধারা জারি করে তাদের আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য করেছিল। তারপরও গত ২০ মার্চ তারা রবীন্দ্র ভবনের সামনে কয়েকজন জমায়েত হয়েছিলেন। এই জমায়েত নিষিদ্ধ ঘোষণা করে রাজ্য আরক্ষা প্রশাসন। জমায়েত করার দায়ে সংগঠনের সভাপতি বিমল সাহা সহ ৭-৮ জনের নামে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। এই নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতেই সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সোমবার পশ্চিম থানায় এসে বিষয়টি সম্পর্কে স্পষ্টীকরণ চান। তখনই পশ্চিম থানার ওসি জানান, গত ২০ মার্চ পুলিশের নির্দেশ অমান্য করে রবীন্দ্র ভবনের সামনে জমায়েত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতেই মামলা গৃহীত হয়েছে।

এডহক পে শিক্ষক সংগঠন মামলা প্রত্যাহার করে নিতে দাবি জানিয়েছে।

পাশাপাশি মে মাসের মধ্যেই রাজ্য সরকারকে ১০,৩২৩ এডহক পে শিক্ষকদের জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা করতে জোরালো দাবি জানিয়েছে। অন্যথায় তারা বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। ১০,৩২৩ এডহক পে শিক্ষকদের নিয়োগের জন্য রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই সুপ্রিমকোর্টে একটি পিটিশন দায়ের করেছে। লকডাউন চলায় এখনও পর্যন্ত পিটিশনের উপর শুনানি হয়নি। রাজ্য সরকার অশিক্ষক পদে তাদেরকে নিয়োগের জন্য উদ্যোগ নিচ্ছে। এক্ষেত্রে সুপ্রিমকোর্টের অনুমোদনের জন্যই রাজ্য সরকারের তরফ থেকে পিটিশন করা হয়েছে।

আবহাওয়ার পরিবর্তনের সাথে রোগের প্রাদুর্ভাব, ভীড় বাড়ছে হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল ।। লকডাউন অব্যাহত থাকায় চিকিৎসকদের অনেকেই প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ রেখেছেন। এর ফলে বাধ্য হয়েই চিকিৎসার তাগিদে হাসপাতালমুখী হচ্ছেন সব অংশের মানুষজন। হাসপাতালেও একাংশ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীরা ভীড় সামলাতে গলদঘর্ম হচ্ছেন। আইজিএম হাসপাতালে সোমবার সকাল থেকেই এই চিত্র পরিলক্ষিত হয়। লকডাউনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাসপাতালে রোগীদের ভীড় ক্রমশ বাড়ছে। বিশেষ করে আইজিএম হাসপাতালের বহির্বিভাগে সোমবার সকালে রোগীর ভীড় ব্যাপক আকার ধারণ করে।

পুরুষ, মহিলা, শিশু সহ সব অংশের মানুষজন চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভীড় করেন। এক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা কষ্টকর হয়ে উঠে। হাসপাতালে কর্তব্যরত বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষীরা পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে রীতিমতো হিমশিম খেতে বাধ্য হয়েছে। কোনভাবেই সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। তবে প্রত্যেক রোগীই মাস্ক পড়ে হাসপাতালে আসতে দেখা গেছে। এটি খুবই ইতিবাচক বলে অনেকেই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবিলায় দেশের প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সকলকে মাস্ক পড়ার যে পরামর্শ দিয়েছেন আইজিএম হাসপাতালে সোমবার সকালে বহির্বিভাগে পরিষেবার সুযোগ নিতে আসা রোগীদের মধ্যে সেই চিত্রই পরিলক্ষিত হয়েছে। রোগী দেখানোর জন্য টিকিট সংগ্রহ করতে যেমন দীর্ঘ লাইন পরিলক্ষিত হয়েছে।

ঠিক তেমনি চিকিৎসক দেখা গিয়েও দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষা করতে হয়েছে রোগীদের। রোগীদের মধ্যে বেশিরভাগই মহিলা এবং শিশু। প্রসুতি মায়েরাও সোমবার সকালে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভীড় করতে দেখা গেছে। হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা নিতে আসা রোগীদের মধ্যে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য প্রশাসনকে আরও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

লকডাউন শেষে স্কুলের পঠন-পাঠন নিয়ে আধিকারীকদের সাথে প্রস্তুতি বৈঠক শিক্ষামন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল।। সোমবার শিক্ষা দপ্তরের আগামি কর্মসূচির বিষয়ে মহাকরণে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে পৌরহিত্য করেন শিক্ষা মন্ত্রী রতন লাল নাথ। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা সচিব, দুই অধিকর্তা, সকল জেলা শিক্ষা আধিকারিক, সকল ও.এস.ডি এবং এডিসি-র কর্মকর্তারা। আগামি ৩ থেকে ৪ দিনের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বই পৌঁছে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই স্কুল গুলিতে ৮০ শতাংশ বই পৌঁছে গেছে। লক ডাউন উঠার পর ক্লাস শুরু হওয়ার আগে সকল স্কুল গুলিকে সেনিটাইজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রত্যেক স্কুলে পানীয় জল থাকা আবশ্যক। প্রয়োজন বোধে ট্যাংকার ক্রয় করা হবে। জেলা শাসকদের দপ্তর মারফত জানানো হবে স্কুল গুলিতে জলের ব্যবস্থা করার জন্য। যে সকল স্কুলে বেশি সংখ্যক ছাত্র- ছাত্রী রয়েছে সেখানে রুটিন করে ক্লাস নেওয়া হবে। স্কুল খোলার পর প্রথমে শিক্ষকরা স্কুলে যাবেন। তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ে ছাত্রদের স্কুলে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। নুন্যতম শিক্ষক যাতে স্কুলে থাকে সেই ব্যবস্থা করে পড়াশুনা শুরু করা হবে। জেলা

ছয়ের পাতায় দেখুন

করোনায় বাংলাদেশে আরও ৭ জনের মৃত্যু, নতুন শনাক্ত ৪৯৭

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ২৭।। বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে (কোভিড-১৯) শিশুসহ আরও সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে করোনায় মৃতের সংখ্যা সোমবার পর্যন্ত বেড়ে ১৫২ জনে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া নতুন করে আরও ৪৯৭ জনের করোনা শনাক্ত হওয়ায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ৯১৩ জনে।স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কোভিড-১৯ সংক্রান্ত নিয়মিত অনলাইন স্বাস্থ্য বুলেটিনে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) ডা. নাসিমা সুলতানা এসব তথ্য জানান।

তিনি জানান, নতুন মারা যাওয়া সাতজনের মধ্যে ছয়জন পুরুষ এবং একজন নারী। একজন শিশু রয়েছে। সাতজনের মধ্যে পাঁচজন ঢাকার এবং বাকি দুজনের মধ্যে একজন সিলেট ও একজন রাজশাহীর।গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ৪১৯২টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়। ৩৮১২টি নমুনা পরীক্ষা করা হয় বলে জানান নাসিমা সুলতানা।তিনি জানান, ২৪ ঘণ্টায় আরও ৯ জনসহ মোট সুস্থ হয়েছেন ১৩১ জন। দেশের এখনও চারটি জেলা-রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, নাটোর এবং সাতক্ষীরায় কোনো করোনা রোগী পাওয়া যায়নি বলে জানান তিনি।

এদিকে বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাসে (কোভিড-১৯) আক্রান্ত হয়ে সোমবার পর্যন্ত করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৬ হাজার ৯৯৭ জন।

গত বছরের ডিসেম্বরে চীন থেকে সংক্রমণ শুরু হওয়া অতিমাত্রায় ছোঁয়াচে কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২০ লাখ ৯৪ হাজার ৯৫৮ জন।বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসের সর্বশেষ পরিসংখ্যান জানার অন্যতম ওয়েবসাইট ওয়ার্ল্ডোমিটার থেকে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

ওয়ার্ল্ডোমিটার আরও বলছে, আক্রান্তদের মধ্যে বর্তমানে ১৯ লাখ ৯ হাজার ১৩১ জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। যাদের মধ্যে ৫৭ হাজার ৬০৩ জন (৩ শতাংশ) আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছেন।এ পর্যন্ত করোনাভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে ৮ লাখ ৭৮ হাজার ৮৩০ জন (৮০ শতাংশ) সুস্থ হয়ে উঠেছেন এবং ২ লাখ ৯৯৭ হাজার ২৭৬ জন (২০ শতাংশ) রোগী মারা গেছেন।নভেল করোনাভাইরাস বাংলাদেশসহ বিশ্বের ২১০টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। গত ১১ মার্চ করোনাভাইরাস সংকটকে মহামারি ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।